পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 349 Thursday, 13 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪৯ সংখ্যা ❋ ২৬ কার্তিক ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দিল্লি বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
বিশেষ বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বরঃ দু-দিনের ভুটান সফর থেকে ফিরেই দিল্লির লোক নায়ক জয় প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালে বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২০-রও বেশি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার কড়া নিরাপত্তায় মোড়া হাসপাতালে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। দু-দিনের ভুটান সফর সেরে বুধবার দিল্লিতে অবতরণের পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরাসরি এলএনজেপি হাসপাতালে পৌঁছে যান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সেখানে আহতদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। পাশাপাশি আহতদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসারত আহতদের অবস্থা এবং তাঁদের জন্য যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে সিনিয়র আধিকারিক ও চিকিসকদের কাছ থেকে অবগতও হন। তারপরেই এক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, 'এলএনজেপি হাসপাতালে দিল্লিতে বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ষড়যন্ত্রের পেছনে যারা আছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে!'

দরিদ্র মহিলাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মমতা

ডি-লিট প্রদান করে বলল ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ এশিয়ার প্রথম কোনও মহিলাকে সাম্মানিক ডি-লিট প্রদান করল ওয়াকামা ইউনিভার্সিটি। কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেই সম্মান তুলে দিল ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন, দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন মমতা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন উল্লেখ করেন, জাপানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বাংলার। বুধবার ধনধান্য স্টেডিয়ামে ওই সম্মান প্রদানের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওকায়ামা ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট নাসু ইয়াসুতোমো এদিন উপস্থিত হয়ে জানান, ফেব্রুয়ারি মাসে বিজিবিএস-এ তাঁর অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন রাজ্যের গরীব মহিলা এবং শিশুদের জন্য। সামাজিক সুরক্ষা দিতে বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর এই লিডারশিপের জন্য ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম এশিয়ার কোনও মহিলাকে সাম্মানিক ডি-লিট দিচ্ছে।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাপানের ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত ফেব্রুয়ারিতে ওই প্রতিনিধিরা বিজিবিএস-এ যোগ দিতে বাংলায় আসে। এরপরই জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। মে মাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লেখা হয় বলেও জানান মমতা। তিনি বলেন, ''এই বছর যেতে পারব না বলে জানিয়েছিলাম। এরপর জানানো হয়, আসতে না পারলে আমরা যাব। এরপর কি আর আমি এড়াতে পারতাম! সৌজন্যকে সম্মান জানানো উচিত ছিল। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন বাংলার সঙ্গে জাপানের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। মমতা উল্লেখ করেন, একসময় রাসবিহারী বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র জাপানে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানি সংস্কৃতির সম্পর্কের কথাও বলেছেন তিনি। জাপানের একাধিক সংস্থা মিৎসুবিসি, হিতাচি ভারতে কাজ করছে। ওয়েবেলও জাপানি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই সম্মানের জন্য জাপানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা। **ছবি-সৌরভ দত্ত**

বিহারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে আরজেডি!

পাটনা, ১২ নভেম্বরঃ বুথ ফেরত সমীক্ষায় অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার উত্থানই হয়েছিল ২০১৫ সালে বিহার ভোট থেকে। সেবার সবাই যখন বিজেপি-র বিপুল জয়ের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, অ্যাক্সিসের প্রদীপ গুপ্তার পুর্বানুমান ছিল ঠিক বিপরীত। সঠিক পূর্বাভাস দিয়ে রাতারাতি হিরো বনে গিয়েছিলেন তিনি। তার পর এক আধটা ভোট ছাড়া মোটামুটি ভাবে সঠিক পুর্বানুমানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে অ্যাক্সিস। বিহার ভোট নিয়ে তাই তাদের বুথ ফেরত সমীক্ষার ব্যাপারে অনেকের আগ্রহ রয়েছে। বুধবার বিহার ভোটের বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করল অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া। তাদের সমীক্ষায় স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে, বিহারে ফের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি হিসাবে উঠে আসতে পারে তেজস্বী যাদব-লালু প্রসাদের আরজেডি। তাঁদের দল জিততে পারে ৬৭ থেকে ৭৬টি আসনে। শুধু তা নয়, তাঁরা যে ৪২ হাজার স্যাম্পেল সাইজ নিয়ে সমীক্ষা করেছেন তাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মানুষ তেজস্বীকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদে ৩৪ শতাংশের প্রথম পছন্দ তেজস্বী, আর ২২ শতাংশের প্রথম পছন্দ নীতীশ কুমার, ধারে

কাছে আর কেউ নেই। অ্যাক্সিসের সমীক্ষা বলছে, বিহারে দ্বিতীয় স্থানে থাকতে পারে নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল তথা জেডিইউ। তারা জিততে পারে ৫৬ থেকে ৬২ টি আসন। আর তৃতীয় স্থানে থেকে বিজেপি জিততে পারে ৫০ থেকে ৫৬টি আসন। তবে অ্যাক্সিসের স্পষ্ট ইঙ্গিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচিত হলেও শেষরক্ষা হবে না আরজেডির। কারণ তাদের সহযোগী দল ১৭ থেকে ২১টির বেশি আসনে জিতবে না। বরং সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাজিক নাম্বারের অনেক বেশি আসন পাবে এনডিএ জোট। এই ভোটে এনডিএ পেতে পারে কমবেশি ১৩০টি আসন। আর তেজস্বীদের মহাজোট তথা মহাগঠবন্ধন জিততে পারে কমবেশি ১১০টি আসন। আর প্রশান্ত কিশোর জিততে পারে ১টি আসন। তবে আবার জানিয়ে দেওয়া দরকার যে বুথ ফেরত সমীক্ষা সব সময়ে সঠিক হয় না। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এই অ্যাক্সিসের এক্সিট পোল ডাহা ফেল করেছিল। তবে যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য রয়েছে তাই অ্যাক্সিসের সমীক্ষা একেবারে উপেক্ষাও করা যায় না। নিচে তাদের সমীক্ষার সামগ্রিক ছবিটা দেওয়া হল।

বিধানসভার নিরাপত্তা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তারক্ষীর প্রবেশ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা আদালত অবমাননার মামলায় নতুন মোড়। কলকাতা হাইকোর্টে বুধবারের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন, আদালত স্পিকারের কথায় ভরসা করেই নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ বিধানসভার পালন করা উচিত। বুধবার মামলার শুনানির শুরুতেই রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী সময় চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন করেন। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, আরও প্রস্তুতির জন্য এই মামলার শুনানির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হোক। এদিকে মামলাকারী শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী আদালতে জানান, বিধানসভার স্পিকার, রাজ্যের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে ইতিমধ্যেই আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিচারপতি অমৃতা সিনহার মন্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, আদালত পূর্বে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা অনুসরণ করা হয়নি বলে আদালত উদ্বিগ্ন। কারণ এই মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভার নীতি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর সেখানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৯ নভেম্বর। এই সংক্রান্ত মামলার গত শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বিধানসভার অধ্যক্ষকে সকল সদস্যকে সমানভাবে দেখতে হবে।

'কপালে কিন্তু দুর্ভোগ আছে', ১৩ লক্ষ ডবল এন্ট্রির 'প্রমাণ' দিয়ে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ রাজ্যে এসআইআরের কাজ পুরোদমে চলছে। বাড়ি বাড়ি বিএলও অভিযানে এখনও পর্যন্ত ৭ কোটির বেশি এনুমারেশন ফর্ম বিলি হয়ে গেছে। কিন্তু বিতর্ক থামছে না। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছে। আদালতে মামলাও করেছে। আর বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের পাল্টা দাবি করেছে ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে। সেটা নিয়েই বুধবার সিইও দফতরে গিয়ে 'প্রমাণ' দেখালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি প্রথম থেকেই দাবি করেছে, বহু ভুয়ো ভোটার তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক। তাই এসআইআরের বিরোধী তাঁরা। এই অভিযোগ কতটা সত্যি তার 'প্রমাণ' দিতেই বুধবার তথ্য জমা দিতে সিইও অফিসে এসেছিলেন শুভেন্দু। বিপুল নথি জমা দিয়ে তিনি দাবি করেছেন- ভোটার তালিকায় ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার ডবল এন্ট্রি রয়েছে। সেই তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবই দেওয়া হয়েছে কমিশনে। শুভেন্দু অধিকারীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার নাম রয়েছে যাদের ডবল বা ট্রিপল এন্ট্রি রয়েছে। কিন্তু অন্য ইস্যুতে কমিশনের ভূমিকার সমালোচনাও করেছেন তিনি। অভিযোগ, ৫ হাজার ৭০০ বিএলও-র রাজনৈতিক পরিচয়সহ অভিযোগ জমা দেওয়ার পরও কমিশন এখনও পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট দেয়নি। বিজেপির তরফে এও দাবি করা হয়েছে, কমিশন জানিয়েছে তারা ৭০ শতাংশ রিপোর্ট পেয়েছে, তবে তার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আরও জানান হয়েছে, এ পর্যন্ত ৩০০ জন বিএলও বদলি করা হলেও মূল অভিযোগের সুরাহা হয়নি। কার্যত বিএলও নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি ও রিপোর্টে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির জানায়, তারা বিশেষভাবে ৬৫ জন বিএলও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল, কিন্তু কমিশন সেই অভিযোগকে 'যথাযথ নয়' বলে জানিয়েছে। তবে বিজেপির অভিযোগ, আইপ্যাকের সঙ্গে যুক্ত কিছু ইআরও ও এইআরও-কে সতর্ক করা প্রয়োজন। দলের দাবি, অনেক জায়গায় বিজেপির বিএলএ-২ কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। এছাড়া দলের বক্তব্য, পুলিশের আচরণ তৃণমূল ক্যাডারের মতো। বিজেপি কমিশনের কাছে বিএলও-বিএলএ সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। তবে আগেই নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৫২ হাজার বিএলএ পরিচয়পত্র, বিজেপি পেয়েছে ৪৮ হাজার, কংগ্রেস ও সিপিএম মিলিয়ে প্রায় ৩১ হাজার করে। মৃত ভোটার নিয়ে বিজেপি দাবি করেছে, নন-আধার মৃতের সংখ্যা ১৩ লক্ষ, আধার-সংযুক্ত মৃতের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ। এই তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জমা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপির দাবি, যাদের ভাতা বন্ধ হয়েছে (যেমন মৃত ভোটারদের), সেই তথ্য সরকার থেকে কমিশন যেন সরাসরি সংগ্রহ করে। সিইও অফিসে বসে ভুয়ো ভোটারদের উদ্দেশে শুভেন্দু অধিকারীর সরাসরি হুঁশিয়ারি- ''যারা জল মিশিয়ে ভোটার তালিকায় থাকার চেষ্টা করছেন, তাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।'' এক্ষেত্রে কমিশনের সব কাজ নিয়েও যে তারা সন্তুষ্ট নয় সে কথাও স্পষ্ট করেছে বিজেপি। এমনকী কমিশন স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তাদের তরফে।

রাজ্যের ৪০টি বিধানসভায় ফর্ম বিলির হার ৭৫ শতাংশের নীচে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধন অর্থাৎ এসআইআরের কাজ পুরোদমে চলছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত জানা গেছিল যে, সাড়ে ৬ কোটিরও বেশি ফর্ম বিলি সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৮৮.০৮ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে। বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলার হার সর্বোচ্চ। যদিও লাক্ষাদ্বীপে ইতিমধ্যেই ১০০ শতাংশ এবং গোয়াতে ৯৯.৯৯ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম বিলি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সব এলাকায় সমান অগ্রগতি হয়নি বলেও ধরা পড়েছে কমিশনের রিপোর্টে। তবে এই তথ্যও সামনে এসেছে যে, ৬ কোটি

৮৭ লক্ষ ফর্ম বুধবার বিকেল পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে। কমিশন মনে করছে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে সব ভোটারের কাছে ফর্ম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সিইও অফিস সূত্রে খবর রাজ্যের প্রায় ৪০টি বিধানসভা কেন্দ্রে এনুমারেশন ফর্ম বিলির হার এখনও ৭৫ শতাংশের নীচে! এই তালিকায় রয়েছে- শিলিগুড়ি, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, তপন, পলাশিপাড়া, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, জগদ্দল, নওয়াপাড়া, খড়দহ, পানিহাটি, রাজারহাট, নিউটাউন, রাজারহাট গোপালপুর, বিধাননগর, জয়পুর, বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, কসবা, যাদবপুর, সোনারপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, কলকাতা পোর্ট, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, কাশীপুর-বেলগাছিয়া, বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া দক্ষিণ, খড়গপুর সদর, দুবরাজপুর, শিউড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কুলটি। এই বিধানসভাগুলিতে এখন ফর্ম বিতরণের গতি বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যেই ১০০ শতাংশ ফর্ম বিতরণ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। এদিকে যেখানে এখনও ফর্ম বিতরণ সম্পন্ন হয়নি সেইসব এলাকার ইআরওদের সঙ্গে বুধবার রাত (দশটার সময়) ভিডিও কনফারেন্সে বসেন সিইও মনোজ আগরওয়াল বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে, আধার কার্ড ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলেছে সিইও দফতর। বলা হয়েছে, আধার কার্ড অনুযায়ী যারা মারা গেছেন, তাদের কারও নামে যদি এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করা হয়ে থাকে, তাহলে সেই ফর্ম নিয়ে ইআরও সেই ব্যক্তিকে ইন-পার্সন ভেরিফিকেশন করবেন। তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন সেই ফর্মের কী হবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধনের এই ধাপ স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চাকরির বিনিময়ে কার থেকে টাকা নিয়েছেন? জেল থেকে ফিরেই বেহালাবাসীকে খোলা চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ জেল থেকে ফিরেই নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমের বাসিন্দাদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির হাতে গ্রেফতার হতে হয়েছিল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। জেলমুক্তির পর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের চিঠি লিখে পার্থ জানতে চাইলেন, চাকরির বিনিময়ে কার থেকে টাকা নিয়েছেন তিনি। তাঁর নাম করে কেউ চাকরির বিনিময়ে টাকা চেয়ে থাকলেও সেই নাম জানানোর জন্য আর্জি জানিয়েছেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই খোলা চিঠি এ দিন থেকেই লিফলেট আকারে বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় বিলি শুরু হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বেহালা পশ্চিমেরই বিধায়ক ছিলেন পার্থ। লিফলেট আকারে লেখা সেই খোলা চিঠিতে বিধায়ক হিসেবে তিনি নিজের কেন্দ্রের জন্য কী কী কাজ করেছেন, তার খতিয়ানও তুলে ধরেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এর পরই চিঠির দ্বিতীয় ভাগে পার্থ অভিযোগ করেছেন, মিথ্যে অপবাদ দিয়েই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। পার্থ লিখেছেন, '২০২২ সালের ২২ জুলাই আমি কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে কারারুদ্ধ হই। রাষ্ট্রীয় সংস্থায় উচ্চপদে চাকরির সুনাম যা সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অর্জন করেছি এবং আমার পারিবারিক সংস্কৃতি যা আমাকে সংস্কৃতবান মানুষ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজ মিথ্যে অপবাদে তা ভূলণ্ঠিত।' পার্থ

প্রমাণ চান পার্থ

এই খোলা চিঠিতে আরও লিখেছেন, তিনি বিধায়ক থাকাকালীন তাঁর বিধানসভা এলাকার অনেকেরই চাকরি হয়েছে। কিন্তু তা কোনও অর্থের বিনিময়ে হয়নি। এর পরই পার্থ লিখেছেন, 'আজ আমি সোজাসাপ্টা জিজ্ঞেস করছি, চাকরির বিনিময়ে আমি কার কাছ থেকে অর্থ নিয়েছি? আসুন, যথাসাধ্য প্রমাণ নিয়ে কে চাকরির জন্য অর্থ দিয়েছেন আমার হাতে? কারা আমার নাম করে টাকা নিয়েছেন, এমন কেউ যদি থাকে তাদের নাম আমাকে জানান। আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবই। আমার সততার ছবিকে যারা মসীলিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন তাদের ছেড়ে দেওয়া সামাজিক অপরাধ।' চিঠিতে পার্থ আবেদন জানিয়েছেন, বেহালায় ডায়মন্ড হারবার রোডে তাঁর জনসংযোগ দফতর জনবাক্সে প্রমাণসহ যেন টাকা নেওয়ার অভিযোগ থাকলে তা জমা দেন বেহালা পশ্চিমের বাসিন্দারা। পার্থর আর্জি, 'আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবন, পরিষদীয় জীবনে কেউ আমার সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। আপনারা আমার উপরে আস্থা রেখে পাঁচ পাঁচবার বিধানসভায় জিতিয়েছেন। আপনাদের কাছে আমি দায়বদ্ধ। গণদেবতা এর উত্তর খুঁজুন, আমার ছবি মসীলিপ্ত হওয়া থেকে উদ্ধার করুন।' চিঠির শেষ দিকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিও আস্থা প্রকাশ করেছেন পার্থ। তিনি লিখেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আগেও ছিলাম, এখনও আছি। তবে উত্তর চাই-ই চাই।' চিঠিতে জানানো হয়েছে, ৫২২/এ/১ ডায়মন্ড হারবার রোডে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জনসংযোগ দফতরের জনবাক্সে এই অভিযোগ জানান যাবে। ১১ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত অভিযোগ জানানো যাবে।

বিজেপি বুথে লোক দিতে পারছে না, তাই কমিশনকেও ওদের হয়ে নামতে হয়েছে কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগের নিয়মে বুধবার বদল এনেছে নির্বাচন কমিশন। আর সেই নিয়েই তৃণমূলের তীব্র অভিযোগ- কমিশনের সিদ্ধান্ত বিজেপির স্বার্থে! তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, বিজেপি বুথে বুথে এজেন্ট পাচ্ছে না, তাই ওদের সুবিধা করে দিতে কমিশন নিয়ম পালটেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির 'বি টিম'। কমিশনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি অংশের জন্য একজন বিএলএ নিয়োগ করা যাবে। ওই এজেন্টকে অবশ্যই সেই অংশের ভোটার হতে হবে। তবে যদি উপযুক্ত ভোটার না পাওয়া যায়, তাহলে একই বিধানসভা এলাকার অন্য অংশের ভোটারকেও এজেন্ট করা যাবে। তৃণমূলের দাবি, এই বদল বিজেপির অনুকূলে। কল্যাণের কথায়, ''বিজেপি বুথে লোক দিতে পারে না, তাই কমিশন ওদের রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছে। আমরা যখন বিরোধী ছিলাম, তখনও বুথে বুথে লোক দিতাম।'' এখানেই থেমে থাকেননি তৃণমূল সাংসদ। নিশানা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। অমিত শাহকে উদ্দেশ করে কল্যাণ বলেন, ''দেশের পূর্ণ সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দরকার। অমিত শাহ বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি ব্যর্থ। মোদিরও দেখা উচিত, ওর চ্যালা বকে গেছে! আপনি ১৪০ কোটি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, অমিত শাহর কাছে নন। বিদেশমন্ত্রী যেমন ভদ্রলোক, তেমন একজন হোম মিনিস্টার দিন।''

‘কালো অধ্যায়ে’র স্মৃতি হাতড়ে কাটল মুক্ত পার্থর প্রথম রাত

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃপ্রায় সাড়ে তিনবছর পর মঙ্গলবার রাতে নিজের বাড়িতে কাটালেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে এদিনও শান্তির ঘুম হল না।বুধবার সকালে তিনি বলেন, ঘুম হয়নি। অস্বস্তি হয়েছে সারারাত। চেয়ারেই ঘুমোনোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু হল না। চেয়ারে ঘুম কেন? জবাব দিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। বললেন, এতগুলো দিন তো জেলে চেয়ারে বসেই রাত কেটেছে। অভ্যেস। একথা বলতে গিয়েই চোখ ভরে উঠল জলে।পার্থবাবু সাংবাদিককে জানান, জেলের মতোই সারারাত চেয়ারেই কাটে তাঁর। বন্দিদশার কথা স্মরণ করে এদিন ফের কেঁদে ফেলেন তিনি। বললেন, মন্ত্রী হিসেবে সততার সঙ্গে কাজ করেছি সবসময়। হয়তো কখনও কোনও অন্যায় করেছিলাম। ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৫-এর নভেম্বর। প্রায় সাড়ে তিনবছর পর মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সংশোধনাগারের ঘুপচি ঘর, পুলিশ, হাতকড়া পর্ব পেরিয়ে অবশেষে মঙ্গলবার নাকতলার বাড়িতে ফেরেন তিনি। ঠাকুর প্রণাম সেরে, পরিবারের সদস্য, প্রিয় পোষ্যদের সঙ্গে সময় কাটান তিনি। কথা বলেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে। এতগুলো বছর পর ফের নিজের বাড়িতে রাত কাটালেন তিনি।এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন সততার সঙ্গেই কাজ করেছেন। তিনি বলেন, আমার জীবনের কালো সময় পেরিয়ে এলাম। নিশ্চয় কোনও অপরাধ বিগত দিনে করেছি। তাই মানুষের কাজ করতে গিয়ে। তবে মন্ত্রী হিসেবে আমি সততার সঙ্গে কাজ করেছি।

বিএলএ নিয়োগের নতুন নির্দেশিকাকে স্বাগত জানালেন শুভেন্দু

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশন বুথ লেভেল এজেঃট (বিএলএ) নিয়োগে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। এর কড়া প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সময়োপযোগী এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। পুরোনো নির্দেশিকাতে বর্ণিত ছিলো যে শুধু মাত্র উক্ত বুথের ভোটারই ওই বুথের বিএলএ হতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নতুন নির্দেশিকাতে উল্লেখ করেছেন যদি কোনো বুথে বিএলএ নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় তবে ওই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্য যে কোনো বুথের ভোটার অন্য কোনো বুথেও বিএলএ হতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের বিএলএ নিয়োগের এই পরিধি বৃদ্ধিতে সকল রাজনৈতিক দল উপকৃত হবেন।এতে অনুপ্রবেশকারী ও মৃত ভোটারদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আরো সুবিধা হবে। নতুন এই নির্দেশিকা শক্তিশালী ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরীতে আরো বেশী কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।বাস্তব পরিস্থিতিকে বিচার করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপের জন্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে অভিনেতা গোবিন্দ, অবস্থা স্থিতিশীল

মুম্বই, ১২ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার রাতে হঠাই অসুস্থ হয়ে পড়েন বলিউডের অভিনেতা গোবিন্দ। নিজের বাড়িতেই জ্ঞান হারান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে মঙ্গলবার রাতেই ভর্তি করা হয় জুহুর সাবার্বান হাসপাতালে।রাতে ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিটে শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা। এরপর থেকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করেছে যে, এখন কেমন আছেন তিনি? বুধবার তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন অনেকেই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শহরের কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত কেভিএস এবং এনভিএস শিক্ষায় সমতা আনছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে, সমগ্র দেশে ১,২৯০-টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কার্যকর রয়েছে।ভারত সরকার আগামী নয় বছরের মধ্যে ৫৭-টি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় খোলার অনুমোদন দিয়েছে, যার জন্য আনুমানিক ৫,৮৬২.৫৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত, সারা দেশে ৬৬২-টি নবোদয় বিদ্যালয় আছে।২০২৪-২৫ সালের জন্য, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির স্কুলগুলির জন্য সাহায্য-অনুদান হিসাবে ৫,৩৭০.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।সূচনা-ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের ভবিষ্য নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধের জন্ম দেয়, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কাজ করে। এই কাঠামোর মধ্যে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন এবং জওহর নবোদয় বিদ্যালয় ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে কাজ করে। দুটি সংস্থাই সারা দেশে উচ্চ-মানের, সমতাপূর্ণ শিক্ষা প্রদানে নিবেদিত।কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, যাদের কর্মক্ষেত্রে বদলি হয়, প্রতিরক্ষা ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, এবং অন্যান্য সাধারণ শ্রেণী ও একক কন্যা সন্তানদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অভিন্ন ও গুণগত মানের শিক্ষা প্রদান করা। এর পাশাপাশি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় সংহতি এবং শিক্ষাগত উকর্ষতা বৃদ্ধি করাও এর উদ্দেশ্য।অন্যদিকে, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি মেধা-ভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিভাবান গ্রামীণ শিশুদের বিনামূল্যে আবাসিক শিক্ষা প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য হল, শহুরে-গ্রামীণ শিক্ষাগত ব্যবধান দূর করা এবং সামগ্রিক বিকাশকে উৎসাহিত করা, যা এনইপি ২০২০-র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।সব মিলিয়ে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে ১৫ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে পরিষেবা প্রদান করে, যা ভারতের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং সমতার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের স্কুলগুলি, যা সাধারণত কেঃদ্রীয় বিদ্যালয় নামে পরিচিত, তাদের সূচনা থেকেই সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য গুণগত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।অন্য দিকে, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির অধীনে থাকা স্কুলগুলি, যা নবোদয় বিদ্যালয় নামে পরিচিত, বিনামূল্যে আবাসিক শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ প্রতিভাকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে। উভয় প্রতিষ্ঠানই সিবিএসই-র পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, যা সামগ্রিক শিক্ষা এবং জাতীয় সংহতিকে উসাহিত করে।কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত (২০২৫ সালে যা ৬২ বছরে পদার্পণ করছে), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন-এর উপত্তি ১৯৬২ সালের সেন্ট্রাল স্কুলস অর্গানাইজেশন থেকে। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের মধ্যে একটি অভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান করে, বদলিযোগ্য এবং বদলি-অযোগ্য সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাগত চাহিদা মেটানোই এই কেভি স্কুলগুলির লক্ষ্য।সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, কেভিএস একটি দেশব্যাপী সংযোগে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রস্তাবের ভিত্তিতে ক্রমাগত সম্প্রসারণ ঘটেছে, এবং বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কম পরিষেবা-প্রাপ্ত এলাকাগুলিকে। সমস্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অনুমোদিত এবং তারা জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো ২০২৩ এবং সর্বশেষ নির্দেশিকা মেনে বালবাটিকা ১, ২ ও ৩ এবং প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। এই পাঠ্যক্রম শিক্ষাবিদ্যা, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ এবং দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে সামগ্রিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয়।নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন-১৯৮৬-র অধীনে ১৯৮৬ সালেই চালু হওয়া এনভিএস সিবিএসই-এর সঙ্গে যুক্ত আবাসিক এবং সহ-শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ প্রতিভাকে উৎসাহিত করার জন্য দুটি পাইলট স্কুল নিয়ে কাজ শুরু করে। এর লক্ষ্য গ্রামীণ পটভূমির প্রতিভাবান শিশুদের, তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে, বিনামূল্যে উচ্চ-মানের শিক্ষা প্রদান করা। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত, সারা দেশে ৬৬২-টি নবোদয় বিদ্যালয় বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। এনভিএস-এর সমস্ত স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিবিএসই-এর পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোর নির্দেশিকা মেনে বহুভাষিকতা এবং সাংস্কৃতিক সংহতি প্রচারের জন্য এই স্কুলগুলিতে ত্রিভাষা সূত্র (আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দিইংরেজি এবং ছাত্র স্থানান্তরের সঙ্গে যুক্ত একটি তৃতীয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা) কার্যকর করা হয়।শহুরে সুবিধা বনাম গ্রামীণ প্রতিরোধ ক্ষমতাঃকেভিএস এবং এনভিএস-এর পরিকাঠামোগত বাস্তবতাকেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন এবং নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি উভয়ই বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার এবং খেলার মাঠের মত সুবিধার জন্য সিবিএসই-এর নিয়মাবলী মেনে চলে। তাদের নিজস্ব পরিকাঠামো তাদের কার্যকারী অগ্রাধিকারগুলিকে প্রতিফলিত করে, যেমন - কেভিএস উন্নত প্রযুক্তির একীকরণের জন্য শহুরে সুযোগের সুবিধা নেয় এবং এনভিএস স্বনির্ভরতার জন্য গ্রামীণ কাঠামোকে শক্তিশালী করে।অর্থায়নের ভিত্তি কৌশলগত বরাদ্দের মাধ্যমে বৃদ্ধি বজায় রাখাকেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সহায়তা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের স্কুলগুলির কার্যকারিতা বজায় রাখা এবং সম্প্রসারণ নিশ্চিত করে।নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য, অর্থায়ন প্রধানত আবাসিক পরিচালনা এবং গ্রামীণ নির্মাণের উপর জোর দেয়, যেখানে ২০২৪-২৫ সালের জন্য সাহায্য-অনুদান হিসাবে ৫,৩৭০.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪ সালের ১ এপ্রিলের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকা ৫৮৫.৩৪ কোটি টাকাও ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি, এই বছরটিতে ৪৪.৭০ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তিও সংগৃহীত হয়েছিল। এইভাবে, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে নবোদয় বিদ্যালয়গুলির কাছে মোট ৬,০০২.৮৩ কোটি টাকা উপলব্ধ ছিল।২০২৫ সালের লক্ষ্যমাত্রাঃ সম্প্রসারণ ও ডিজিটাল অগ্রগতির সূচনা২০২৫ সালে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন (কেভিএস) এবং নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি (এনভিএস) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর ভিত্তিকে শক্তিশালী করে নীতি-নির্দেশিত বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির প্রবেশ অব্যাহত রেখেছে। এই উন্নয়নগুলি শুধুমাত্র ভৌত ধারণক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে না, বরং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতিও প্রবর্তন করে।২০২৫ সালের ১ অক্টোবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশজুড়ে ৫৭-টি নতুন সিভিল-সেক্টর কেভি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে শুরু করে পরবর্তী নয় বছরের জন্য আনুমানিক ৫,৮৬২.৫৫ কোটি টাকা মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।এই মোট তহবিলের মধ্যে মূলধন ব্যয়ের (জমি, ভবন, সরঞ্জাম) জন্য ২,৫৮৫.৫২ কোটি টাকা এবং পরিচালনা ব্যয়ের জন্য ৩,২৭৭.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই উদ্যোগটির লক্ষ্য কম পরিষেবা -প্রাপ্ত জেলাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া, শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং বহুভাষিকতা ও দক্ষতা একীকরণের মত জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্যগুলিকে শক্তিশালী করা। এর পাশাপাশি, পিএম স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া (পিএম শ্রী) প্রকল্পের অধীনে ৯১৩-টি কেভিকে উন্নত করা হয়েছে। এগুলিকে কার্যকলাপ - ভিত্তিক শিক্ষণ স্থান , ডিজিটাল রিসোর্স হাব এবং নেতৃত্ব বিকাশের কর্মসূচির মত সুবিধা সহ আদর্শ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে তারা জাতীয় শিক্ষানীতির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করতে পারে।নবোদয় বিদ্যালয়গুলির জন্য, ২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর সরকার ২৮-টি নতুন নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য ২০২৪-২০২৫ থেকে ২০২৮-২০২৯ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য মোট ২,৩৫৯.৮২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে মূলধন ব্যয় বাবদ ১,৯৪৪.১৯ কোটি টাকা এবং পরিচালনা ব্যয় বাবদ ৪১৫.৬৩ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।ডিজিটাল ভোরঃপ্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষকে শক্তিশালী করাকেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন এবং

বিরোধীদের হৃদয় জানে পরাজয়ের সত্য, আত্মবিশ্বাসে উচ্ছ্বসিত নিত্যানন্দ রাইয়ের বার্তা

পাটনা,১২নভেম্বরঃবিহারের রাজনীতির আবহ এখন যেন এক অদৃশ্য উত্তাপে থরথর করছে। ভোটগ্রহণ শেষ, বুথফেরত সমীক্ষা বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ফলাফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলির মনস্তত্ত্বে যেন তীব্র টানাপোড়নে চলছে। ঠিক এই প্রেক্ষিতেই কেঃদ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা নিত্যানন্দ রাই এমন এক মন্তব্য করলেন, যা রাজনৈতিক অন্দরে নতুন করে আলোচনার ঝ। তুলেছে। তাঁর দাবি, বিরোধীরা যতই মুখে বলুক যে তারা এক্সিট পোলে বিশ্বাস রাখছে না, তাঁদের হৃদয়ের গভীরে তারা জানে- হারের দিন ঘনিয়ে এসেছে।বুধবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাইয়ের গলায় শোনা গেল এক আত্মবিশ্বাসী সুর। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, তাঁদের (বিরোধীদের) হৃদয় জানে সত্যটা কী, কিন্তু তাঁরা এখনও তা স্বীকার করতে চাইছেন না। এটা মাত্র এক বা দুই দিনের ব্যাপার। এরপর তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন জনগণের রায় কী দিয়েছে। জনগণ সব বুঝে নিয়েছে, আর জনগণ জানে কারা তাঁদের পাশে থেকেছে। পরাজয় তাঁদের (বিরোধীদের) জন্য অনিবার্য।রাইয়ের এই বক্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে তাঁর মন্তব্য। বিহারের রাজনৈতিক মহল জানে, নিত্যানন্দ রাই কেবলমাত্র বিজেপির নেতা নন, তিনি নিজেই এক প্রভাবশালী মৈথিল রাজনীতিক। তাঁর মন্তব্য নিছক রাজনৈতিক বাক্যবাণ নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে বিজেপির আত্মবিশ্বাস ও কৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে। বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফলে যেখানে এনডিএ-র জয়জয়কার দেখা যাচ্ছে, সেখানে বিরোধী জোট ‘ সেই ফলাফলের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু রাইয়ের দাবি, এই প্রশ্ন তোলা আসলে এক ধরনের মানসিক প্রতিরোধ-যা পরাজয়ের ভয় থেকেই আসছে।তিনি আরও বলেন, বুথফেরত সমীক্ষা যেভাবে জনগণের মতামতকে প্রতিফলিত করেছে, তা স্পষ্টভাবে এনডিএ সরকারের প্রতি সমর্থন দেখাচ্ছে। আমাদের কাজ, আমাদের প্রতিশ্রুতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রশাসনিক দক্ষতা, যুব কল্যাণ ও নারী কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ, দরিদ্র ও কৃষকদের জন্য সরকার যে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে- সব মিলিয়ে এনডিএ আজ জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে।বিহারে এবারের নির্বাচনী লড়াই নিঃসন্দেহে ছিল মর্যাদা রক্ষার। একদিকে বিজেপি ও জেডিইউ-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট, অন্যদিকে তেজস্বী যাদবের আরজেডি, কংগ্রেস ও বাম দলগুলির ‘ জোট। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ল।ইয়ে বিজেপি যতটা গুরুত্ব দিয়েছে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতাকে, বিরোধীরা ততটাই জোর দিয়েছে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষক সমস্যার মতো ইস্যুতে। কিন্তু নির্বাচনের ময়দানে শেষ পর্যন্ত কোন ইস্যু বেশি কার্যকরী হয়েছে, তা স্পষ্ট হবে ১৪ নভেম্বর, ফল ঘোষণার দিনেই।তবে বিজেপি শিবিরে এখন যে এক ধরনের নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাস ছ।য়ে প।ছে, তা নিত্যানন্দ রাইয়ের কথাতেই প্রতিফলিত। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এনডিএ এবার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে সরকার গঠন করবে। তাঁর যুক্তি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ‘ মডেল’ সাধারণ মানুষের মনে যে প্রভাব ফেলেছে, তা অন্য কোনও দল মেলাতে পারেনি। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অভিজ্ঞ নেতৃত্ব বিহারের মানুষকে স্থিতিশীল প্রশাসনের স্বাদ দিয়েছে। এই দুই শক্তির সমন্বয়ই এনডিএ-কে অপ্রতিরোধ্য করেছে।বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি কটাক্ষ ছুড়ে বলেন, আজ তাঁরা মুখে বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু তাঁদের কর্মী, তাঁদের প্রার্থী-সবাই জানে আসল পরিস্থিতি কী। তাঁদের হৃদয়ে ভয় ঢুকে গেছে। তারা বুঝতে পারছে, এবার জনগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করতে চলেছে। রাজনৈতিক মহল বলছে, এনডিএ শিবিরে এই আত্মবিশ্বাসের উৎস প্রধানত তিনটি কারণে-মোদীর ব্যক্তিঃগত জনপ্রিয়তা, নীতীশ কুমারের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, এবং বিজেপির শক্তিঃশালী সংগঠন কাঠামো। গত কয়েক বছরে বিহারের গ্রামীণ পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ, রাস্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। বিজেপি নেতাদের মতে, এই উন্নয়নের ধারাই জনসমর্থনের ভিত্তি তৈরি করেছে।অন্যদিকে বিরোধীরা অবশ্য অন্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, এক্সিট পোল সবসময় বাস্তব ফলাফলকে প্রতিফলিত করে না। ২০১৫ সালের বিহার নির্বাচনেও এক্সিট পোলের বেশ কিছু অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। এবারও তারা বলছে, ভোটের ফলাফলে বড় চমক থাকতে পারে। তবে নিত্যানন্দ রাইয়ের বক্তব্যে সেই যুক্তি যেন একেবারেই গুরুত্ব পাচ্ছে না।রাইয়ের মতে, বিরোধীদের এই অস্বীকার আসলে মানসিক প্রস্তুতির অভাব। তিনি বলেন, জনগণ এবার উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছে। মোদীজির নেতৃত্বে দেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বিহারও সেই পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে। বিরোধীরা বুঝতে পারছে, তাদের রাজনীতি শুধুমাত্র সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। তারা বিকল্প দিতে পারেনি। তাই আজ তাদের মুখে আত্মবিশ্বাস নেই।বিহারের এই নির্বাচনে বিজেপির প্রচারযন্ত্র ছিল তীব্রভাবে সক্রিয়। প্রতিটি জেলা, প্রতিটি প্রান্তে সংগঠনের কর্মীরা প্রচারে নেমেছিলেন। মোদীজির একাধিক সভা, অমিত শাহের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং স্থানীয় নেতৃত্বের মাঠপর্যায়ের কাজ-সব মিলিয়ে বিজেপি এবার লড়াইয়ে ছিল অত্যন্ত সংগঠিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। নিত্যানন্দ রাই নিজেও বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে ঘুরেছেন, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তাই একরকম মাঠপর্যায়ের আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ পাচ্ছে।বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভোট-পরবর্তী এই মুহূর্তকে অনেকেই তুলনা করছেন ২০২০ সালের নির্বাচনের সঙ্গে। তখনও এক্সিট পোল নিয়ে এমন বিতর্ক হয়েছিল। কেউ বলেছিল এনডিএ এগিয়ে, কেউ আবার জানিয়েছিল আরজেডি জোট আসবে ক্ষমতায়। কিন্তু শেষমেশ সামান্য ব্যবধানে জয়ের মুখ দেখেছিল এনডিএ। এবারের পরিস্থিতিতেও সেই ছায়া রয়েছে, তবে এবার বিজেপি মনে করছে তারা আরও শক্তিঃশালী অবস্থানে।নিত্যানন্দ রাইয়ের বক্তব্যে বিজেপি শিবিরের একটিই বার্তা স্পষ্ট-জনগণের আস্থা তারা অর্জন করেছে। তাঁরা আর বিরোধীদের অভিযোগ বা অস্বীকারকে গুরুত্ব দিতে চান না। রাইয়ের কথায়, জনগণ মোদীজিকে ভালোবাসে কারণ তিনি দেশের উন্নয়নকে নিজের ধর্ম মনে করেন। তিনি দরিদ্রের জন্য, কৃষকের জন্য, নারীর নিরাপত্তার জন্য কাজ করেন। এই ভালোবাসা কোনও সমীক্ষায় পুরোপুরি ধরা যায় না, কিন্তু ফলাফল ঘোষণার দিন সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, রাইয়ের বক্তব্য কেবল বিজেপির আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন নয়, বরং বিরোধীদের মানসিক চাপে রাখার একটি কৌশলও হতে পারে। ফল ঘোষণার আগে এমন মন্তব্যের মাধ্যমে এনডিএ হয়তো মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিরোধীদের দুর্বল করে দিতে চাইছে।যা-ই হোক, বিহারের রাজনীতির এই শেষ পর্যায়ে নিত্যানন্দ রাইয়ের হৃদয় জানে সত্যিটা কী মন্তব্য এখন যেন নির্বাচনের শেষ স্লোগানে পরিণত হয়েছে। বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস, বিরোধীদের মুখে অনিশ্চয়তা, আর সাধারণ মানুষের চোখ এখন ১৪ নভেম্বরের দিকে-সেই দিনই নির্ধারিত হবে আসল সত্য।কারণ, শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত নেয় মানুষ। আর বিহারের এই নির্বাচনে সেই জনমতই বলবে, কার হৃদয়ের সত্যিই জানা ছিল-বিজেপির আত্মবিশ্বাস নাকি বিরোধীদের আশঙ্কা করা হয়েছে।

দু’দিনের সফর শেষ, থিম্পু থেকে ভারতে রওনা প্রধানমন্ত্রী

থিম্পু, ১২ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুই দিনের ভুটান সফর শেষ। বুধবার থিম্পু থেকে মাতৃভূমি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিদায় জানান। দুই দিনের সফরে মঙ্গলবারই ভুটান পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। বেশ কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। বুধবার সকালেই থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক যৌথভাবে ’কালচক্র অভিষেক’-এর উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন সকালে ভুটানের নরেশ জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা হয়।

সাধারণতন্ত্র দিবসেই দিল্লিতে বিস্ফোরণের ছক ছিল আততায়ীদের

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর, ঃ লালকেল্লার বিস্ফোরণ কাণ্ডে মিলল বিস্ফোরক তথ্য। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মুজাম্মিলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর মিলছে বিস্ফোরক তথ্য। সাধারণতন্ত্র দিবসেই নাকি দিল্লিতে বিস্ফোরণের ছক ছিল আততায়ীদের। আর সেজন্য লালকেল্লায় রেইকিও করে যায় তারা। এছাড়াও এবছরের দিওয়ালিতেও নাকি জনবহুল স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানোর মতলব ছিল তাদের। কিন্তু তা কার্যকর করা যায়নি।দিল্লি বিস্ফোরণের পরেই দেশজু।ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আর এরপরই শুরু হয়েছে তদন্ত। বুধবার সকালেও বিস্ফোরণের স্থানে রয়েছে কড়া প্রহরা। দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গাতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে সেনার তরফে।তদন্তে উঠে এসেছে, মূলত ফরিদাবাদের আল ফালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক রয়েছে এই নাশকতার নেপথ্যে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ একে বলছে ‘ হোয়াইট কলার টেরর ইকোসিস্টেম’। ধৃত মুজাম্মিলকে জেরা করে আরও তথ্য জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

থিম্পুতে কালচক্র অভিষেকের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী ও ভুটানের রাজার

থিম্পু, ১২ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী ২ দিনের সফরে ভুটানে গিয়েছেন। সফরের দ্বিতীয় দিনে, বুধবার সকালে থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক যৌথভাবে ’কালচক্র অভিষেক’-এর উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী এদিন সকালে ভুটানের নরেশ রাজা দ্রুক গ্যালপো জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা হয়। উল্লেখ্য, ২ দিনের সফরে মঙ্গলবার ভুটানে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবার সফরের দ্বিতীয় দিন। এই সফরে বেশ কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী সংবাদসংস্থা খবর থেকে জানান।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন ধর্মেন্দ্র, বাড়িতে চলবে চিকিৎসা

মুম্বই, ১২ নভেম্বর ঃহাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরলেন প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। বুধবার সকালে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ধর্মেন্দ্রকে। বাবা-কে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বুধবার সকালেই হাসপাতালে এসে পৌঁছন ববি দেওল। ধর্মেন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই প্রবীণ অভিনেতাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের ডাঃ প্রীত সামদানি বলেন, ধর্মেন্দ্র দেওলকে বুধবার সকাল ৭.৩০ মিনিটে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবার বাসভবনে তাঁর যত্ন নিচ্ছে। প্রার্থনা করুন যে তাঁরা চিকিৎসা, ব্যবস্থাপনা এবং আরোগ্য অব্যাহত থাকুক। ধর্মেন্দ্রকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে এদিন হাসপাতালে যান পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় ধর্মেন্দ্রকে। উল্লেখ্য, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। এখন তিনি সুস্থ আছেন বলেই জানা গিয়েছে। বাড়িতেই আপাতত চলবে চিকিৎসা বলে মনে করা হয়েছে বলেজানান

অনুপ্রবেশ মামলার তদন্তে ত্রিপুরায় এনআইএ টিমের তল্লাশি অভিযান

আগরতলা, ১২ নভেম্বর ঃ ২০২৩ সালের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত মামলার তদন্তে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-এর একটি বিশেষ টিম ত্রিপুরায় এসেছে। গত ১০ নভেম্বর থেকে রাজ্যে অবস্থানরত এনআইএ কর্মকর্তারা বুধবার রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় উত্তর ও ঊনকোটি জেলা একাধিক স্থানে তল্লাশি অভিযান চালান।সূত্রের খবর, এদিন এনআইএ টিম কুমারঘাট, কৈলাসহর এবং উত্তর জেলার সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ ও তার সঙ্গে জড়িত সম্ভাব্য চক্রের সন্ধানেই এই হানা বলে জানা গেছে।জানা গিয়েছে, এনআইএ টিমের সঙ্গে ত্রিপুরা পুলিশ যৌথভাবে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং তদন্তের স্বার্থে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে এখনই তদন্তের বিস্তারিত প্রকাশ করতে অসম্মতি জানিয়েছে প্রশাসনের আধিকারিকরা।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে দায়ের হওয়া ওই মামলাটি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যা মূলত সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ ও নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত সন্দেহের ভিত্তিতে শুরু হয়। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে এনআইএ এখন রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার করেছে

নির্বাচন কমিশন ও ইভিএম-কে দোষারোপ করার অজুহাত খুঁজছে বিরোধীরাঃবিজয় সিনহা

পাটনা, ১২ নভেম্বর ঃ বিহারে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে এনডিএ। বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষা এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বুথ ফেরত এই সমীক্ষা প্রসঙ্গে বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিজয় কুমার সিনহা বুধবার বলেন, গণতন্ত্রের জননী বিহারে বসবাসকারী সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং নীতীশ কুমারের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের গতি আরও একবার ত্বরান্বিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। জনগণ এনডিএ-র উপর আস্থা রেখেছে, কিন্তু বিহারের জনগণ আরজেডি-কংগ্রেসকে শিক্ষা দিয়েছে, যারা ফাঁপা ঘোষণা করে। ফলাফল প্রকাশিত হলে তাঁদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তাঁরা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন, ইভিএম-কে দোষারোপ করার অজুহাত খুঁজছে।বিহারের এবার দুই দফায় ভোটে রেকর্ড ভোট পড়েছে। এই বিপুল ভোটার উপস্থিতি সম্পর্কে বিজয় সিনহা বলেন, এটি গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা ও সমগ্র দেশের জন্য একটি উদাহরণ। এটি তাদের প্রতিও উত্তর যারা নির্বাচন কমিশনের ওপর প্রশ্ন তুলেছিলেন, এটাও বুঝিয়ে দিল যে এসআইআর-এর ওপর যে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন তাঁরা তা কেউ সমর্থন করেনি।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অন্যরা প্রশংসা করবেন, যা আপনার জন্য সহায়ক প্রমাণিত হবে। আপনি যদি একটি নতুন সম্পর্ক শুরু করতে চান, তাহলে এটি একটি অনুকূল দিন। শুভদিন।

বৃষঃ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন তর্কে পাওয়ার কিছু নেই বরং কেবল হারাবার আছে। আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং লেনদেন করার সময় বা কোনও দস্তাবেজ সই করার সময় আপনার সজাগ থাকা প্রয়োজন। আপনার ব। অনুষ্ঠানে সবাইকেই আমন্ত্রণ জানান- আজকে আপনার।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের কথোপকথনে অহঙ্কার আপনার সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বজায় রাখা এবং সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি শক্তির অভাব অনুভব করতে পারেন, যা আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানসিক ভাবে দুর্বল বোধ করতে পারেন।।

কর্কট রাশি ঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে তবে আপনাকে অতিরিক্তঃ অর্থ ব্যয় করা বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় না করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে। আজ আপনার সীমিত ধৈর্য্য হবে- কিন্তু এই ব্যাপারে যত্ন নিন কারণ ।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতকরা আজ ফলাফল পাবেন। আটকে থাকা টাকা ফিরে পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত হবে। বিরোধী আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার প্রতিভা দেখে তাঁরা নিজেরাই ঝগড়া করে শেষ হবে। যাত্রার পরিকল্পনা করতে পারেন। মা-বাবার পরামর্শ গ্রহণ করুন। ভালো করে চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা তৈরি করুন।।

কন্যা ঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের আবেগ আরও সংবেদনশীল হতে পারে, তাই অন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় খুব সতর্ক থাকুন। বিবাহের যোগ।

বৃশ্চিকঃ আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। শুভ দিন হবে।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের চারপাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আপনার জন্য সহায়ক প্রমাণিত হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে।

মকরঃ রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের মন অস্থির থাকতে পারে, তাই আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি ভারসাম্যপূর্ণ রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

মীনঃ অত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার কাছে মানুষের কি প্রয়োজন এবং আপনার কাছ থেকে তারা কি চায় তা জানার চেষ্টা করুন- কিন্তু আজ আপনার খরচ খুব বেশি না হয় সেই চেষ্টা করুন। এমন বন্ধুদের সাথে দেখা করুন যাদের আপনার সহায়তা

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে এই মুহূর্তে মনোরম ও আরামদায়ক আবহাওয়া। ভোরে ও রাতে শীতের আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। রোদ উঠলেও গরমের অস্বস্তি নেই। বুধবারও কলকাতায় স্বাভাবিকের নীচেই থাকল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.১ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নীচেই থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। দার্জিলিং, কালিম্পঙ-এ জমজমাট ঠান্ডা। দিনে রোদ উঠলেও গরমের অস্বস্তি একেবারেই নেই। এই মুহূর্তে শুধু জাঁকিয়ে শীতের অপেক্ষা। তবে, গ্রাম বাংলায় ইতিমধ্যেই ঠান্ডা বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে বলে মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

দিল্লি বিস্ফোরণের পর কলকাতায় সতর্কতা, পার্ক স্ট্রিট সহ শহরের বিভিন্ন হোটেলগুলোতে হানা পুলিশের !

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণের জেরেই সতর্ক লালবাজার। ঘটনার পর রাজ্যের সব থানাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি থানাকে এলাকায় একাধিক নাকা চেকিং ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পার্কস্ট্রিটসহ শহরের হোটেলগুলিতে থাকা আবাসিকদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে পুলিশ পার্কস্ট্রিটসহ শহরের একাধিক হোটেলে হানা দিয়ে খতিয়ে দেখে, কোথায় কোন আবাসিক অবস্থান করছেন এবং কতদিন ধরে রয়েছেন। হোটেলের রেকর্ডও পরীক্ষা করা হয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, দিল্লি বিস্ফোরণের পরেই নড়েচড়ে বসেছে লালবাজার। কলকাতার প্রত্যেকটি থানা, ট্রাফিক গার্ডের

আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার ও লালবাজারের কর্তারা। যেখানে প্রত্যেকটি থানা এবং ট্রাফিক গার্ডকে সতর্ক করে লালবাজার। দীর্ঘ বৈঠকে ট্রাফিক গার্ড ও থানার ওসিদের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ, একেকটি থানা এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় একাধিক নাকা চেকিং করতে হবে। এমন 'চেকিং করতে হবে, যাতে কোনও গাড়িই পুলিশের নজর এড়িয়ে না পালাতে পারে। সব গাড়ির ডিকি ও ভিতরের অংশ পরীক্ষা করতে হবে বলে নির্দেশে জানায় পুলিশ। নির্দেশে বলা হয়েছে, কোনও গা।তিতে নীল বা লাল বাতি থাকলে চালককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। নতুন কোনও ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাঘুরি করলে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কোনও সন্দেহজনক তথ্য পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে আটক করে জেরা এবং বাড়িতে তল্লাশি চালাতে হবে। পুলিশকে সময় নষ্ট না করার সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন হোটেলে কে বা কারা রয়েছেন সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বুধবার সকালে পুলিশ পার্কস্ট্রিটসহ শহরের বিভিন্ন হোটেলে খোঁজখবর নিতে হানা দেয়।

নভেম্বরের শুরুতেই শীতের আগমন,তিলোত্তমা শীতলতম দিনের রেকর্ড !

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আবহাওয়ার ধারা বদলাতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবল শীতের আভাস মিলেছে। তিলোত্তমার তাপমাত্রা নেমে দাঁ।য়িছে ১৭ ডিগ্রিতে, যা বুধবার কলকাতার মরশুমের শীতলতম দিন হিসেবে রেকর্ড করা হলো। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও কমে ১৪ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মধ্য বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছে। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর তামিলনাড়ু ও সংলগ্ন এলাকায়। এদিকে গত কয়েকদিনে বঙ্গে

বদলেছে আবহাওয়া। সকাল ও রাতে অনুভূত হচ্ছে শীতের আমেজ। জেলার দিকে তাপমাত্রা নেমেছে ১৫ ডিগ্রির নিচে। ভোর হতেই পথঘাট ঢাকছে কুয়াশার চাদরে। যদিও বেলা বাড়তেই ফের অনুভূত হচ্ছে আদ্রর্তাজনিত অস্বস্তি। এরই মাঝে বুধবার সকালে মরশুমের শীতলতম দিনের সাক্ষী থাকত তিলোত্তমা। এদিন শহরের পথও ঢেকেছে কুয়াশা। তাপমাত্রা নেমেছে ১৭ ডিগ্রির ঘরে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণত কলকাতায় পারদ এতটা নামা বিরল। পশ্চিমের জেলার তাপমাত্রা নেমেছে ১৪ ডিগ্রির ঘরে। অর্থা জবুথবু অবস্থা বাসিন্দাদের। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় সকালে হালকা কুয়াশা থাকছে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেশি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আপাতত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী পাঁচ দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায .তেমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। বাংলার পাশাপাশি অন্য রাজ্যগুলিতেও শীতের দাপট দেখার সুযোগ মিলছে।

৩১৭ কোটি টাকার সাইবার জালিয়াতি, ক্রিপ্টোতে ১৭০ কোটি টাকা,অভিযুক্ত শিল্পপতি পবন রুইয়া!

১২ নভেম্বর ঃ ৩১৭ কোটি টাকার সাইবার জালিয়াতির মামলায়. চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশে এসেছে- শুধুমাত্র ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রায.১৭০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। রাজ্য পুলিশের সাইবার উইং-এর দাবি, এই বিপুল অর্থ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িয়ে.আছেন শিল্পপতি পবন রুইয়া। এরপরই পুলিশ অভিযান চালায. দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে তাঁর বাড়িতে, পার্ক সার্কাসের সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউতে অফিসে এবং পার্ক স্ট্রিটের আরেকটি অফিসে। তিনটি জায়গা থেকেই উদ্ধার হয়েছে ৬টি মোবাইল ফোন, একটি ম্যাকবুক, ১০টি ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক ও সার্ভার, ৭টি ওয়াই-ফাই রাউটার, একাধিক প্যান কার্ড, চেকবই, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টের নথি, ১২টি পেন ড্রাইভ এবং বেশ কিছু শেল কোম্পানি বা ভুয়া সংস্থার কাগজপত্র। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে, উদ্ধার হওয়া সিমকার্ডগুলির মধ্যে এক বড় অংশই দুবাই-সহ বিদেশি দেশের। ফলে তদন্তকারীরা প্রায় নিশ্চিত, ওই শিল্পপতির যোগসাজশে সাইবার জালিয়াতির বিপুল টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই সিমকার্ডগুলির মাধ্যমেই বিদেশি সংযোগের প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। পুলিশ

জানিয়েছে, নিউ টাউনের বাসিঃদা এক প্রবীণ তথা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক গত বছরের এপ্রিলে বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ২০২৩ সালে তাঁকে একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে যোগ করানো হয়। তাঁকে বলা হয়, শেয়ারে লগ্নি করলে বিপুল টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তারা ভুয়া মোবাইল অ্যাপ ও জাল ওয়েবসাইট তৈরি করে তাঁকে পাঠায়। তিনি জালিয়াতিদের ফাঁদে পা দিয়ে টাকা লগ্নি করতে শুরু করেন। প্রথমদিকে তাঁকে কিছু লভ্যাংশও পাঠিয়ে দেয় সাইবার জালিয়াতরা। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে দফায় দফায় ৯৩ লাখ টাকা লগ্নি করেন তিনি। ক্রমে বিধাননগর থানার কাছ থেকে ওই মামলার তদন্তভার নেয় রাজ্য পুলিশের সাইবার উইং। গত ১ নভেম্বর দুবাই থেকে লন্ডন যাওয়ার ছক কষে দিল্লি বিমানবঃদর থেকে এক ব্যক্তিকে গোয়েঃদারা গ্রেপ্তার করেন। পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে, রাজ্যসহ সারা দেশজুড়ে ১৩৭৯টি সাইবার জালিয়াতির অভিযোগের সূত্র ধরে একই চক্র ৩১৭ কোটি টাকা হাতিয়েছে। এই বিপুল অর্থ ১৪৮টি শেল কোম্পানি বা ভুয়া সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, যার একটি বড় অংশ একই ঠিকানার সঙ্গে যুক্ত। এসব সংস্থার মাধ্যমে বড় অঙ্কের টাকা ভাড়া অ্যাকাউণ্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। ৩১৭ কোটি টাকার মধ্যে প্রায.১৭০ কোটি টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এরপর, গত ৫ নভেম্বর বারাকপুর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানায. এই বিষয়েও নতুন একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ও গোয়ে.ঃদাদের দাবি, এই সূত্র ধরেই শিল্পপতি পবন রুইয়ার সঙ্গে সাইবার জালিয়াতির যোগসূত্র ধরা পড়ে। অভিযোগ, তাঁর সংস্থার মাধ্যমে বিপুল অর্থ পাচার করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তাঁর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হয়।

সমাজ সেবামূলক কাজ এবং আইনী সহায়তার জন্য মালদা বার এসোসিয়েশনের প্রবীণ এডভোকোট ডঃ অমরেশ দত্তকে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করলেন হরিয়ানার একটি ইউনিভার্সিটি এবং Lifetime Achievement দেওয়া হয়। এই সম্মান পেয়ে তিনি আপ্লত ।

দক্ষিন ২৪ পরগনায় চালু হতে চলেছে চলমান হাসপাতাল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ নভেম্বর ঃ রাজ্যের একাধিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে নজর রেখে চলেছে সরকার। আর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলায় মোট ১৮টি গাড়ি পেতে চলেছে। চলমান হাসপাতাল বা হসপিটাল অন হুইলস পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলায় মোট ১৮টি গাড়ি পেতে চলেছে। এই ভ্রাম্যমাণ গাড়িগুলি বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে বাসিন্দাদের চিকিৎসা পরিষেবা দেবে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা মনে করছেন,এতে প্রান্তিক এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। ছোটোখাটো প্রয়োজনে পরীক্ষার জন্য তাঁদের আসতে হবে না আর হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, এই জেলায় ২৯টি ব্লকের মধ্যে ১৬টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলায় এবং ১৩টি ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলায় রয়েছে। সেই মতো দুই জায়গায় যথাক্রমে ১০ টি এবং ৮টি গাড়ি বরাদ্দ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। এই গাড়িতে রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি থাকবে। ইসিজি, ইউএসজির পরিষেবা ও পাবেন রোগীরা। গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান বুঝে গাড়িগুলিকে পাঠানো হবে। যেসব জায়গা থেকে মানুষজনকে অনেকটা পথ পেরিয়ে সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসতে হয়,সেই এলাকা গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কোথা ও দু'টি ব্লক পিছু একটি গাড়ি থাকবে, কোথাও আবার তিনটি। গাড়িগুলি আপাতত সপ্তাহে দু'দিন করে ঘুরবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে। ডায়মন্ডহারবার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য আধিকারিক যথাক্রমে জয়ন্ত সুকুল ও মুক্তিসাধন মাইতি বলেন,শীঘ্রই এই গাড়ি আমরা হাতে পাব। মানুষজনের জন্য এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক পরিষেবা

ডেঙ্গু সতর্কতা'য় র‍্যালি ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে

সোমনাথ চক্রবর্ত্তী, হাওড়া, ১২ নভেম্বর ঃ'ডেঙ্গু সতর্কতা'য় র‍্যালি ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু বিষয়ে আরও সচেতন করা। ডেঙ্গু মোকাবিলায় বুধবার দুপুরে এক সচেতনতা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার ডোমজু। ব্লকে। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু বিষয়ে আরও সচেতন করা এবং আগামী দিনে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যাকে শূন্যতে নামিয়ে আনা। প্রসঙ্গত, ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসাধারণকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি এদিনের এই র‍্যালির মাধ্যমে ডেঙ্গুর লক্ষণ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিকার সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা হয়। এবিষয়ে ডোমজুড়ের ব্লক মেডিকেল হেলথ অফিসার ডাঃ ঋদ্ধি চক্রবর্তী জানান, এই ধরনের সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা ধারাবাহিকভাবে নিয়ে থাকি। এদিন ডোমজু। গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে র‍্যালি শুরু হয়। এরপর ডোমজুড় বাসস্ট্যান্ড, ডোমজুড় বিডিও অফিস হয়ে র‍্যালি শেষ হয়। ডেঙ্গুকে আমরা যাতে হারাতে পারি সেই লক্ষ্য নিয়ে আশাকর্মী দিদিরা এবং অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা সহ অন্যান্যরা সকলে মিলে এদিন যৌথ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরও জানান, ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে এখন বিভিন্ন পরিষেবা মিলছে। রক্ত পরীক্ষা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিনা খরচে সরকারিভাবে বিভিন্ন রোগের পরীক্ষার সুযোগ মিলছে। আমাদের নতুন ল্যাবে বিনামূল্যে কিডনি ফাংশন টেস্ট, লিভার ফাংশন টেস্ট, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড, লিপিড প্রোফাইল, এইচবি MRP, TSH প্রভৃতি টেস্ট বিনামূল্যে মানুষ করাতে পারছেন। এই বিষয়গুলোও আমরা মানুষকে জানাচ্ছি।

জোরকদমে পুলিশের নাকা চেকিং

নিজস্ব সংবাদদাতা,নববারাকপুর, ১২ নভেম্বর ঃ দিল্লির বিস্ফোরণ আতঙ্কে সতর্ক ব্যারাকপুর কমিশনারেট, এক্সপ্রেসওয়েতে রাতভর চলল নাকা চেকিং। রাজধানীতে বিস্ফোরণের পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে দেশে। কলকাতা সহ নানা জায়গায় হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। আর তারপরই সোমবার রাত থেকে গোটা ব্যারাকপুর কমিশনারেট জুড়ে থানা এলাকায় জোরদার নজরদারি শুরু করা হয়েছে। বিশেষত কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, ঘোলা-মুড়াগাছা, নববারাকপুর-সোদপুর রোড, সাজিরহাট সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় রেল স্টেশন চত্বরে চলে র‍্যান্ডম নাকা চেকিং ও তল্লাশি অভিযান।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জয়নগরের মোয়া হাব চালু হতে চলেছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জয়নগরের মোয়া হাব চালু হতে চলেছে আর কয়েকদিন পরে। খুশির হাওয়া জয়নগরে। শীত মানেই বেড়ানো আর খাওয়া দাওয়া। আর শীতে খাওয়ার কথা আসলেই সবার আগে চলে আসে জয়নগরের মোয়ার নাম। আর এই মোয়ার সাথে জড়িয়ে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয় এই সময়। জিআই পাওয়ার পরে রাজ্যের এই মিষ্টান্ন আরও বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।আর এর প্রসার আর ও বেশি করে ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৩ সালের ৬ ই জানুয়ারি বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে সরকারি একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে জয়নগরের মোয়া হাব তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। এর পর এই হাব চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সরকার। এরপরে খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ড জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকায় মোয়া হাবের ঘর ও তৈরি করে ফেলেছিল। সেখানে ইতালি থেকে এসে গিয়েছে প্যাকেজিং মেশিন।এর পরে মোয়া ব্যবসায়ী ও গু। প্রস্তুতকারীদের নিয়ে গঠিত হয়ে ছিল জয়নগর মোয়া হাব সোসাইটি। কিন্তু এত কিছুর পরে ও এখনো মোয়া হাব চালু হয়নি। মোয়া হাবের কোনো প্রশিক্ষন ও দেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে জয়নগর মোয়া হাব সোসাইটির কার্যকরী সদস্য গনেশ দাস বলেন,মোয়া হাব চালু হচ্ছে খুব ভালো হবে।এর জন্য জয়নগরবাসী হিসাবে আনন্দিত। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়ার সম্ভাবনা থাকছে। তবে দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস বলেন,এই মোয়া হাব চালু হলে মোয়ার গুনগত মান আরও ভালো হবে। মোয়ার স্থায়িত্ব বাড়বে। হাইজানিং বজায় থাকবে। যার ফলে দেশের বাইরে এই মোয়া পাঠানো যাবে। আর যার থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে জয়নগর মোয়া হাব সোসাইটির সম্পাদক তিলক কয়াল বলেন,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জি আই প্রাপ্ত মোয়ার হাব চালু হতে চলেছে। এতে জয়নগর মোয়ার নাম ও গুনগত মান আরও কয়েকগুন বেড়ে যাবে। আমরা এই মোয়ার সাথে যুক্ত দের নিয়ে মোয়া হাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। এব্যাপারে খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা আধিকারিক অশোক পাল বলেন,কয়েকদিনের মধ্যেই জয়নগরের মোয়া শিল্পী দের নিয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। আর এই মাসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে চালু হবে জয়নগরের মোয়া হাব। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প চালু হতে চলেছে যা আমাদের পৌরসভায় মধ্যে পড়েছে। এর জন্য পৌরসভার তরফে অভিনন্দন রইলো। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার একটি মাঠের পাশে সাড়ে চার কাঠা জমিতে হাবটি তৈরি হয়েছে।এর জন্য দুই কোটি ১২ লক্ষ টাকা খরচ ও হয়েছে।গত বছরে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের তৎকালীন ব্লক শিল্প উন্নয়ন আধিকারিকের শ্রেয়া বর্গীর উদ্যোগে জয়নগর মোয়া হাব সোসাইটি গঠন হয়েছিল। ৪০ জন সদস্য আছেন সেই মোয়া হাব সোসাইটিতে। ন'জন আছেন মূল কমিটিতে। আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল,মোয়া ব্যবসায়ীদের মেশিন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মোয়ার গুণমান ঠিক রাখার জন্য সংরক্ষণের পদ্ধতি নিয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ কিছুটা ধীরগতিতে হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বর্তমান দায়িত্ব প্রাপ্ত শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক শিউলি পাখিরা বলেন, আমি নতুন এসেছি। আমার কিছু জানা নেই এই ব্যাপারে। মোয়ার সিজন শুরু হতে চলেছে। আর তার আগে মোয়া হাবের প্রশিক্ষন ও উদ্বোধন হয়ে গেলে জোর কদমে এগোতে পারবে জয়নগরের মোয়া হাব সোসাইটি। কর্মসংস্থান বেড়ে যাবে ও মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

সল্টলেকে ডেঙ্গি সংক্রমণ বৃদ্ধি,উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য ভবন! ২২৮ জন ডেঙ্গি পজিটিভ রিপোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ উৎসব পরবর্তী সময়ে সল্টলেকে ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত সল্টলেকে ২২৮ জন ডেঙ্গি পজিটিভ রিপোর্ট করেছিলেন। গত এক মাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৯ জন, যার মধ্যে শুধুমাত্র গত এক সপ্তাহে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩২। পুজোর পর উপনগরীতে মশাবাহিত রোগের দ্রুত বৃদ্ধি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের উদ্বিগ্ন করেছে। সল্টলেকে ডেঙ্গি সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য ভবন নতুন করে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। কেন এই পরিস্থিতি? পতঙ্গবিদদের বক্তব্য, ডেঙ্গির সিজন শুরু হয় জুলাইয়ের শেষ থেকে। চলে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কিন্তু, এ বারের পরিস্থিতি কিছুটা হলেও আলাদা। কারণ, এ বার দুর্গাপুজোর সময় এবং পরবর্তীতে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। ফলে, অনেক জায়গাতেই জল জমেছে। সেই সুযোগেই সল্টলেকের ই ই, বি ডি, এ ডি, এ কে, সি কে, এফ ডি ব্লকে পুজোর পরেও ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকেই। বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, পুজোর মরসুমে সচেতন করা এবং এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে ঢিলেমি হয়েছে। সেই ফাঁক গলেই ঢুকে পড়েছে ডেঙ্গি। এ ডি ব্লকের বাসিন্দা

সোমা চৌধুরীর অভিযোগ, ' যে তপরতা নিয়ে ডেঙ্গি নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তা পুজোর সময় থেকেই কেমন যেন ঝিমিয়ে গিয়েছে।' ইস্টার্ন ড্রেনেজ, কেষ্টপুর এবং বাগজোলা খালে মশা দমনে যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা করা হয়নি বলে অভিযোগ। পুরকর্তাদের দাবী, জমা জলের খোঁজে ' অভিযান শুরু হয়েছে বছরের শুরু থেকেই। যা এখনও চলছে। গত বুধবারই এ কে ব্লকের চারটি বাড়ির মধ্যে দু'টি বাড়ির ফুলদানি, ফ্রিজের ট্রেতে জমা জলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি পুরনিগমের। পুর কর্তারা জানাচ্ছেন, আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া মাত্রই সেখানে পাঠানো হচ্ছে বিশেষ দল। স্প্রে করা হচ্ছে মশা মারার তেল। বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পরিষদ (স্বাস্থ্য) বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ' এখনও নিয়ন্ত্রণে। তবে লাগাতার প্রচারের পরেও বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। সবাই সচেতন না হলে ডেঙ্গির প্রকোপ কমানোও সম্ভব নয়।'

বড় আবাসনে এসআইআর ফর্ম বিলিতে সমস্যা, বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করছেন বিএলও-রা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এনিউমারেশন ফর্ম বিলির কাজ জোরকদমে চললেও বড় বড় আবাসনগুলো বিএলওদের জন্য বড়

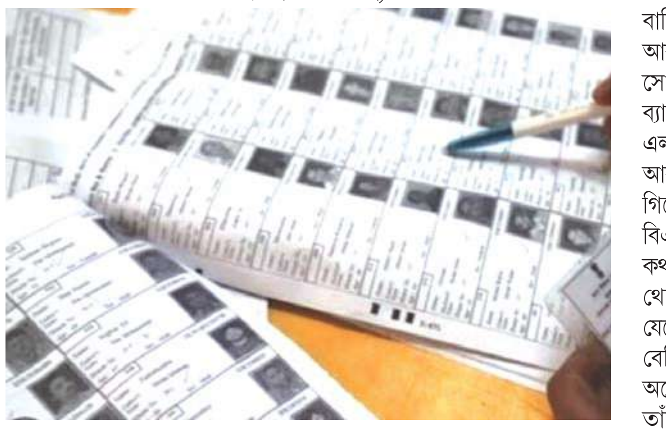

চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিএলওরা জানাচ্ছেন, আবাসনে ঢুকে ফর্ম বিলি করতে গিয়ে তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবাসনে প্রবেশেই বাধা পাচ্ছেন, আবার অনেক বাসিন্দা কর্মসূত্রে বাইরে থাকায় তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ অবলম্বন করে আবাসনে ফর্ম বিলি করতে হচ্ছে বিএলওদের। নিয়ম অনুযায়ী, বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের পরেও সংশ্লিষ্ট আবাসিকের দেখা না মিললে প্রথমে নোটিস দিতে হয়। কিন্তু সেটা করে কতটা কাজ হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই বিকল্প হিসেবে বহুতল আবাসনের যে কমিটি রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে চাইছেন বিএলও-রা। সেরকম হলে কমিটির মাধ্যমে কোনও একটা জায়গা থেকে আবাসিকদের হাতে ফর্ম তুলে দেবেন তাঁরা। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুর মহাকুমায় মোট ২ হাজার ৮৫০টি বুথ রয়েছে। প্রতিটি বুথেই নির্বাচন কমিশন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও-রা এনিউমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিলি করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ১০০ শতাংশ এনিউমারেশন ফর্ম ইতিমধ্যেই বিএলও-দের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। ব্যারাকপুর মহাকুমায় ফর্ম বিলির কাজ এখনও পর্যন্ত ৭৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিটা আটকে রয়েছে মূলত আবাসনেই। বরাহনগর, কামারহাটি, সোদপুর, খ।দহ, টিটাগড়, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর, নৈহাটি এলাকায় রয়েছে একাধিক বহুতল আবাসন। সেখানে ফর্ম বিলি করতে গিয়ে প্রতিপদে সমস্যায় পড়ছেন বিএলও-রা। এক বিএলও-এর কথায়, ' আবাসনে ব্লক ধরে ধরে নীচ থেকে উপরতলা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি যেতে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, অনেক ফ্ল্যাটের দরজায় তালা মারা। তাঁদেরকে ফর্ম বিলি করতে গেলে অন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করতে হবে।' এ দিকে এনিউমারেশন ফর্ম কী ভাবে পূরণ করতে হবে, সে ব্যাপারে এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল ভাঙড়ের মঙ্গলপুর দেশবন্ধু মিলন সঙ্ঘ ক্লাব। ভোটারদের এনিউমারেশন ফর্ম পূরণের জন্য সম্প্রতি ওই ক্লাবের তরফে একটি সহায়তা শিবির খোলা হয়েছে। ক্লাবের সদস্যরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় টেবিল চেয়ার নিয়ে বসছেন।

গার্ডেন ক্যাফে এনজিওর শিশুদের সঙ্গে উদযাপন করবে চিলড্রেন'স ডে

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ চিলড্রেন'স ডে উপলক্ষে গার্ডেন ক্যাফে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করছে, যেখানে রূপায়ন এনজিওর ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী ২০ জন শিশুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই বিশেষ দিনে শিশুদের জন্য খেলা, খাবার এবং সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করা হবে। শিশুদের জন্য ক্যাফে বিশেষভাবে একটি উৎসবমুখর মেনু প্রস্তুত করেছে - রঙিন চাটনি সহ মিনি ইডলি, ক্রিস্পি ডোসা রোল, টক দই ফুচকা এবং ঠান্ডা লাসি। পুরো স্থানটি রঙিন বেলুন এবং তাজা ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যাতে পরিবেশ উৎসবমুখর এবং উল্লাসপূর্ণ অনুভূত হয়। শিশুদের জন্য খেলা, সঙ্গীত এবং আর্ট কার্যক্রমও আয়োজন করা হয়েছে, যা তাদের দিনটিকে আরও স্মরণীয় করে

তুলবে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে গার্ডেন ক্যাফের ওনার শ্রী সান্দীপ নওলাখা বলেছেন -চিলড্রেন'স ডে আনন্দ এবং ভাগাভাগির দিন। আমরা চাই এই শিশুরা এমন একটি অভিজ্ঞতা পান যা তাদের খুশি দেয় এবং মুখে হাসি ফোটায়। গার্ডেন ক্যাফে সর্বদা বিশ্বাস করে যে সুস্বাদু খাবার এবং আতিথেয়তা মিলেই যে কোনো দিনকে বিশেষ করে তোলে। এই অনুষ্ঠানটি গার্ডেন ক্যাফের সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগের অংশ, যার মাধ্যমে সময়ে সময়ে তারা সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুশি ভাগাভাগি এবং অর্থবহ অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

UNITY

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

কর্পোরেট অফিসঃসেন্ট্রাম হাউস,বিদ্যানগরী মার্গ,কালিনা,সান্তাক্রুজ(ই)মুম্বাই-৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) নিয়ম ৮(১) দেখুন

যেহেতু, **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের** অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ

ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার এবং ঋণ অ্যাকাউন্টের নাম	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. জয় মা বগালা ডেভেলপার (ঋণগ্রহীতা) প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুমিতেশ পাল, ২. সুমিতেশ পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকগ্রহীতা) ৩.মধুমিতা পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা)। হোল্ডিং নং ৯৬ (৫৪খ) কে এন মুখার্জি রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৩। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ - **USFBKOL-LOAN000005007917**প্রতীকী দখলের তারিখ-০৬-১১-২০২৫	০৮ / ০৭/ ২০২৫ তারিখের ৪১,২০,২২০.২৪- টাকা (একচল্লিশ লক্ষ টাকা কুড়ি হাজার দুশত কুড়ি টাকা চব্বিশ পয়সা মাত্র)প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ০৯ / ০৭ / ২০২৫ তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি।

এবং জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণকে বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডকে এখানে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য চার্জ করা হবে। ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা-১৩ এর উপ-ধারা ৮ এর বিধানাবলী, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।বন্ধককৃতসুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ বাস্তু জমির সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির টুকরো এবং পার্সেল, যা ২টি কটেজ ৪টি চট্টগ্রামের ১৭ বর্গফুট কম-বেশি একসাথে কাঠামোগতভাবে মিলিত হয়। ১১৫৯ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা সিমেন্টেড মেঝের নিচতলা ৪৭১ বর্গফুট পুক্কা, যার মধ্যে দুটি শয়নকক্ষ, একটি টয়লেট, ৩৫৮ বর্গফুট ট্যালি শেড, যার মধ্যে একটি শয়নকক্ষ, একটি রান্নাঘর খাবারের ঘর, একটি বারান্দ এবং প্রথম তলা ৮৩৩০ বর্গফুট পুক্কা, যার মধ্যে শয়নকক্ষ, মৌজা চনক জে.এল. ৪ নং উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, প্রদেশ, সাউথ আফ্রিকায় অবস্থিত। ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮ এর অধীনে ঃ আর.এস. খতিয়ান নং আর.এস. দাগ নং জমির এলাকা ২৩৭ ৩০৫৭ ০২ কটাহ ৩১৩ ৩০৫৭৩২৯৭ ০৪ কটাহ মোট ০২ কটাহ ০৪ কটাহ ১৭ বর্গফুট ব্যারাকপুর পৌরসভা ওয়ার্ড নং ১২, পৌরসভা হোল্ডিং নং ৯৬ (৫৬বি), কে.এন. মুখার্জী রোড, থানা টিটাগড়, এ.ডি.এস.আর. অফিস ব্যারাকপোর জেলা উত্তর ২৪ পরগনা যা সংলগ্ন সাধারণ পথের উপর দিয়ে প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য সমস্ত সুবিধাজনক অধিকার এবং সুবিধা যা নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধঃ সীমানা (বন্ধকী নথি অনুসারে)ঃ পূর্ব ১২ ফুট প্রশস্ত কেএম মুখার্জী জমি পশ্চিমঃঅন্যদের জমি দ্বারা উত্তরঃ ১২ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক দ্বারা দক্ষিণঃঅন্যদের জমি।

তারিখঃ১৩ / ১১ / ২০২৫। স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, এসডি-অনুমোদিত কর্মকর্তা- ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৪৯, সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৭ কার্তিক ১৪৩২

কলকাতা প্রিয় অভিনেত্রী

মালার পিতা অ্যালবার্ট সিনহা আদপে নেপালের বাসিন্দা যদিও কন্যার জন্মের আগেই তিনি নেপাল থেকে কলকাতা চলে এসেছিলেন। মালা শুধু নিয়মিত আকাশবাণীতে অনুষ্ঠান করতেন না ছোট থেকে নাচ-গান-অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন 'জয় বৈষ্ণো দেবী', 'শ্রীকৃষ্ণলীলা', 'যোগবিয়োগ', 'ঢুলি' ছবিতে মালা ছিলেন বেবি নাজমা নামে। এইসময়ে পরিচালক অর্ধেন্দু বসু স্কুলের একটি নাটকে মালার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যান পরিচালক অর্ধেন্দু বসু তাঁকে 'রোশেনারা' ছবির নায়িকা নির্বাচন করেন। অবশ্যই তাঁর পিতার সম্মতি নিয়ে। কেরিয়ারের শুরুর দিকে বলিউডে পাড়ি দেন মালা। তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি 'বাদশা' বিপরীতে প্রদীপকুমার যদিও এই ছবির সাথে মালার আরও কিছু ছবি ব্যর্থ হয়। মধুবালার কথা ভেবে গুরু দত্ত তৈরি করেছিলেন'প্যায়াসা'। এই ছবিতে মালা সিনহা নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ করেন। ছয়ের দশক ও সাতের দশকে সব থেকে বেশি পারিশ্রমিক নিয়ে সিনেমা করতেন। রাজ কাপুর, কিশোর কুমার, দেব আনন্দ, ধর্মেন্দ্র, রাজ কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, বিশ্বজিতের মতো ডাকসাইটে নায়কদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে অভিনয় করেছেন। উত্তম কুমারের সঙ্গে তাঁর 'সাথী হারা', 'পৃথিবী আমারে চাই' ছবি খুবই জনপ্রিয় হয়। তাঁকে একবার প্রযোজক কটুক্তি করে বলেছিলেন ওই চেহারায় নায়িকা হবেন? আয়নায় নিজেকে দেখেছ কখনও? অবশ্য মোটেও বিতর্কহীন জীবন নয় এককালের ডাকসাইটে চিত্র - নায়িকা মালা সিনহার। হিন্দি ভাষাও জানতেন না। প্রযোজককে ভুল প্রমাণ করে মালা সিনহা শুধু নায়িকা হলেন না তিন দশকের বেশি সময়ে একের পর এক হিট ছবির নায়িকা হয়ে আপামর হিন্দি ছবির দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন। তাঁর নাম আজও লোকমুখে ফেরে। অভিনয় শুরু করেছিলেন বাংলা ছবি দিয়ে অভিনয় দক্ষতা ছিল সেই সুবাদে বলিউডে পৌঁছে যেতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। একসময় মালা সিনহা বলিউডে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া শিল্পীদের মধ্যে একজন ছিলেন। 'ধুল কা ফুল', 'অনপড়', 'হরিয়ালি অউর রাস্তা', 'আঁখে', 'বাহারে ফির ভি আয়েঙ্গি', 'মেরে হুজুর'-এর মত ছবিতে মালার অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। মুম্বই যাওয়ার পরেও তিনি কলকাতাকে ভুলে যাননি 'লুকোচুরি', 'সাথীহারা', 'খেলাঘর', 'শহরের ইতিকথা'-র মতো ছবিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মালার অভিনয়। ১৯৭৭ সালে মুক্তি পায় তাঁর শেষ বাংলা ছবি, 'কবিতা'। রঞ্জিত মল্লিক-কমল হাসান-মালা সিংহ অভিনীত এই ছবি বক্সঅফিসে সুপারহিট হয়। সালটা ১৯৭৮। তখন মালা সিনহার সিনে কেরিয়ার মধ্যগগণে। হঠাৎই আয়কর দফতরের কর্তারা হানা দিল অভিনেত্রীর বাড়িতে। মালার বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় ১২ লক্ষ টাকা। সেই সময় তাঁর হিসেবে দিতে পারেননি অভিনেত্রী। সেই সময় এই ঘটনা বিনোদুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছিল। এই ঘটনার রেশ পৌঁছেছিল আদালত চত্বরে। সেই সময় খবরে এসেছিল, মালা সিনহা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, সব টাকা দেহব্যবসা করে কামিয়েছি! মালার এই মন্তব্যেই অন্ধকার ছেয়ে যায় তাঁর কেরিয়ারে। বলিউডে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (১৯২৭-২০১৮)। বাংলা সংগীত জগতে এক চলমান ইতিহাস। পঁচাত্তর বছরের সঙ্গীত জীবনে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সেই মান্যতা অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে দ্বিজেনবাবুর মূল্যায়ন যে ভাবেই হোক, তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে বাঙালির নস্টালজিয়ার একটি সুরেলা তার যে ছিন্ন হল, তা বলতেই হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং বাংলা আধুনিক গান, দুই ধারাতেই সাবলীল বিচরণ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাঁর পরিচিতির পথ প্রশস্ত করেছিল। তিনি সাধ্যমতো সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলে যে সময়কালকে চিহ্নিত করা হয়, সেখানে শিল্পীদের সকলেই স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। প্রত্যেকের কণ্ঠ ও গায়কি আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। দ্বিজেনবাবুও ব্যতিক্রম নন। যদিও সূচনাপর্বে পঙ্কজকুমার মল্লিক ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে যত্নবান ছিলেন তিনি। বস্তুত বাংলা গানে ভারী, পুরুষালি কণ্ঠের তেমন প্রাচুর্য ছিল না। হেমন্ত-উত্তর শিল্পীদের দলে বেশ কিছুটা জুড়ে ছিল সেই ফাঁক দ্বিজেনবাবুর ভরাট কণ্ঠ। নিজের গানে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে দ্বিজেনবাবু জলসায় শোনাতেন হেমন্তবাবুর গান। নিজেই বলেছেন, তখন হেমন্তবাবু তাঁর প্রেরণা। তাঁর দেখানো পথে হেঁটেই আধুনিক গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতেও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এমনকী তাঁর অনুকরণে দ্বিজেনবাবুর পোশাক ছিল হাতা গোটানো সাদা শার্ট ও ধুতি। জন্ম ১২ নভেম্বর, ১৯২৭। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে বনেদি পরিবারের সন্তান। চিকিৎসক-ঠাকুর্দার সৌজন্যে সচ্ছলতায় ঘাটতি ছিল না। তবে ছোট থেকে গানের ত্রিসীমানায় তিনি কোনও দিন হাঁটেননি। বরং মনে করতেন, গান মেয়েদের জন্য। বাড়ির অন্দরমহল থেকে বোনেদের গান শেখাতে আসা শিক্ষককে বার করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রিয় ছিল ফুটবল খেলা। সেই তিনি গানের ফাঁদে পড়লেন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময়। শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে টিফিনের সময় বেঞ্চ বাজিয়ে গান করার সুবাদে এক গানের প্রতিযোগিতায় জোর করে দ্বিজেনবাবুর নাম দিয়ে দেন বন্ধুরা। পালানোর পথ নেই। অতএব বাড়িতে লুকিয়ে গিয়ে গান গাওয়া। প্রথম হলেন। সেখানে উপস্থিত সঙ্গীত শিক্ষক সুশান্ত লাহিড়ির নজরেও পড়লেন। তাঁর কাছেই গানের হাতেখড়ি। পরে তালিম নেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। তার আগে কিন্তু সুশান্তবাবুর হাত ধরে এক দিন রামমোহন হলে এক প্রতিযোগিতায় গান শুনতে গিয়েছিলেন। প্রথম গান গেয়ে মিলেছিল মিষ্টির বাক্স পাঁচটি টাকা!

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

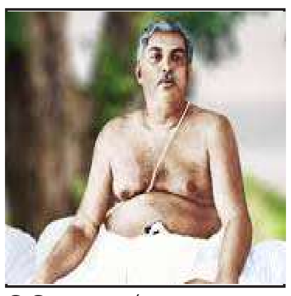

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে জগত মাতা শক্তি হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যায় যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করা।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলেন, মাতৃভক্তদের মন যেন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ থেকে গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দেশকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে মা কালী হচ্ছেন বাঙালিদের সাক্ষাৎ দেবী। তিনি আছেন বলেই বাঙালিরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। তাঁর পুজো করার প্রয়োজন রয়েছে। মা কালী সবাইকে শক্তি এবং বিপদে বিতরণ করে থাকেন। তিনি শক্তিদায়িনী দেবী। তাঁর সাধনা করতে পারলে শক্তি অর্জন করা যায়। বিশ্বাস অর্জন করা যায়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যায়। কালী মায়ের সাধকেরা কোনও সময়ে পরাজিত হন না। তারা কিন্তু সব সময়ে জয়ী হয়ে থাকেন। দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা। মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত।

নকশাল আন্দোলনের সময়ে বাংলার পরিচালক মৃণাল সেন বহু বিতর্কিত ছবি নির্মাণ করে যান

রবীন্দ্রকুমার শীল

যুগের রাজনৈতিক মন্তব্য এবং বিতর্ক ছাড়া কোনও চলচ্চিত্র করা একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতেন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন বাংলার সিনেমায় উচ্চাঙ্গ স্থান অধিকার করে রয়েছেন তখনই বাংলার সিনেমা জগতে এসে উপস্থিত হলেন মৃণাল সেন। একেবারে অন্য আঙ্গীককে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করতে শুরু করলেন। তার ছবির মধ্যে ধরা পড়ল রাজনৈতিক সমস্যার কথা। ধরা পড়ল রাজনৈতিক আন্দোলন তথা রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই। পশিচমবঙ্গ তখন নতুন রাজনৈতিক চিন্তার স্রোতে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। চিরাচরিত রাজনৈতিক মতাদর্শ তখন বাতিল হয়ে গিয়েছে তরুণ সমাজের কাছে। তরুণরা তখন নয়া রাজনৈতিক আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তারা চিরাচরিত মতাদর্শের মধ্যে ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। সেই প্রচলিত রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তনের জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশাসন তখন কিন্তু এই নয়া আদর্শবাদকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শক্তি প্রয়োগ করে নয়া আদর্শবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। তার ফলে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সংঘর্ষ। সেই দ্বন্ধের প্রকাশ ঘটেছে কলকাতা-৭১ ছবিতে। সমাজ এবং রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ছবিতে। সমাজ কিন্তু প্রস্তুত নয় নয়া কমিউনিস্ট মতাদর্শকে গ্রহণ করতে। আবার রাজনৈতিক ঝড় বইয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তরুণ সমাজ। তারই দ্বন্ধ দেখতে পাওয়া গেল এই ছবিতে। 'কলকাতা ৭১' চলচ্চিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ১৪ মে ১৯২৩ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ব্রিটিশ ভারত। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৯ সালে 'ভুবন সোম' ছবি করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি নব্য ধারার প্রচলন করে গেলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত পাঁচ জন পরিচালক চলচ্চিত্রের নতুন দিক উন্মোচন করতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা। ইনারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জগতে খ্যতি অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাদ যাননি মৃণাল সেন। কলকাতা রাজনৈতিক আসরে মৃণাল সেনের ছবি নিয়ে বিতর্কে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। তিনি একের পর একটা বিতর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শকে গ্রহণ করে ছবি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকেই বলে থাকেন যে মৃণাল সেন মার্কসীয় দর্শনকে বিশ্বাস করে ছবি করে গিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। তরুণ সমাজ যে রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করে রাস্তায় নেমে পড়েছে তাকেই তিনি প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন তাঁর ছবিতে। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সেই সময়ের তরুণ সমাজ কোন দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সেই পথ ভুল না ঠিক তা তিনি মত প্রকাশ করেননি বটে। কিন্তু সেই পথ গ্রহণ করে তরুণ সমাজের কী লাভ হয়েছিল তা তিনি দেখিয়েছেন। বেশ খোলা মন নিয়ে তিনি তাঁর মার্কসীয় দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। সেখানে কিন্তু তিনি কট্টর মার্কসবাদী নন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ঠিক কোনও পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে এবং তার প্রভাব সমাজের ওপরে কতখানি এসে পড়ছে তা তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন। সারা ভারত জুড়ে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তার ফলে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা হয়েছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রেরণা। এই শহরকে ঘিরে তিনি রাজনৈতিক উত্থান পতনের ছবিতে তুলে ধরেছেন তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রে। তিনি সত্যের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে যে সত্য রয়েছে তার জন্য তরুণরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বুঁজোয়া সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মাওবাদ কীভাবে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করানো যেতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল একদল তরতাজা তরুণ যুবকেরা। এর সঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল বহু মেয়েরা যারা সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু তার জন্য পরিস্থিতি প্রস্তুত ছিল না। ব্যাপক পরিবর্তন করার দিকে সায় দেয়নি সমাজ। তার ফলে সেই সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে পরিস্থিতিতে ঠিক মতো বুঝতে না পারা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে হয় সময় বুঝে। সকলের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে। কিন্তু একদল তরুণ যেভাবে মরিয়া হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে কুঠারাঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে কি সত্যিকারের বুঁজোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো তা নিয়ে তখন সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল। এদিকে প্রশাসন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রেফতার এবং বন্দি। প্রয়োজন হলে গুলি। তাই দেখিয়েছেন পরিচালক মৃণাল সেন। 'মহাপৃথিবী' এবং 'পুণাশচ' ছবি করেছেন প্রায় একই চিন্তার বশবর্তী হয়ে। তাঁর প্রতিটি ছবিই রাজনৈতিক মহলে ঝড় উঠেছে। বহু তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে তাঁর ছবি সমালোচনার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৮২ সালে তিনি ২৩ তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালেও মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য হন। কিন্তু ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মৃণাল সেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জানতে পারা গিয়েছিল যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকায় তিনি বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির নাম উল্লেখ অতি অবশ্যই করতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে - ১৯৬৯ সালে 'ভুবন শোম', ১৯৭৪ সালে 'কোরাস', ১৯৭৬ সালে 'মৃগয়া', ১৯৮০ সালে 'আকালের সন্ধানে', ১৯৭২ সলে 'কলকাতা ৭১', ১৯৮০ সালে 'খারিজ', ১৯৭৪ সালে 'পদাতিক'। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। ভারত সরকার পদ্মভূষণ প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালে ফরাসির প্রেসিডেন্ট তাঁকে সম্মান জানান। ১৯৯৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিক ডিলিট লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে তাঁকে সম্মানিক ডিলিট দেয়। বাংলার সেরা পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তিনি বিশেষ সম্মান দিতেন। খুবই দ্রুত তিনি চলচ্চিত্র জগতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মান জানায়। ১৯৫৫ সালে তৈরি তাঁর ছবি 'রাত ভোরে' ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। 'নীল আকাশের নিচে' ছবি তৈরি করেন ১৯৫৮ সালে। এই ছবিটিও রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে তৈরি করা চলচ্চিত্র। 'বাইশে শ্রাবণ' আবার একটু ভিন্ন স্বাদের ছবি করলেন। ১৯৬৯ সালে মৃণাল সেন তৈরি করেছিলেন 'ভুবন শোম' ছবি। এই ছবিটি তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে এসেছিল। সেরা পরিচালক মৃণাল সেন এবং সেরা অভিনেতা সম্মান লাভ করেন উৎপল দত্ত। তিনি পরিচালক গদারের উক্তি 'সিনেমা ইজ গান' অস্বীকার করতে না পারলেও এই তত্ত্বের ওপরে বিশ্বস ছিল না। অগণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিস্ট প্রশাসনকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী গীতা সেন খুবই জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র কুনাল সেন বলেছেন পিতার ছবির মধ্যে যে সংলাপ থাকতো তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর আর একটি ছবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেই ছবির নাম হচ্ছে 'ইন্টারভিউ' (১৯৭১)। বাংলার বেকারত্বের জ্বালা কীভাবে তরুণ সমাজকে গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে তারই ভয়াবহ চিত্রকে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতের সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার 'দাদা সাহেব ফলকে' পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে পরলোকগমন করেন।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হতেই এই সব বাংলার জগত বিখ্যাত পরিচালকদের কথা মনে পড়তে শুরু করে। কত কষ্ট করে এটা এক একটি চিরকালের ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক যুগ শেষ হয়েও শেষ হয় না। এরা সবার মনের মধ্যে চিরকাল ভাস্কর হয়ে থাকেন। সত্যজিৎ রায় যেসব ছবি করেছেন, মৃণাল সেন যে সব চলচিত্র নির্মাণ করেছেন এবং ঋত্বিক ঘটক যেসব ছবি তৈরি করেছেন তা নিয়ে এখন বিভিন্ন মহলে আলোচনা বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। উত্তম-সুচিত্রা জগৎ এর যেমন শেষ নেই. ঠিক এই বাংলার ত্রয়ী সেরা পরিচালকদের কোনও দিন শেষ বলে কথা হয় না। ইনারা চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ইনাদের পথকে গ্রহণ করে চলতে থাকবে।

রঙ্গ রসিকতায় শচীন কর্তাও ছিলেন সবার সেরা

দেবু জানা

মান্না দে ,শচীন কর্তার বিষয়ে অনেকটা উইকিপিডিয়ার মত! অনেক মজার ঘটনার সাক্ষী। একবার মান্না দে খেতে বসেছেন পাশে কর্তাও খাচ্ছেন। হঠাৎ একটা ঘিয়ে রঙের শিশি বের করে কর্তা নিজের গরম ভাতে ঢালতে লাগ লেন। ঢালতে ঢালতে বললেন, ''তোমার বৌদি পাঠাইছে। ঘিয়ের গন্ধ দ্যাখছ? মানা, খাইবা নাকি একটু?'' মান্না দে কিছু বলার আগেই শচীন কর্তা পরিপাটি করে ঘিয়ের শিশিটা বন্ধ করে বললেন, ''আজ আর তোমার ঘি খাইয়া কাজ নাই।'' অন্য আর একদিন কর্তা দুপুরবেলার ঘটনা কর্তার নির্দেশ মত মান্না হাজির তাঁর তখনও দুপুরের খাওয়া হয়নি। তাঁকে দেখে কর্তা বললেন ''মানা, আইসা গ্যাছো! ভাল হইছে। তুমি খাইছ?'' মান্না খেয়ে আসেননি। দুপুরে আসতে বলেছেন। মান্না দে বললেন 'না' তিনি খেয়ে আসেন নি। কর্তা শুধু বললেন, ''অ! তাইলে তুমি বসো। আমি চারটি খাইয়া লই।'' শচীন কর্তাকে নিয়ে অনেক মজার সব কাহিনি আছে।

রাজবাড়ির নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে, কলকাতায় এসেছিলেন শচীন দেব বর্মণ। উচ্চারণে বাঙাল টান। এ চলবে না। নামকরা এক রেকর্ডিং কোম্পানি থেকে কার্যত ধাক্কা খেয়েছেন। কিন্তু তিনি যে শচীনদেব বর্মণ,প্রতিভা কতসময় চাপা দিয়ে রাখবে! শচীন দেব বর্মণের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। একসময়ে হয়ে উঠলেন কলকাতার ব্যস্ততম গায়ক। তিনের দশকে, এই শহরে, এমন জলসা দুর্লভ, যেখানে তিনি গাননি। ভারতীয় উপমহা দেশের প্রথম সারির কিংবদন্তী সংগীত শিল্পীরা সবাই শচীন দেব বর্মনের পরিচালনায় কণ্ঠ দিয়েছেন। কে নেই সেই তালিকায়? লতা মঙ্গেশকর থেকে মহম্মদ রফি, গীতা দত্ত, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, মুকেশ থেকে তালাত মহমুদ।

শচীন দেববর্মণ মানে মনমাতানো সেই রোমান্টিক গান 'শোনো গো দখিন হাওয়া, প্রেম করেছি আমি...' কিংবদন্তি কর্তার জীবনে গান নিয়ে চমৎকার এক কাহিনি সেদিন মধু বসু বললেন - ''একটা ছবি করছি। ভিখারির একটা ছোট্ট রোল আছে। শুধু বসে বসে গান গাইতে হবে? করবে?'' সেকথা শুনে আঁতকে উঠলেন শচীনদেব , কী বলছেন আপনি, জানেন আমার পরিবারের কথা। সত্যিই রাজ পরিবারের ছেলে করবে ভিখিরির রোল! এমনি গান করি বলে কত কথা শুনতে হয়।সিনেমায় নামতে রাজি হননি তবে মধুবাবু কম রসিক নন, কর্তাকে বললেন, ''দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে এমন মেকআপ করে দেব, কেউ চিনবে না।'' সব ভুলে যাই তাও ভুলি না, সেই প্রথম শচীনদেবের ছবিতে অভিনয়। বাবা মারা যেতে, বন্ধ হয়ে যায় রাজকোষের মাসোহারা। অভিমানে কলকাতা ছেড়েছিলেন শচীনকর্তা অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসা। চলে যান এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে। ত্রিপুরা প্যালেস ছেড়ে উঠে যেতে হয়েছে পালিত স্ট্রিটের এক কামরার ভাড়ায়। কী করবেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তবে কি ফিরে যাবেন কুমিল্লায়? সবাই বললেন ''ফিরে যাও নিজের জায়গায়। নিশ্চিন্তে ঘর করো।'' মন সায় দিল না। পেট চালাতে টিউশনি শুরু করলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্তার সংগ্রামের দিনে আগলে রেখেছেন,কর্তকে নিয়ে আসরে যাচ্ছেন এখানে ওখানে। আগরতলাতেও। আগরতলার আসরে তখন চাঁদের হাট বসত; উস্তাদ আলাউদ্দিন থেকে বাদল খান! এর মধ্যে আকাশবাণী-তে ডাক। পনেরো মিনিট গাইবার সুযোগ পেলেন কর্তা। নিজেরই দু'খানা গান। দশ টাকা পেলেন। জীবনের প্রথম উপার্জন!

অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বরং একটু সৌভাগ্যবানদের দলে পড়েন, কর্তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন অনেকক্ষণ আড্ডার পরে খাওয়া দাওয়া হল। শচীন দেব বর্মণ ভানুর কাছে জানতে চাইলেন কী রকম খাইলা? ভানু আরও বিগলিত ভাবে উত্তরে জানালেন ক্ষ্মঅপূর্ব এমন আর খাই নাই। এবার মুখ খুললেন শচীন কর্তাকে রাঁধসে জানো? ভানু একটু আত্মবিশ্বাসী, নিশ্চয়ই মীরা! কারণ শচীন জায়া কে চিনতেন,সে ভাল রান্না করে । দুজনেই আগে থেকে দুজনকে চেনেন। কলেজে এক ক্লাসে পড়তেন। কিন্তু কর্তা জানালেন,না সকালে রফি আইসা রাইন্ধা দিয়া গ্যাসে। ভানু বিস্মিত,হতবাক ভারতের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ রফি তিনি মাংস রান্না করেছেন। শচীন কর্তা নিজের মুখে বললেন, রফিরে কইলাম কলকাতার থিইক্যা আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু খাইতে আইবো,রফি শুইন্যা নিজেই রাইন্ধা দিয়া গ্যালো। শচীন দেববর্মণ এমন এক সংগীত পরিচালক যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতীয় লোকসঙ্গীতের মেলবন্ধনে বুঁদ করিয়েছিলেন আপামর দেশবাসীকে। এক আড্ডায় যে সারাংশ উঠে এল আরও ভয়ঙ্কর অথচ মজার এক তথ্য, শচীন কর্তার বাড়িতে গিয়ে চা খেয়ে এসেছেন এমন মানুষ নাকি গোটা মুম্বই শহরে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। গুরু দত্ত ও দেব আনন্দ দুজনের অসময়ে উপস্থিতি মোটেও তাঁকে খুশি নন শচীন। দেব আনন্দ ও গুরু দত্ত দেখছেন শচীনকর্তা অবলীলায় তাদের সামনে চা খাচ্ছেন। একবারও বলেনি চা খাও বলছেন না তোমরা একটু চা খাও।

বিশ্ব কূটনীতিতে পরাজিত পাক আফগানকে মারছে

নিখিল কুমার নস্কর

পাকিস্তান পরাজিত আমেরিকার যুদ্ধনীতিতে, তাই আফগানিস্তানে নিরীহ মানুষ হত্যা। আফগানিস্তান দেশটি ইরান, পাকিস্তান, চীন, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মধ্যস্তলে একটি ভূবেষ্টিত মালভূমির উপর অবস্থিত দেশ। দেশটি ১৯শে আগস্ট ১৯১৯ সালে গ্রেট ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। সীমা থেকে সৃষ্টি। আফগানিস্তান দেশ থেকে প্রবাহিত হয়েছে ১৪০০ ফিট উচ্চতা থেকে। পরবর্তী সময়ে কাবুল নদী সিন্ধু নদীতে মিশেছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে। এই কাবুল নদীর জলে প্রবাহ আফগানিস্তানের মানুষের কাছে খুবই সমৃদ্ধির কথা। গ্রীষ্মকালে এই নদী বিভিন্ন শাখা শুকিয়ে যায় তারপরেও পাকিস্তান এই নদীর উপর কুনার বাঁধ নির্মাণ করতে দেবে না উল্লেখ্য পাকিস্তান

ইংল্যান্ড কর্তৃক ভারত ভাগের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। আফগানিস্তানের পূর্ব সীমান্তে এই দেশটির অবস্থান। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মাঝখানে আছে ডুরান্ড লাইন যার পূর্বে আছে ইরান আর পশ্চিমে আছে শক্তিশালী চীন। ডুরান্ড লাইনের দৈর্ঘ্য ২৬৪০ কিলোমিটার। আফগানিস্তান সরকার ডুরান্ড লাইন মেনে নেয়নি কারণ পাকিস্তানে অবস্থিত অঞ্চলে আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। আফগানিস্তান তা দাবি করে। ভারতের পর এবার পাকিস্তানে যাওয়া নদীর জল আট কাতে চাইছে আফগানিস্তান। কুনার বাঁধ তৈরি করে আফগানিস্তান তার কৃষিজ সম্পদ বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর। কাবুল নদীটি ৭০০ কিলোমিটার লম্বা সংলেস রেঞ্জের হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর-পূর্ব দেশটির সঙ্গে নদীর জল বন্টন নিয়ে কোন চুক্তি আফগানিস্তানের হয়নি তার ফলে কোন নদীর উপর ইচ্ছা মত বাঁধ নির্মাণ করতে পারে আফগানিস্তান সরকার। ১৫ ই মে শাহতুথ বাঁধ নির্মাণ নিয়ে শান্তিপ্রিয় আফগানিস্তান সরকারকে হুমকি দেয় পাকিস্তান সরকার ও যুদ্ধের কথা ঘোষণা করে।ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয় শঙ্করের সঙ্গে ফোনে কথা হয় আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী আমির মুত্তাকির। ১৯৬০ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহরু ও তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের মধ্যে সিন্ধু নদীর জলবন্টন নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত হওয়ার ফলে সিন্ধু নদী অব বাহিকায় যেকোনো জায়গায় বাঁধ তৈরি করতে পারবে ভারত। এরপর ২০২১ এ আফগানিস্তানে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে এবং পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তির বিরোধিতা করে। তাহারে কি তালিবান আফগান সশস্ত্র গোষ্ঠী পাকিস্তানে গেরিলা আক্রমণ করতে থাকে পশ্চিমী দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আফ গানিস্তান বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করার জন্য। এটা পাকিস্তানের দাবি। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তালিবানের বা আফ গানিস্তানের এর শিক্ষিত যুবকেরা পাকিস্তানে মাটি কাঁপিয়ে বেড়ায়। এরপর ৯ই অক্টোবর ২০২৫ এ পাকিস্তান কাবুল ও পাকটিকা প্রদেশে বিস্ফোরণ ঘটায় এরপর পাকিস্তান এয়ার ফোর্স বোমা বর্ষণ করে প্রায় ২০০ আফগান নাগরিক ও সৈনিক নিহত হয়। আফ গানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করে আফ গানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার জন্য ।

১১ই অক্টোবর ২০২৫ তালিবান সামরিক শক্তি ডুরান্ড লাইনের বিভিন্ন পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন সেনা চৌকি যা আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অঞ্চল বলে বিবেচিত সেখানে আক্রমণ করে পাকিস্তানি স্থল বাহিনী ও বিমান বাহিনী। তার মধ্যে রয়েছে কুনার উপতাকা, নোঙ্গরহার, খস্ট,পাকাতিয়া এবং হেলমন্দ প্রদেশ। তালিবানি আফগান সরকারের সীমান্তরক্ষী যুবকেরা ছোট সামান্য অস্ত্র, -মটার এবং ভারী কামান নিয়ে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের তীব্রতা দেখা যায় তোরখান ও খারমান সীমান্ত চেকপোস্টে। অক্টোবর মাসের ১১ থেকে ১৩ তারিখ ২০২৫ সাল স্থল বাহিনীর যুদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। লক্ষণীয় আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকী ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লি আসেন ১০ই অক্টোবর ২০২৫ এই প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় আফগানিস্তান সরকার ক্ষমতায় আসার পর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা আফ গানিস্তানের ভূখণ্ড ছাড়ে ২০২১ সালের আগস্ট মাসে। তারপর তালিবান সরকার নারী শিক্ষার সঠিক পরিকাঠামো, চাকুরী, পোশাকের উপর বিভিন্ন রীতিনীতি চালু করেন নাগরিকদের সুস্থ ও সুদূরপ্রসারী জীবনের পথে অনুপ্রাণিত করার জন্য। গরিব দেশ আফগানিস্তান দারিদ্র ও খাদ্যের সংস্থান করতে কঠিন অবস্থায় পড়ে। আনুমানিক ২৩.৭ মিলিয়ন আফগানিস্তান বাসী মানবিক সাহায্যের প্রার্থনায় অত্যন্ত কঠিন জীবন যাপন করে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এর পরিসংখ্যান অনুসারে এ সমস্ত বহুমুখী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থানকারী আফগানি স্তানের নাগরিকগণ পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর বোমা ও অন্যান্য সামরিক বাহিনীর আক্রমণের শিকার হন। সুন্নি মতাদর্শী তালিবান মানুষ জন আফগানিস্তান শাসন করছিল ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। ২০১৪ সালে আমেরিকার জোট বাহিনীকে পরাজিত করে আফগান বাহিনী। কাতারের রাজধানী দোহাতে দীর্ঘ প্রতী ক্ষিত আফগান প্রতিরোধের বিষন্ন সভ্যতায় একটি শান্তি চুক্তি হয় । এই চুক্তি অনু সারে পাকিস্তানের প্ররোচনায় ও সরাসরি সাহায্যে থাকা আমেরিকান সেনাবাহিনী আফগান ছাড়ে। আফগানিস্তান পাকিস্তান সংঘর্ষে প্রায় ২৩ জন পাকিস্তানি রেঞ্জার বা সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও ২০০ জন আফগান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পাকিস্তান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে। পাকিস্তান যখন ১৯ টি আফগান সেনা চৌকিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ১৩ ই অক্টোবর আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ বিরতি স্থির হয়। (**লেখক পরিচিতিঃ স্কুল শিক্ষক, বড়গাছিয়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া**)

নন্দনে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি

শুরুতেই সিনেপ্রেমীদের ভিড়ে জমজমাট সিনেমার পীঠস্থান নন্দন। মঙ্গলবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এদিন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আরও বিশেষ হয়ে ওঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আচমকাই নন্দনের ইতি-উতি ফিল্মি সাজসজ্জাও পরখ করে দেখলেন তিনি। মুখমন্ত্রী জানালেন, কাউকে না জানিয়ে চলে এসেছিলাম। কিছু পুরোনো দিনের আড্ডার অভিজ্ঞতা ভাগ করে। আমি সিনেমার অনুরাগী। ইন্দ্রনীলের কাছে শুনেছি কারা গান গাইবে। এইসব গান আমার মুখস্থ থাকে।

নন্দনে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী। সিনেঅনুরাগীদের কাছে এ যেন পরমপ্রাপ্তি। কারণ ছবি দেখতে এসে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন 'সারপ্রাইজ ভিজিট' তাঁদের কাছেও ছিল আশাতীত! এরপর নন্দন চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি সিনে উৎসবের কলাকুশলীদের সঙ্গেও দেখা করলেন তিনি। গত মঙ্গলবার বিকেলে নন্দন-রবীন্দ্রসদন চত্বরে চলচ্চিত্র উৎসবে হঠাৎ হাজির মুখ্যমন্ত্রী। নন্দনে পা রেখেই দোতলায় কনফারেন্স রুমে চলে যান তিনি। সেখানে পাঁচটা থেকে ছয়টা প্রায় ঘন্টাখানেক থাকেন। পাশাপাশি সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখানে আড্ডা মারতে এসে ছিলাম। অন্য সময় সবাই সবার কাজে ব্যস্ত থাকে। তবে এই সময় নন্দন একেবারে মিলন মেলায় পরিণত হয়। এদিন খোশমেজাজে সকালে উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছি, এখন কিছু কাজ আছে, পারলে পরে আবার আসব। প্রত্যেক বছর ফেস্টিভ্যাল আরও বড় হবে। যাওয়ার পথে এক খুদে দর্শককে আদরও করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। 'প্রিয় দিদি'কে এক ঝলক দেখার জন্য নন্দন প্রাঙ্গণে ভিড় জমে যায়। বেরনোর আগে সকলের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন তিনি। সিনে আড্ডা ঃ প্রযুক্তি কি সঠিক ভাষা বোঝে? ফলে, এআই-এর ফাঁদে পড়ে গল্প বদলে গিয়েছে! এ রকম আরও ঘটনা আছে। সবটাই ঘটেছে এআই-এর সৌজন্যে! এটাই যদি বাস্তব, তা হলে এআই প্রযুক্তি বিনোদন দুনিয়ায় কতটা প্রভাব ফেলতে চলেছে? এই প্রযুক্তি কি বিনোদন দুনিয়ার সব বিভাগের অভিনেতা বা কণ্ঠশিল্পীদের 'ভাত মারবে'?

ছবি ঃ সৌরভ দত্ত

দিল্লি বিস্ফোরণের রেশ কাটার আগেই কান্দিতে বিস্ফোরণ, মৃত ১ আহত ৫

মিঠুন হালদার, কান্দি, ১২ নভেম্বর ঃ বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত কুমারসন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের রামেশ্বরপুর গ্রামে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হল ১ শিশুর। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন

কমপক্ষে আরও পাঁচজন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ওই বাড়িতে রান্না করার সময় একটি গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার ফেটেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে ওই বাড়িতে অন্য কোনও দাহ্য পদার্থ বা বিস্ফোরক মজুত করা ছিল কিনা পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে। কান্দি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর ওই বাড়িতে আগুন লেগে যায়। সেই সময় ঘরের মধ্যে থাকা ৬ জন গুরুতর ভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। অগ্নিদগ্ধ এক শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই নাবালিকার নাম আমিনা পারভীন (৩)। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে আনিসুর শেখ, নুরজাহান বিবি, আল্লাদি বিবি, রুলি বিবি এবং রিজবা বিবি নামে পাঁচজন গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে অগ্নিদগ্ধ পাঁচ জনেরই অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। একাধিক আহত ব্যক্তি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন না বলে হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ রামেশ্বরপুর গ্রামে আনিসুর শেখের বাড়িতে রান্না করছিলেন পরিবারের কয়েকজন মহিলা। সেই সময়ই হঠাৎই প্রচন্ড জোরে শব্দ শুনতে পান গ্রামের লোকজন। প্রথমে অনেকেই মনে করেছিলেন ওই বাড়ির মধ্যে মজুত করে রাখা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীরা দেখতে পান বাড়ির মধ্যে থাকা বাইক সহ প্রায় সমস্ত কিছুতে আগুন ধরে গেছে। গ্রামের লোকেরাই জল ঢেলে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। মকবুল শেখ নামে ওই গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'দুপুর ১ টা নাগাদ ওই বাড়ির মহিলারা যখন রান্না করছিলেন সেই সময় একটি বিস্ফোরণ ঘটে। তারপরেই ওই বাড়িতে আগুন লেগে যায়। গ্রামের লোকজন গিয়ে ওই বাড়ি থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পুরুষ এবং মহিলা সদস্যদের উদ্ধার করে স্থানীয় গোকর্ণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে সকলের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন আগুন লাগার পর ফলে ওই বাড়িতে রাখা দু'টি গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়েছে এবং সেগুলো ফেটে দু'টুকরো হয়ে গেছে। মৃত ওই নাবালিকার এক আত্মীয় মুকলেসেনা বিবি বলেন, 'কিছু কাজ থাকার জন্য আমরা আজ পাশের গ্রামে আত্মীয়র বাড়িতে গিয়েছিলাম। দুপুর নাগাদ আমরা শুনতে পাই আমাদের বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে'। তিনি বলেন, আমরা শুনেছি বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিদগ্ধদের মধ্যে আমার মা, দিদি, নাতনি সহ আরও কয়েকজন রয়েছেন।

চাপরমুখে গুরুত্বপূর্ণ রোড ওভার ব্রিজের কাজ সম্পন্ন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১২ নভেম্বর ঃ সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং সুগম রেল ও সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চাপরমুখে লেভেল ক্রসিং গেট নং. এসিট-৩৩ এর পরিবর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি)-এর নির্মাণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। আরওবি উদ্বোধন ১১ নভেম্বর তারিখে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বারা রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে করা হয়। এই আরওবি চালু হওয়ার সাথে সাথে, লেভেল ক্রসিং নং. এসটি-৩৩-কে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নব নির্মিত আরওবি রহা (এনএইচ-২৭) কে চাপরমুখ রেলওয়ে জংশন এবং পশ্চিম কার্বি আংলং- এর সাথে সংযুক্ত করে, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলজুড়ে সংযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতমানের হবে এবং চলাচল সহজতর হবে। ৮৪.৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিত এই ব্রিজটির মোট দৈর্ঘ্য ১১৭৯ মিটার। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প থেকে ২০ লক্ষেরও অধিক যাত্রী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে, এবং প্রতিবছরে আনুমানিক ১৬ লক্ষ যানবাহনের

জন্য সুগম চলাচলের সুবিধা উপলব্ধ হবে। এই আরওবি-এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে না কেবল লেভেল ক্রসিংয়ের অসুবিধা দূর করে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, বরং এলাকায় দ্রুত এবং নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচলও নিশ্চিত হবে। এই আরওবি উদ্বোধনের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে লামডিং ডিভিশনে আটটি লেভেল ক্রসিংয়ের মধ্যে মোট পাঁচটি সফলভাবে বন্ধ করা হয়েছে, যা এই অঞ্চলে রেলওয়ে সুরক্ষা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের অধীনে লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে আরও রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) এবং রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) নির্মাণের মাধ্যমে যাত্রীদের সুরক্ষা এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত শিক্ষকের অভাবে বন্ধ স্কুলের দরজা, ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ নভেম্বর ঃ এসআইআর কাজের জন্য শিক্ষক স্বল্পতা চরমে। সেই অভাবের জেরেই বন্ধ হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমানের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা। ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান-১ ব্লকের কুড়মুন-১ পঞ্চায়েতের বুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলে একজনই শিক্ষক ছিলেন, তিনি পূজোর সময় অবসর নিয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নতুন শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হলেও বুধবার নির্দিষ্ট শিক্ষক উপস্থিত না হওয়ায় স্কুলের পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে যায়। এতে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিভাবকদের অভিযোগ, আচমকা স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবিলম্বে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর, এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য প্রায় ৪৫০০ শিক্ষককে বিএলও হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৬৫০ শিক্ষকের ঘাটতি তৈরি হয়েছে জেলায়। এখন প্রায় ১৩০০ শিক্ষকের পরিবর্তে মাত্র ৬৫০ শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালানো হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান তথা মেমারীর বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য বলেন, বুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতির বিষয়ে শোকজ চিঠি পাঠানো হয়েছে। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষককে ওই স্কুলে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন যদি শিক্ষকদের সরাসরি নয়, সংসদের মাধ্যমে নিয়োগ করত, তাহলে এই অচলাবস্থা তৈরি হতো না। অন্যদিকে, এসআইআর কাজের আগেই জেলায় প্রায় ১৭৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা ছিল। পরিস্থিতি সামলাতে ওই স্কুলগুলিতে আরও একজন করে শিক্ষক পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে সংসদ। তবে সূত্রের খবর, নতুন দায়িত্ব পাওয়া ১৫০ জন শিক্ষক যোগ দিলেও ২৮ জন এখনও দায়িত্ব নেননি।

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান, দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দাসপুর- ২ ব্লকে পাঁচটি স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ। শিলাবতী নদীর খনন কাজও এই মাসেই শুরু হবে ইতিমধ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর জারি হয়েছে লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স। ফলে নভেম্বরের মধ্যেই কাজ শুরু হবে বলে আশা। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৭ সালের মধ্যেই পুরো প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বীরভূমে ধরা পড়ল বিপুল জিলেটিন স্টিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১২ নভেম্বর ঃ দিল্লি বিস্ফোরণের জেরে বাংলাজুড়ে জারি হয়েছে রেড অ্যালার্ট। রাজ্যের সমস্ত থানাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, নাকাতল্লাশি ও নজরদারিতে জোর দিতে বলা হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার রাতে বীরভূম পুলিশ ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে আসা একটি গাড়ি নাকাতল্লাশি চালিয়ে আটক করে, যার মধ্যে ছিল প্রায় ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক। এই বিস্ফোরক সুলতানপুর- নলহাটি রোডের নলহাটি থানা এলাকায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ এখনও খতিয়ে দেখছে, এই বিপুল বিস্ফোরক কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং ধৃত ব্যক্তিকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে দিল্লি। এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পরেই রাজ্যের সমস্ত জায়গায় নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। চলছে নাকাতল্লাশি। সেই মতো মঙ্গলবার রাতে নলহাটি থানার অন্তর্গত সুলতানপুর-নলহাটি রোডে নাকাতল্লাশি চালাচ্ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। সেই সময়ে ঝাড়খণ্ডের পাকুরের দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে আটক করে পুলিশ। তাতে তল্লাশি চালাতেই একেবারে চমকে ওঠার মতো অবস্থা হয় পুলিশ আধিকারিকদের। দেখেন, গাড়িতে রাখা রয়েছে প্রায় ৫০টি বস্তা! প্রত্যেকটিতেই ভর্তি জিলেটিন স্টিক। পুলিশ সূত্রের খবর, গাড়িটির কোনও বৈধ নথি ছিল না। এমনকী অবৈধভাবে ওই জিলেটিন স্টিকগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও জানতে পারে পুলিশ। ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, প্রতিটি বস্তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ধৃত ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, যাতে বোঝা যায় এই বিপুল জিলেটিন স্টিক কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া পুলিশের আশঙ্কা, এর সঙ্গে একটি আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্কও জড়িত থাকতে পারে। তবে বীরভূমে সাধারণত পাথর বিস্ফোরণের কাজে জিলেটিন স্টিক ব্যবহৃত হয় তাই পুলিশ যাচাই করছে এগুলি কি সেই উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কি না।

রোগী ভর্তি নিয়ে তপ্ত নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ নভেম্বর ঃ ভর্তি হওয়ার রোগীর থেকে অত্যাধিক বিল আদায় করছেন মাদার নার্সিংহোম বলে অভিযোগে তপ্ত হয়ে উঠল গতকাল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের শংকর কাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্লভগঞ্জ গ্রামের মাদার নার্সিংহোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ঘটনাস্থলে সংবাদ মাধ্যম পৌঁছে জানতে পারে যে রোগী ভর্তি হয়েছে তার আধার কার্ডটি বৈধ নয় বলে দাবি করছে মাদার নার্সিংহোম। এদিকে রোগীর পরিবারের দাবী সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে তবেই ভর্তি নেওয়া হয়েছে, তাহলে এখন কিভাবে বলছে আধার কার্ডটি অবৈধ। একদিনের মধ্যে আধার কার্ড অবৈধ হয় কিভাবে? সেই সাথে আমাদের জানানো হয়েছিল সমস্ত টাকা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে নেওয়া হবে। এখন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর টাকা থেকে বিল করতে চাওয়ায় নার্সিংহোমের তরফে জানানো হচ্ছে যে রোগীর আধার কার্ডটি বৈধ নয়। এই নিয়ে শুরু হয় বচসা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দুই পক্ষকে বুঝিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ৯.১১.২০২৫ তারিখে চন্দ্রকোনা থানার বৈশাখী দাস। গলব্লাডারের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয় মাদার নার্সিংহোমে। তাকে নিয়েই সমস্যার জের। অবশ্য ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারা গেছে একাধিক রোগীর পরিবারের সাথে এই ধরনের আচরণ করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

'জল সংরক্ষণ' পুরস্কার পাচ্ছে রাজ্যের দুটি প্রতিষ্ঠান

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ বৃষ্টির জল সংরক্ষণে অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল সংরক্ষণ' পুরস্কার পাচ্ছে রাজ্যের দুটি প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের 'নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ' এবং কলকাতার 'আর্মি পাবলিক স্কুল'-কে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের তরফে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৮ নভেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে হবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ভবিষ্যতের জলসঙ্কট রুখতে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই শহরাঞ্চলভিত্তিক 'জল সংরক্ষণ মিশন'-এ জোর দিয়েছে। পুরসভাগুলিকে অন্তত দুই হাজার জল সংরক্ষণ পরিকাঠামো নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগকে উৎসাহিত করতেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য, জেলা, পুরনিগম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে অর্থ না পেয়ে বিক্ষোভ ঠিকাদারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১২ নভেম্বর ঃ ১০০ দিনের কাজ (এমজিএনআরইজিএ) প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া পাওনা নিয়ে উত্তাল পূর্ব বর্ধমান। প্রায় চার বছর ধরে টাকা না পাওয়ায় মঙ্গলবার থেকে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হলেন সরকারি কাজের ঠিকাদাররা। বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে সারা বাংলা রুরাল ডেভেলপমেন্ট কনট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি সেখ পারভেজউদ্দিন জানান, রাজ্য জুড়ে প্রায় ২০ হাজার এবং পূর্ব বর্ধমানে প্রায় ৮০০ ঠিকাদার মিলে মোট প্রায় ১০০ কোটি টাকার বকেয়া এখনও পরিশোধ হয়নি। সর্বশেষ অর্থ প্রদান হয়েছিল ২০২১-২২ আর্থিক বছরে। তিনি বলেন, ১০০ দিনের প্রকল্পে দুটি ধাপে কাজ হয়- নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ ও শ্রমিক সরবরাহ। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রীর টাকার বিল গত চার বছর ধরে আটকে আছে। কেন্দ্র ৭৫ শতাংশ ও রাজ্য ২৫ শতাংশ অর্থ দেয় এই প্রকল্পে। কিন্তু দুই পক্ষের চাপানউতোরের জেরে বঞ্চিত হচ্ছেন ঠিকাদাররা। অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, এমনকি এক ঠিকাদারের আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের বিজয় তোরণের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে ঠিকাদাররা রাস্তায় শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানান। পরে তারা জেলাশাসকের কাছে অবিলম্বে বকেয়া মেটানোর দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন।

বাঁকুড়া স্টেশনে কড়া নিরাপত্তা, স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১২ নভেম্বর ঃ দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটনার পর সারা দেশজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সেই সূত্রে বুধবার বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশনে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে স্টেশন চত্বরে চিরুনি তল্লাশি চালায়। স্নিফার ডগ নিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, অপেক্ষালয়, পার্সেল ও লাগেজ বিভাগ এবং একাধিক ট্রেনের কামরায় তল্লাশি চলে। যাত্রীদের ব্যাগ ও লাগেজও খতিয়ে দেখা হয়। আকস্মিক এই অভিযানে প্রথমে যাত্রীদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হলেও পরে আরপিএফ কর্তৃপক্ষ জানায়, এটি নিয়মিত নিরাপত্তা সতর্কতার অংশমাত্র। রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এর তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লি বিস্ফোরণ ঘটনার পর দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন ও গণপরিবহন কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার রাখার নির্দেশ জারি হয়েছে। সম্ভাব্য কোনও অঘটন রুখতে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। তল্লাশি শেষে যাত্রীরা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্থানীয় আরপিএফ আধিকারিকের বলেন , যাত্রীদের নিরাপত্তাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। কাউকে অকারণে আতঙ্কিত না হয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, শুধু বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশন নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্টেশনে রেল সুরক্ষা বাহিনী ও গভর্নমেন্ট রেল পুলিশ যৌথভাবে এই নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করছে দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর থেকেই। ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম, অপেক্ষালয়, পার্সেল ও লাগেজ বিভাগ, সর্বত্র চলছে সূক্ষ্ম তল্লাশি ও কড়া নজরদারি। স্টেশনে প্রবেশ করা প্রতিটি গাড়িতে চলছে তল্লাশি। শুধু পুলিশ নয়, স্নিফার ডগ দিয়ে নাকা চেকিং করা হচ্ছে যাত্রীদের ব্যাগ ও ট্রেনের সমস্ত কোচে।

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-23/APAS/BDO/2025-26
E - tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 10.00 AM of 04/12/2025** under APAS 2025-26.
For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Block Development officer
Joypur Development Block

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/288 /NIT-14/2025-2026 Sl. No. 01 to 09
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/289 /NIT-15/2025-2026 Sl. No. 01 to 21
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/290/NIT-16/2025-2026 Sl. No. 01 to 17
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/291/NIT-17/2025-2026 Sl. No. 01 to 07
E-Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Bid Submission closing (On line) **21/11/2025 at 6.55 P.M.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **24/11/2025 at 11.00 A.M.** For further details website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

যান্ত্রিক পরিষ্কারের চুক্তি
বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৮৭০৯১৬, তারিখ ঃ ০৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম ক্যাটাগরি ঃ** সার্ভিসেস-এর জন্য কাস্টম বিড- কোকরাঝাড় (কেওজে) রেলওয়ে স্টেশন এবং এর চার্কুলেটিং এলাকায় ০৪ বছর (১৪৬১ দিন) সময়ের জন্য যান্ত্রিক পরিষ্কারের চুক্তি। **আনুমানিক বিড মূল্যঃ** ২,৮০,৫৩,৭৩১/-, **ইএমডি মূল্যঃ** ২,৯০,৩০০/-। বিড সমাপ্তির তারিখ/সময়ঃ ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টা। বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১৬.৩০ ঘন্টা। উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে **https://gem.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
(i) NIT No. 725/PWD/ROAD/BMC, Date-11/11/2025
(ii) NIT No. 1024/PHE(C)/BMC, Date-11/11/2025
(iii) NIT No. 1025/PHE(C)/BMC (3rd Call), Date-11/11/2025
e-Tender has been invited (i) Different type of civil and electrical works at different locations within Ward no. 27, **(APAS SCHEME)** (ii) Construction of New ferrule at different locations (iii) Sinking and lowering of heavy duty tubewell within ward no. 6 under BMC.
[Tender I.D : (i) 2025_MAD_945798_1 to 17 (ii) 2025_MAD_946652_1 to 5 (iii) 2025_MAD_946527_1 and 2] in www.wbtenders.gov.in,
Office Notice Board.
Last date of Bid submission : 06/12/2025 up to 15.00 p.m.
Sd/- Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৪১, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, হাওড়া স্টেশনের নিকটে যাত্রী নিবাস, হাওড়া-৭১১১০১ বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।
ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৪১
এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-৭-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)। **বিবরণঃ** ৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন ফোরশোর রোডের উভয় দিকে নির্দিষ্ট এরিয়ায় (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পাশে নবনির্মিত বাগান থেকে রেল মিউজিয়াম পর্যন্ত) বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-১৫১-২৫-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিসস (ডিজিটাল)]।** **বিবরণঃ** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগি ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন এবং রেলওয়ে মেসেজ প্রদানের সুযোগ সহ (এলইডি/এলসিডি স্ক্রীনের মাধ্যমে) হাওড়া স্টেশনে (ওল্ড কমপ্লেক্স এবং নিউ কমপ্লেক্স) মোবাইল চার্জিং কিয়স্ক (ডিজিটাল) স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এসি/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১৪৯-২৫-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিসেস (নন-ডিজিটাল)]।** **বিবরণঃ** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য সাবওয়ে এন্ট্রি/এক্সিট গেটের নিকটে হাওড়া স্টেশন কনকোর্স এরিয়ায় নির্দিষ্ট স্থানে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শনের জন্য (গ্লো সাইন বোর্ডের মাধ্যমে) চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এসি/২, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১৫০-২৫-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিসেস (নন-ডিজিটাল)]।** **বিবরণঃ** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া স্টেশনের (ওল্ড কমপ্লেক্স) ভিতরে কনকোর্স এরিয়ায় পিলারে ৪-সাইডেড কিয়স্কের মাধ্যমে (ব্যাক-লিট) বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা।
HWH-392/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate to bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/XIII/120/085/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Road at Bhupen Roy Road Bye Lane near Pre. No. 57/8, 57/6 etc. by C.C. Pavement Work in Ward No.-120, Borough-XIII**. Work Value: **₹ 1,98,999.72.** Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/XIII/120/084/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Road by C.C. Pavement Work at Sisir Bagan Road Bye Lane near Pre. No. 12A, 12 etc. in Ward No.-120, Borough-XIII.** Work Value: **₹ 2,09,105.96.** Earnest Money: **₹ 4,200.00**. Period of Completion: **30 days.**
3. NIT No.: **KMC/XIII/120/087/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Road at Bhupen Roy Road Bye Lane near Pre. No. 85, 59/11/2 etc. by C.C. Pavement Work in Ward No.-120, Borough-XIII**. Work Value: **₹ 1,62,569.22.** Earnest Money: **₹ 3,300.00**. Period of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **KMC/XIII/120/079/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Road bye Lane of Sisir Bagan Road by C.C. Pavement near Pre. No. 31/A, 31/1 etc. in Ward No.-120, Borough-XIII**. Work Value: **₹ 1,99,410.20.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/XIII/120/083/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of Road by C.C. Pavement Work at Sisir Bagan Road Bye Lane near Pre. No. 8/1A, 8/2, 8/4 etc. in Ward No.-120, Borough-XIII**. Work Value: **₹ 1,97,886.56.** Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
6. NIT No.: **KMC/XIII/120/094/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Footpath (Paver Block) Pavement at Sourin Roy Road near Pre. No. 2, 22, 17, 25 etc. in Ward No.-120, Borough-XIII.** Work Value: **₹ 1,60,348.95.** Earnest Money: **₹ 3,300.00**. Period of Completion: **30 days.**
7. NIT No.: **KMC/XIII/120/076/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Road at Sisir Bagan Road Bye Lane by C.C. Pavement near Pre. No. 41, 74/6 etc. in Ward No.-120, Borough-XIII.** Work Value: **₹ 3,00,280.91.** Earnest Money: **₹ 6,050.00**. Period of Completion: **30 days.**
8. NIT No.: **KMC/XIII/120/077/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Road at Sisir Bagan Road bye Lane bt C.C. Pavement near Pre. No. 138, 138/F & 38, 38/C etc. in Ward No.-120, Borough-XIII.** Work Value: **₹ 2,97,582.63.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **06.12.2025 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). Tender will be opened on: **08.12.2025 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **14.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).
The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **X/096/23/2025-2026/APAS** Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near A/53, A/121/1, A/1/1 Baghajatin in Ward No.-096, Borough-X APAS ID: APAS/01/150/244/ 0001.** Estimated Value (Including GST and CESS): **₹ 2,12,495.15.** Earnest Money: ₹ **4,300.00**. Time of Completion: **45 days.**
2. NIT No.: **X/095/033/2025-2026/APAS** Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near 88F, N.S.C. Bose Road in Ward No.-95, Borough-X (Scheme ID: APAS/01/152/62/0003).** Estimated Value (Including GST and CESS): **₹ 1,83,757.70.** Earnest Money: ₹ **3,700.00**. Time of Completion: **75 days.**
3. NIT No.: **EEC/BX/081/059/2025-2026** Name of the Work: **Restoration of Paver Block Footpath Surface Dist. by Eastern Command Singnal Regiment Dept. near Sahi Hyundai to Sahapur Camp Gate, New Alipore, etc. in Ward No.-081, Borough-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): **₹ 4,93,475.77.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Time of Completion: **150 days.**
4. NIT No.: **EEC/BX/092/006/2025-2026** Name of the Work: **Maintenance of under Ground Drainage System near Pre. No. 38J/10 M.T. Road, 14/1/7 Telipara Lane etc. in Ward No.-092, Borough-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): **₹ 2,84,214.15.** Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Time of Completion: **75 days.** Last date and time of submission of bid: **04.12.2025– 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **03.12.2025– 12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4). Date and time of opening of bid: **06.12.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **05.12.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **14.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3) & **11.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).
The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate to bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/XIV/129/007/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of C.C. Passage Adjacent to Kshetramohan Ground near Pre. No. 45/C/1, 45D/2 etc. in Ward No.-129 (Part No.-115).** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,98,993.22.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days.**
2. NIT No.: **KMC/XIV/130/005/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Bituminous Road in The Bye Lane of B.S. Road infront of Vidyasagar S.G. Hospital etc. in Ward No.-130 (Part No.-162).** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,44,447.73.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **15 days.**
3. NIT No.: **KMC/XIV/129/008/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Conversion of Open drain to U/G Sewer Line & Development to Passage with Cement Concrete Adjoining to M.B. Road near Garagacha Shani Mandir in Ward No.-129 (Part No.-115).** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,70,170.68.** Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **21 days.**
4. NIT No.: **KMC/XIV/129/014/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Protection of Road by Providing Bullah Pilling Adjacent to Pond near Sukanta Sishu Udyan in Ward No.-129 (Part No.-122).** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,63,393.43.** Earnest Money: **₹ 9,300.00**. Period of Completion: **15 days.**
5. NIT No.: **KMC/XIV/129/013/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Conversion of Open drain to U/G Sewer Line & Development to Passage with Cement Concrete at the Bye Lane of M.B. Road near Pre. No. 33/1 in Ward No.-129 (Part No.-122).** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,87,976.16.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **22.11.2025 (Up to 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). Tender will be opened on: **24.11.2025 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **14.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).
1384/25-26

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল১৭১১০ডব্লুবি১৯৩৫পিএলসি০৪৬১১১
রেজি. অফিসঃ ৯/১, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-২২৬২ ৪৪১৩
ই-মেলঃ **rjm.ho@rjm.co.in**, ওয়েবসাইটঃ **www.rameshwarajute.com**

৩০.০৯.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক / ষষ্ঠ মাসের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার
১২.১১.২০২৫ তারিখে পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত
(অন্যথায় উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. নং.	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫	আগের তিন মাস সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৫	পূর্ববর্তী বছর শেষ হওয়া তিন মাস ৩০.০৯.২০২৪	সংশ্লিষ্ট চলতি বছরে শেষ হওয়া ছয় মাস ৩০.০৯.২০২৫	সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বছরের শেষ ছয় মাস ৩০.০৯.২০২৪	পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ ৩১.০৩.২০২৫
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	১৬.০৩	৪.৫৫	১৫.৬০	২০.৫৮	১৯.১৮	৩৮.২৩
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৫৫.২৮)	(৬০.৮৭)	(৫০.৮৮)	(১১৬.১৫)	(১১১.০০)	(২৩৬.২৬)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৫৫.২৮)	(৬০.৮৭)	(৫০.৮৮)	(১১৬.১৫)	(১১১.০০)	(২৩৬.২৬)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৫৫.২৮)	(৬০.৮৭)	(৫০.৮৮)	(১১৬.১৫)	(১১১.০০)	(১৬২.১৬)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	(১৬০.৭৪)	৪৫.৭৮	৫৯.৪৮	(১১৪.৯৬)	২৮৭.৩৪	১,৩৮৭.৫৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-			-	৯,৫১৩.৯৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক নয়)						
	ক) মৌলিক	(২০.৭৮)	(২২.৮৮)	(১৯.১২)	(৪৩.৬৬)	(৪১.৭১)	(৬০.৯৫)
	খ) মিশ্র	(২০.৭৮)	(২২.৮৮)	(১৯.১২)	(৪৩.৬৬)	(৪১.৭১)	(৬০.৯৫)

ক) উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ http://firameshwarajute.comquartaly_results.php এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
খ) কোম্পানি (ভারতীয় হিসাব মান) বিধি, ২০১৫ অনুসারে ৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / ছয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনও ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।

দ্য রামেশ্বর জুট মিল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আর. পি. পানসারি
(চেয়ারম্যান)
ডিআইএন - ০০৮৬৯২২২
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.১১.২০২৫

চলুন বেড়াতে যাই

পর্যটকদের জন্য সুখবর, কলকাতা থেকে সরাসরি বাসেই ভুটান, বাড়তি পাওনা ডুয়ার্স

ভুটান এখন পর্যটকদের হাতের মুঠোয়। বা।তি পাওনা ডুয়ার্স। ভুটান সীমান্তের জয়গাঁ থেকে শুরু হয়েছে স্লিপার, বায়ো টয়লেট যুক্ত,

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল ভলভো বাস পরিষেবা। বাস চলাচল করবে কলকাতা পর্যন্ত। একবার জয়গাঁ শহরে পৌঁছে গেলেই ঢিল ছোড়া দূরত্বে পেয়ে যাবেন ভুটান গেট, ওপারে ড্রাগন দেশের ফুন্টলসিং শহর। সোমবার থেকে রোমাঞ্চকর পথে দু'টি বাস চলাচল শুরু করেছে। একটি বাস বিকেল ৪টায় জয়গাঁ থেকে ছো।ে কলকাতার ধর্মতলায় পৌঁছেছে মঙ্গলবার সকাল সা।ে ৬টা নাগাদ। অন্য বাসটি সোমবার ধর্মতলা থেকে ছো।ে মঙ্গলবার সকালে ভুটানের দুয়ার জয়গাঁ শহরে পৌঁছে দিয়েছে যাত্রীদের। ওই যাত্রা পথে রয়েছে জলদাপাড়া, বীরপাড়া, নাগরাকাটা, চালসা, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি। এরপর শিলিগুড়ি বাইপাস নৌকা ঘাট হয়ে .কলকাতার উদ্দেশ্যে চলে যাওয়া। বাসে বসেই নজর কাড়বে সবুজ জঙ্গল, চা বাগানের সবুজ গালিচা। বরাতভালো থাকলে চলার পথে মিলে যেতে পারে হাতি, বাইসন, গন্ডার। ডুয়ার্স এবং ভুটানের পর্যটন শিল্পে ওই বাস পরিষেবা নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

কারণ, পর্যটকদের সুবিধার্থে নতুন কিছু স্টপেজ সংযোগ করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। ৩৬ আসনের বাস। জয়গাঁ থেকে কলকাতার ভা।া ২ হাজার টাকা। সমস্ত টিকিট অনলাইন বুকিংয়ে মিলবে। এখন নিউ জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগু।ি জংশন থেকে বাড়তি খরচ করে ভাড়াগাড়িতে ডুয়ার্স অথবা ভুটানে আসতে হবে না। শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড়ে দাঁড়ালেই এই বাস পেয়ে যাবেন পর্যটকরা। বাসেই মিলবে খাবার। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি সম্রাট স্যান্যাল বলেন, ' অথবা ডুয়ার্সে বেড়ানোর ইচ্ছে হলেই পর্যটকদের ট্রেনের টিকিট এবং ভাড়া গাড়ির চিন্তা পেয়ে বসে। সেটা এখন আর থাকছে না।''

শীতে নভেম্বরে কোথায় গেলে মন ভরবে? রইল সেরা সাতের হদিশ

দিনের বেলাতে তেমন খুব একটা গরম নেই আর। রাত্রিবেলায় কমছে

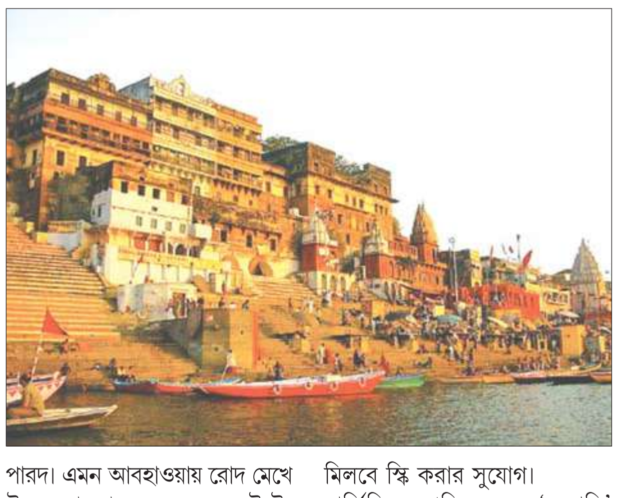

পারদ। এমন আবহাওয়ায় রোদ মেখে উত্তুরে হাওয়াতে অনেকের মনই উ।ু উ।ু। পায়ের তলায় সরষে রেখে অস্থির হয়ে ওঠে মন। অতশত না ভেবে বরং বেরিয়ে পুন। নভেম্বরেই কি ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান? খুব ভালো। শীত শীত ভাবটাও থাকবে। আবার পিক সিজন না থাকায় খরচ থাকবে সাধ্যের মধ্যেই। কিন্তু কোথায় যাবেন? পাহা। থেকে সমুদ্র, রইল সেরা সাত জায়গার ঠিকানা।

মানালি, হিমাচল প্রদেশঃ এই সময় মানালিতে বরফ পড়া শুরু হয়। পাইন গাছের ভিড়ে গরম কফি হাতে প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ চাট্টিখানি কথা নয়। এমনকী সোলং ভ্যালিতে মিলবে স্কি করার সুযোগ।

দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গঃ ' রানি' দার্জিলিংয়ের প্রভাত দেখার সৌভাগ্য হাতছাড়া করবেন না। কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সূর্যোদয় এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কুয়াশার মধ্যে টয় ট্রেনে চড়া এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। উটি, তামিলনাড়ু ঃ এখানে ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে সবুজ প্রকৃতি আপনাকে স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দেবে। ইউক্যালিপটাস গাছের গন্ধ এবং চা বাগান দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা মিস না করাই ভালো। আর যাই করুন না কেন উটি লেকে বোটিং ও স্থানীয় চকোলেট না খেয়ে ফিরবেন না যেন!

গোয়া ঃ নভেম্বরে গোয়ার পরিবেশ একদম অন্যরকম হয়। সোনারঙা সমুদ্র তীরে পার্টি কিংবা শান্ত আরমবোল বিচে যোগা-দুটোর যেকোনও একটা মনপসন্দ আপনি বেছে নিতে পারেন। এই সময় বর্ষায় বন্ধ হওয়া বিচ শ্যাকগুলি আবার চালু হয়ে যায়।গোকর্ণ, কর্ণাটক ঃ যাঁরা শান্ত সমুদ্রের খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের জন্য গোকর্ণ সেরা। এখানে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা উপভোগ করার মতো। ওম বিচ ও কুডল বিচ এই সময়ে. খুব সুন্দর দেখতে লাগে। ভারকলা, কেরালা ঃ আরব সাগরের তীরে পাহাড়ের ওপর তৈরি এখানকার ক্যাফেগুলো বিখ্যাত। এখানে আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ নেওয়া যায়। সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য আপনাকে অন্য জগতে নিয়ে যাবে।

বারাণসী, উত্তরপ্রদেশঃ কার্তিক পূর্ণিমায় এখানকার ঘাটগুলো হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে। গঙ্গার জলে এই আলোর প্রতিচ্ছবি এক অদ্ভুত স্বর্গীয় দৃশ্য তৈরি করে। পারলে শীত প।ার আগেই ঘুরে আসুন। নভেম্বরে এখানে পালিত হয় দেব দীপাবলি।

শীতের প্রভাব

শ্রীনগর, ১২ নভেম্বর (হি.স.)ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে বিগত কয়েক দিন ধরে ঠান্ডার প্রভাব বাড়ছে। শ্রীনগর শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। মঙ্গলবার এমনটাই জানালো আবহাওয়া - দফতর । আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উপত্যকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমেছে।

পাক আদালতের বাইরে ফিদায়েঁ হামলা, দায় স্বীকার তালিবানের

১২ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামাবাদের একটি আদালতের বাইরে ভায়বহ গাড়ি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১২ জনের। ঘটনার পরই পাকিস্তানের বড় শহরগুলিতে জারি করা হয় হাই অ্যালার্ট। এবার সেই হামলার দায় স্বীকার করল বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। তারা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমাদের যোদ্ধারা ইসলামাবাদে আদালতে আক্রমণ করেছে। পাকিস্তানে ইসলামী আইনের বাইরে গিয়ে যে সকল আইনজীবী, বিচারক এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা রায় দেন, তাঁরাই আমাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাথাব্যাথার অন্যতম বড় কারণ এই বিদ্রোহী টিটিপি গোষ্ঠী। খাইবার পাখতুনখোয়া, বালুচিস্তান-সহ পাক-আফগান সীমান্ত এই জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখান থেকে প্রায়শই পাক সেনাবাহিনীর উপর চলে মারণ হামলা। এদিকে, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি। সেখানেও চিনা আধিকারিকদের উপর বহুবার হামলা চালিয়েছে এই জঙ্গিরা। ওই অঞ্চলে লাগাতার জঙ্গি হামলায় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতিও।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ইসলামাবাদের একটি আদালত চত্বরের পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আচমকা বিস্ফোরণ হয়। তারপরই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। বিস্ফোরণের জেরে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িও।

জঙ্গলমহলের নানা অফবিট ঠিকানা, পুরুলিয়া থেকে

ঝাড়খণ্ড ছুঁয়ে থাকা জঙ্গলমহলের এই জেলা এখন বেড়ানোর একেবারে হট্স্পট। সাম্প্রতিককালে দার্জিলিংয়ে যে পরিমাণ পর্যটক আসছে পুরুলিয়া. ও তার সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে। মূলত অযোধ্যা পাহাড় গড় পঞ্চকোটকে ঘিরেই। কারণ এই পাহাড়ের পাকদন্ডী পথ আর বর্ষার সৌঃদর্য কালিম্পং-কার্শিয়াং-র মতনই। মেঘ যেন কটেজে ধাক্কা খায়৷ আর গড় পঞ্চকোটের জঙ্গল যেন ডুয়ার্স। তাহলে কি আরও অন্যরকম অ্যাডভেঞ্চার। অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন সাইট সিয়িং এখন পূর্ণাঙ্গ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে গিয়েছে। যা আগে অফবিট ছিল।

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

Name Change

I, Mahabbat Sardar, S/o Jamat Sardar, resident of Vill. Purba Betberai Mathpara,, P.o - Hridaypur, P. s - Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin - 741123 do hereby declare that I have changed my name from Mahabbat Sardar to Mahabat Sardar and henceforth I shall be known as Mahabat Sardar in all purpose, vide affidavit No. 98 sworn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 07.11.2025. Mahabat Sardar and Mahabbat Sardar both are same and identical person

Name Change

I, Md Abdur Rahim Molla (Old Name) son of Salamat Molla, residing at Aabubakkar Pada, Dharmatala, Canning, Dist-24 parganas(south), Pin-743329, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rahim Molla (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/11/2025. Abdur Rahim Molla (New Name) and Md Abdur Rahim Molla (Old name).both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Salamat Molla (Old Name) son of Late Bhiki Molla, residing at Jelerhat Doltalaghola, Dist-24 Parganas(south), Pin-743376, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Salamat Molla (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/11/2025. Salamat Molla (New Name) and Md Salamat Molla (Old name).both are same and one identical person.

Name Change

I, GIYAS ALI SEIKH (old name) S/O-MAHUR SK residing at VILL-CHHAYGHARI PIRTALA PASCHHIM PO-CHHAYGHARI P.S- DAULA TABAD DIST- MURSHIDABAD PIN-742307 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from GIYAS ALI SEIKH (old name) to (new name) GIYASUDDIN SK and I shall be henceforth be known as GIYASUDDIN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 13/11/2025. GIYASUDDIN SK (New name)and GIYAS ALI SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, SK AZAD & SEKH AJAD (old name) S/O- ESAHAK SEKH residing at VILL-NATUNTOLA PO-NIAMATPUR P.S-ENGLISHBAZAR DIST- MALDA PIN-732208 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from SK AZAD & SEKH AJAD (old name) to (new name) AZAD SEKH and I shall be henceforth be known as AZAD SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 13/11/2025. AZAD SEKH (New name)and SK AZAD & SEKH AJAD (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, MAHAMMAD ILLIYAS SEKH S/O Late SK JAMSED Residing at Vill & P.O.-Kendamari, P.S.-Nandigram, District - East Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK MAHAMMAD ILIAS as declared before the Notary Public at Haldia vide affidavit No 3031, Dated 21-07-2012. MAHAMMAD ILLIYAS SEKH and SK MAHAMMAD ILIAS both are same and identical person.

Name Change

I, SRIJONI KARMAKAR D/O MONALI MAJUMDAR Residing at 2Nd Floor, Annapurna House, 114 Regent Estate, P.S.-Jadavpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700092, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SRIJONI MAJUMDAR as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No 68286, Dated 10-11-2025. SRIJONI KARMAKAR and SRIJONI MAJUMDAR both are same and identical person.

Name Change

I, HASMAT ALI (OLD NAME) S/O RAHMAT ALI , RESIDING AT, 1/1A ,JHAWTALA LANE,KARAYA , KOLKATA - 700017, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASHMAT ALI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 11/11/2025 , HASHMAT ALI(NEW NAME) AND HASMAT ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, SHYAM SAMANTA (OLD NAME) S/O LATE BADAL SAMANTA, RESIDING AT, PARABATIPUR SADARPARA DOMJUR , HOWRAH - 711405, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAM CHANDRA SAMANTA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 11/11/2025 , SHYAM CHANDRA SAMANTA (NEW NAME) AND SHYAM SAMANTA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, ANJUM ARA (OLD NAME) W/O MOHAMMAD FEROZ , RESIDING AT,11/1/H/8 , HARSI STREET ,P.S - NARKELDANGA , KOLKATA - 700009 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJUM FEROZ (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 12/11/2025 , ANJUM FEROZ (NEW NAME) AND ANJUM ARA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, PIYAR FAKIR S/O SEHER ALI FAKIR Residing at Chakghola Ghola Sagarbarh, District - East Medinipur, Pin - 721151, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PIYAR ALI FAKIR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 16, Dated 10-11-2025. PIYAR FAKIR and PIYAR ALI FAKIR both are same and identical person.

Name Change

I, Taslima Bibi , W/O-Rajesh Sk residing at Raninagar Mullapara, PO- Radharghat, PS-Berhampore, Murshidabad 742187.That my actual name is "TASLIMA BIBI" and my husband's actual name is "RAJESH SK" which has been recorded in my Aadhaar Card being no. 8062 2702 9443.That when my daughter's Birth Certificate was issued, my name "TASHLIMA BIBI" and my husband name "RAJUSH SK" were incorrectly written and recorded.My name TASLIMA BIBI and TASHLIMA BIBI and my husband's name RAJESH SK and RAJUSH SK is same and one identical person change by Magistrate affidavit Berhampore court on 14/10/2025.

Name Change

I, Jinatun (old name) residing at Rasunganj, Chandmoni, Ratua, Dist-Malda, Pin-732139 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JINATUN to BIBI JINNATUN and henceforth I shall be known as BIBI JINNATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/11/2025. JINATUN and BIBI JINNATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, Chandi Das (old name) residing at Patuli, Begopara, Ranaghat, Dist-Nadia , Pin-741256 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from CHANDI DAS to CHANDICHARAN DAS and henceforth I shall be known as CHANDICHARAN DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/11/2025. CHANDI DAS and CHANDICHARAN DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Samsul Hoque (old name) residing at Rasunganj, Chandmoni , Ratua, Dist- Malda , Pin-732139 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD SAMSUL HOQUE to SAMSUL HOQUE and henceforth I shall be known as SAMSUL HOQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/11/2025. MD SAMSUL HOQUE and SAMSUL HOQUE both are same and one identical person.

Name Change

I, Kadar Ali Sk (old name) residing at Bandakholaj , Malumghacha, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KADAR ALI SK to KADAR MALLIK and henceforth I shall be known as KADAR MALLIK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/11/2025. KADAR ALI SK and KADAR MALLIK both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Ismail Mondal (old name) residing at Nowda, Durgapur, Chakdaha, Chakdaha, Dist-Nadia , Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ISMAIL MONDAL to ISMAIL MONDAL and henceforth I shall be known as ISMAIL MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MD ISMAIL MONDAL and ISMAIL MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Alamgir Sk (old name) residing at Rajdharpara, Rajdharpara, Berhampore, Dist- Murshidabad , Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ALAMGIR SK to ALAMGIR SEIKH and henceforth I shall be known as ALAMGIR SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/11/2025. ALAMGIR SK and ALAMGIR SEIKH both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Arman Ali (old name) residing at Naldahari, Lalgola, Lalgola,Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMED ARMAN ALI to MD ARMAN ALI and henceforth I shall be known as MD ARMAN ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MOHAMMED ARMAN ALI and MD ARMAN ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, Feluyara Bibi (old name) residing at Gurudaspur, Beunchitala, Daulatabad, Dist- Murshidabad , Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FELUYARA BIBI to FELUJAN BIBI and henceforth I shall be known as FELUJAN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. FELUYARA BIBI and FELUJAN BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Morful Sk (old name) residing at Dakshim Mahadebnagar, Mahadebnagar , Farakka, Dist- Murshidabad , Pin-742232 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD MORFUL SK to MORFUL HOQUE and henceforth I shall be known as MORFUL HOQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MD MORFUL SK and MORFUL HOQUE both are same and one identical person.

Name Change

I, Md chamad Mondal (old name) residing at Nowda, Durgapur, Chakdaha, Chakdaha, Dist-Nadia , Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD CHAMAD MONDAL to CHHAMAD ALI MONDAL and henceforth I shall be known as CHHAMAD ALI MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MD CHAMAD MONDAL and CHHAMAD ALI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Asraf Ali (old name) residing at Salika, Laskarpur, Lalgola, Dist- Murshidabad , Pin-742151 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ASRAF ALI to ASRAF ALI and henceforth I shall be known as ASRAF ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/11/2025. MD ASRAF ALI and ASRAF ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, KULDEEP JAISWAL S/o BECHU PRASAD JAISWAL residing at 7R, Samar Sarani Kashipur Cossipore, Kolkata (M Corp), Kolkata-700002 do hereby solemnly affirm & declare my actual name KULDEEP JAISWAL instead of KULDEEP KR SHAW and my father's actual name BECHU PRASAD JAISWAL instead of B.P. SHAW, which is wrongly recorded in my driving licence No. WB-011993177873, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 10/11/2025. KULDEEP KR SHAW S/o B.P. SHAW and KULDEEP JAISWAL S/o BECHU PRASAD JAISWAL all are same and one identical person.

Name Change

I, Rabial Mallick (Old Name) S/o Samad Ali Mallik Residing at Ward No-4, Dankuni Coal Complex, District - Hooghly, Pin - 712310, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Rabial Ali Mallik (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 12-11-2025. Rabial Mallick (Old Name) and Rabial Ali Mallik (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anupama Paul alias Anupama Dutta (Old Name) W/o Joydip Dutta D/o Satyanarayan Paul Residing at Rabindra Pally, P.o - Naba Pally, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Anupama Paul Dutta (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 68412 Dated 10-11-2025. Anupama Paul, Anupama Dutta (Old Name) and Anupama Paul Dutta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Sarfaraz Alam (Old Name) S/o Late Abdul Sattar Residing at 201, 23 Bipradas Chatterjee Lane, P.o - Shibpur, P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md. Sarfaraj Alam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 12-11-2025. Mohammad Sarfaraz Alam (Old Name) and Md. Sarfaraj Alam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Tapas Kr Mukherjee (Old Name) S/o Late Paresh Chandra Mukherjee Residing at 16/1 Ramkrishna Pally, P.o - Haltu, P.s - Garfa, District - Kolkata, Pin - 700078, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Tapas Kumar Mukherjee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 12-11-2025. Tapas Kr Mukherjee (Old Name) and Tapas Kumar Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ARUN NATH (old name) S/O-RAJ KUMAR NATH residing at 160 B B SEN ROAD PO-BERHAMPORE P.S-BERHAMPORE DIST- MURSHIDABAD PIN-742101 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from ARUN NATH (old name) to (new name) ARUN KUMAR NATH and I shall be henceforth be known as ARUN KUMAR NATH (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 13/11/2025. ARUN KUMAR NATH (New name)and ARUN NATH (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, FAMLA BIBI (old name) W/O-NEKSAD SK residing at VILL- LAKSHMINARAYANPUR PO-JIBANTI P.S-KANDI DIST- MURSHIDABAD PIN-742136 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from FAMLA BIBI (old name) to (new name) KAMELA BEWA and I shall be henceforth be known as KAMELA BEWA (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 13/11/2025. KAMELA BEWA (New name)and FAMLA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I,HIRA NUR KHATUN (old name) W/O-ARIF HOSSAIN residing at CHHOTO CHANDGHAR PO-BARA CHAN DGHAR P.S-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my sons name from MOHAMMED HASIB HOSSAIN (old name) to (new name) HASIB HOSSAIN and I shall be henceforth be known as HASIB HOSSAIN (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 13/11/2025. HASIB HOSSAIN (New name)and MOHAMMED HASIB HOSSAIN (old name) both sons name are same and one identical person.

Name Change

I, ARUN NATH (old name) S/O-RAJ KUMAR NATH residing at 160 B B SEN ROAD PO-BERHAMPORE P.S-BERHAMPORE DIST- MURSHIDABAD PIN-742101 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from ARUN NATH (old name) to (new name) ARUN KUMAR NATH and I shall be henceforth be known as ARUN KUMAR NATH (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 13/11/2025. ARUN KUMAR NATH (New name)and ARUN NATH (old name) both name are same and one identical person.

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃইউনিট নং১৯০১,১৯তলা,বায়োওয়ান্ডার-ব্লক'এ',৭৮৯আনন্দপুর ই.কে.টি, কলকাতা-৭০০ ০১৭
CIN: L24232WB1987PLC042956, ওয়েবসাইটঃwww.kilburnengg.com

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিস্তারিত	ত্রৈমাসিক শেষ অনুমাদিত ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক শেষ অননুমাদিত ৩০.০৬.২০২৫	ত্রৈমাসিক শেষ অননুমাদিত ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বছর শেষ অননুমাদিত ৩০.০৯.২০২৫	অর্ধ বছর শেষ অননুমাদিত ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বছর শেষ অডিটেড ৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	১১,৬৮৬.৩৪	৯,৬৭৮.০২	৭,৮৭০.৩৩	২১,৩৬৪.৩৬	১৪,৩০৭.১৩	৩৩,৮০০.০২
২.	কর-পূর্ব লাভ (ক্ষতি)	২,৫৮৮.৩৩	২,১২০.০০	১,৬৯৬.৫৯	৪,৭০৮.৩৩	৩,০৫৫.৯৪	৭,৩৫০.৯০
৩.	কর-পরবর্তী নিট লাভ (ক্ষতি)	১,৮০১.১৪	১,৪৭১.২৫	১,৩৮৪.০৮	৩,২৭২.৩৯	২,৪৫৪.৪৯	৫,৪৮১.৬৪
৪.	মেয়াদ বছরের জন্য মোট ব্যাপক আয় (ক্ষতি)	১,৯৭১.২১	১,৪৯৬.১৫	১,৬৮৮.০৯	৩,৪৬৭.৩৬	২,৭৯০.৭৭	৫,৩৬০.৬৭
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৫,১৪৩.৭৯	৪,৮৪৩.৭৯	৪,৫২৭.০৪	৫,১৪৩.৭৯	৪,৫২৭.০৪	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ('বসরে) মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ('বসরে)	৩.৬৫	৩.০৬	৩.২৫	৬.৬৩	৫.৭৬	১২.২৪

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিস্তারিত	ত্রৈমাসিক শেষ অনুমাদিত ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক শেষ অননুমাদিত ৩০.০৬.২০২৫	ত্রৈমাসিক শেষ অননুমাদিত ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বছর শেষ অননুমাদিত ৩০.০৯.২০২৫	অর্ধ বছর শেষ অননুমাদিত ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বছর শেষ অডিটেড ৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	১৫,৭২১.১৪	১৩,১৭৭.৩৯	১০,৪২৬.৮৬	২৮,৮৯৮.৫৩	১৯,০৩৯.৭৭	৪২,৭৬১.৯১
২.	কর-পূর্ব লাভ (ক্ষতি)	৩,৭৪২.৪১	২,৯৬৪.৬২	১,৯০২.০৮	৬,৭০৭.০৩	৩,৩৭৪.৪৬	৮,২৬৬.৪৭
৩.	কর-পরবর্তী নিট লাভ (ক্ষতি)	২,৬৮৮.২৯	২,১৩০.৭১	১,৫২২.১২	৪,৮১৯.০০	২,৬৮০.৭৫	৬,২২৯.৪১
৪.	মেয়াদ বছরের জন্য মোট ব্যাপক আয় (ক্ষতি)	২,৮৫২.০৭	২,১৪৭.৮২	১,৮৬১.৬৭	৪,৯৯৯.৮৯	৩,০০৯.৬৯	৬,০৯৩.৫১
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৫,১৪৩.৭৯	৪,৮৪৩.৭৯	৪,৫২৭.০৪	৫,১৪৩.৭৯	৪,৫২৭.০৪	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ('বৎসরে) মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ('বসরে)	৫.৪৫	৪.৪৪	৩.৫৭	৯.৭৭	৬.২৯	১৩.৯৪

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ-বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একীভূত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.kilburnengg.com**-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত UR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

তারিখঃ ১২ নভেম্বর, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

বোর্ডের আদেশক্রমে
(রঞ্জিত লালা)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 07266678

কদর কমেছে কাস্তের, ক্রমশ বেড়েছে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনের চাহিদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ নভেম্বর ঃ যুগের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে কমেছে কাস্তের ব্যবহার, বেড়েছে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনের চাহিদা। কামারশালগুলোতে আনাগোনা নেই কৃষকদের। বছর কয়েক পর আর হয়ত কাস্তে দেখায় যাবে না। জোরকদমে চলছে মাঠ থেকে ধান তোলার কাজ, কিন্তু ধান কাটতে কদর কমেছে কাস্তের, ব্যস্ততা নেই কামারশালগুলিতে। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো শেষ হতে না হতেই কৃষকরা ব্যস্ত মাঠ থেকে ধান তুলতে। কিন্তু ধান কাটার জন্য কাস্তের ব্যবহার আর নেই বললেই চলে। কাস্তের মাধ্যমে ধান কাটতে খরচ বাড়ছে কৃষকদের এবং কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটলে অল্প খরচে এবং সীমিত সময়ের মধ্যে ধান কাটা হয়ে ঝাড়াই হয়ে কৃষকদের খামারে পৌঁছে যাচ্ছে।

গড়বেতা, ঘাটাল, চন্দ্রকোনার মতো এলাকায় কামারশালের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের দাবি, বছর কয়েক আগে পর্যন্ত ব্যাপক পরিমাণে চাহিদা ছিল কাস্তের, বর্তমানে কম্বাইন হারভেস্টার বেরিয়ে যাওয়ায় কাস্তের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। আগে যেখানে কৃষকরা কামারশালে আসত কাস্তে নিয়ে, এখন সেভাবে আর আসে না। কৃষকরা জানান, কাস্তের মাধ্যমে ধান কাটতে প্রথমে লাগবে শ্রমিকের। বর্তমানে সেই শ্রমিকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। মাঠে ধান কেটে কয়েক দিন মাঠেই ফেলে রাখতে হয়। এরপর শুকনো হলে তা বেঁধে আবারও শ্রমিক বা ট্রাক্টর দিয়ে মাঠ থেকে আনতে হয় খামারে। সেক্ষেত্রে খরচ পড়ে বিঘে পিছু প্রায় ৭০০০ টাকা। এছাড়াও মাঠে ধান কাটা অবস্থায় থাকলে তার ওপর বৃষ্টি হলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন বেরিয়ে যাওয়াই সঙ্গে সঙ্গে কেটে ঝাড়াই হয়ে খামারে পৌঁছে যাচ্ছে ধান। এমনকি এসবের খরচ অনেকটাই কমে গেছে। যেখানে কাস্তে দিয়ে ধান কাটতে বিঘে পিছু খরচ হয় ৭০০০ টাকা, সেখানে মেশিন দিয়ে ধান কাটা, ঝাড়া এমন কী ধান বাড়িতে পৌঁছান পর্যন্ত খরচ হচ্ছে মাত্র ৩-৩৫০০ টাকা। কৃষকদের মতে আগামীদিনে কাস্তে বিলুপ্তির পথে হাঁটছে।

কয়েকটা দিনের অপেক্ষা তারপরই শুরু হবে কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী কার্তিক লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ১২ নভেম্বর ঃ রাস শেষ, তবে এবার আসতে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব কাটোয়ার কার্তিক লড়াই। পূর্ব বর্ধমানের জেলার কাটোয়া শহরের নাম কমবেশি সকলেই জানেন। আর এই কাটোয়া শহরের প্রধান উৎসব হল কাটোয়ার কার্তিক লড়াই। এই কার্তিক লড়াইকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে ওঠেন সমগ্র শহরবাসী। শহরবাসীর কাছে এই কার্তিক লড়াই একটা আবেগ। আর হাতেগোনা মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই শুরু হবে কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী কার্তিক লড়াই। যে সময় শহরজুড়ে ভিড় জমান প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। কার্তিক পুজোর আগের দিন থেকেই একেবারে জমজমাট হয়ে ওঠে শহর। তবে পুজোর পরের দিন অর্থাৎ লড়াইয়ের দিন সবথেকে বেশি ভিড় হয়। কার্তিক লড়াইয়ের দিন বের হয় শোভাযাত্রা, আর এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন শহরের ছোট বড় একাধিক ক্লাব। এই শোভাযাত্রা শহরের একটি নির্দিষ্ট রুটে পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় থাকে প্রতিমা, বাজনা, আলোকসজ্জা সহ একাধিক নিত্য নতুন চমক। এবছর ১৭ নভেম্বর সোমবার কার্তিক পুজো এবং ১৮ নভেম্বর লড়াই অর্থাৎ শোভাযাত্রা। এবার কাটোয়া শহরে কোন পথে হবে শোভাযাত্রা! কাটোয়া শহরে প্রবেশ করে রেলগেট পার করে যদি বিদ্যাসাগর স্কুলের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা দেখা শুরু করেন তাহলে স্কুল পেরিয়ে ইন্দিরা গান্ধী স্ট্যাচু পেরিয়ে তারপর যেতে হবে সম্প্রীতি পার্ক, সেখানে থেকে ডান দিকে আতুহাট পাড়া হয়ে একেবারে সোজা বারোয়ারি তলা, সিদ্ধেশ্বরী তলা, শাঁখারী পট্টি হয়ে ডান দিক দিয়ে নিচুবাজার হয়ে সোজা চৈতন্য স্ট্যাচুর কাছে। তারপর আবার সেখান

থেকে বাম দিকে দেবরাজ ঘাট, কাটোয়া থানা হয়ে একদম সোজা পৌরসভা মোড়। তারপর পৌরসভা থেকে বাম দিকে সংহতি মঞ্চের পাশ দিয়ে টেলিফোন ময়দান রোড। টেলিফোন ময়দান রোড পেরিয়ে মাধবিতলা হয়ে স্টেশন বাজার চৌরাস্তা। তারপর সেখান থেকে বাম দিকে আবার পুনরায় বিদ্যাসাগর স্কুলের সামনে। সবমিলিয়ে এককথায় বলতে গেলে এবছর রুটের কোনও পরিবর্তন হয়নি, গতবছরের মতো একই রুট আছে। পুরো শহরজুড়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি, কাটোয়া এখন তৈরি হচ্ছে তার প্রিয় উৎসব কার্তিক লড়াইয়ের জন্য।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে খেজুর পাতার তালায়

সুমন পাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ নভেম্বর ঃ গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য হাতে তৈরি খেজুর পাতার পাটি। এক সময় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মানুষের কাছে খেজুর পাতার পাটির ব্যাপক চাহিদা থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় তা বিলুপ্তির পথে। ৮০ থেকে ৯০ দশকে খেজুর পাতার পাটি জেলার সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার হতো। খেজুর পাটিতে ধান শুকানোর কাজ করত অনেকে। সন্ধ্যেবেলায় আড্ডা কিংবা শিশুদের বই পড়ার কাজে খেজুর পাতার ছোট তালায় ছিল অন্যতম মাধ্যম। এছাড়াও খেজুর পাতার পাখাও বেশ জনপ্রিয় ছিলো এক সময়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে হারিয়ে গেছে খেজুর পাটি। মানুষের পারিবারিক ব্যবহার্য উপকরণ ঐতিহ্যবাহী খেজুর পাটির স্থান দখল করে নিয়েছে আধুনিক শীতলপাটি, নলপাটি, পেপসি পাটি, চট-কার্পেট, মোটা পলিথিনসহ বিভিন্ন ধরণের উপকরণ। এই উপকরণগুলো সহজেই বাজারে পাওয়া যাওয়ায় মানুষ খেজুর পাতার পাটির পরিবর্তে এসব আধুনিক উপকরণ ব্যবহারে দিন দিন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে হারিয়ে গেছে খেজুর পাটির কদর। গড়বেতার বিশিষ্ট শিক্ষক সার জানান, একসময় নিজ হাতে খেজুর পাতার পাটি বানাতাম। নিজেদের ব্যবহার ছাড়াও বিক্রি করে বাড়তি আয় হত। যুগের পরিবর্তনে খেজুর পাতার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। আগের মত চোখে দেখি না, না হয় এখনও বানাতে মন চায় খেজুর পাতার পাটি ও পাখা। কিন্তু চাহিদা না থাকায় তাছাড়া প্লাস্টিকের মাদুর সহজলভ্য হওয়ায় আর বানানো হয়ে ওঠে না। লাপুড়িয়ার রিমা পাল জানিয়েছেন, এক সময় এ অঞ্চলে খেজুরপাতার পাটিসহ অন্যান্য সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এটি নেই বললেই চলে। এটি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সরকার খেজুর গাছ লাগানোর জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত, এক দিকে যেমন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া খেজুর গাছ রক্ষা পাবে। অপরদিকে পাটি তৈরির সাথে জড়িত হয়ে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি আরও জানান প্রতিটি মানুষের উচিত নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করা। আধুনিকতার উপর নির্ভর হওয়ায় আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে। এক সময় বহুল ব্যবহৃত খেজুর পাতার পাটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ ছিলো। এখন তা আর নেই বললেই চলে। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া এই খেজুর পাতার পাটির তালায় এখন প্রতি মানুষের কি নতুন করে আকর্ষণ তৈরি হবে। সংরক্ষিত হবে আমাদের বাংলার এই মূল্যবান সংস্কৃতির এক ঐতিহ্য সেটাই এখন দেখার।

কাটল অচলাবস্থা, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জট সমাধান হয়ে খুলছে ডুয়ার্সের তিন চা বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ১২ নভেম্বর ঃ রাজ্যের উদ্যোগে খুলে যাচ্ছে ডুয়ার্সের তিনটি চা-বাগান। রেড ব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর

এই তিনটি চা-বাগান আগামী ১৭ তারিখেই খুলে যাচ্ছে বলে শিলিগুড়ি শ্রম দফতরের বিশেষ বৈঠকে জানানো হয়েছে। শ্রম দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মালিকপক্ষ, ইউনিয়ন এবং রাজ্যের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক সফল হয়েছে। এর ফলেই খুলছে বাগানগুলি। মালিক কর্তৃপক্ষ কোনওরকম নোটিস ছাড়াই পুজোর আগে বাগানগুলি বন্ধ করে দেয়। বিপদে পড়েন কয়েকশো শ্রমিক। এরপর শ্রমমন্ত্রী খোলার জন্য উদ্যোগ নেয় রাজ্য। একের পর এক বৈঠক করা হয়। শিলিগুড়ি জয়েন লেবার কমিশনারের দপ্তরে চা- বাগান শ্রম ইউনিয়নের নেতৃত্ব, বাগান শ্রমিক এবং মালিক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১৭ তারিখ থেকে খুলে যাবে। সেই সঙ্গে বকেয়া বোনাস এবং একটি বকেয়া মজুরির টাকা তুলে দেবেন শ্রমিকদের হাতে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাগান খোলার সিদ্ধান্তে সবাই একমত হন। বাগান খোলার খবরে খুশি শ্রমিকরা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে আলিপুরদুয়ারের দলসিং চা-বাগানও খুলতেও ১৫ নভেম্বর শ্রম দফতরের তরফে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকও ফলপ্রসূ হবে, এমনই আশা করা যায়। পুজোর আগেই, বোনাস সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বেশ কিছু চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। শ্রমিকদের অভিযোগ, কোনও নোটিশ ছাড়াই মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গেছে। বাগান মালিকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতির কারণে পুজোর মুখে বিভিন্ন চা বাগানে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এবং অনেক বাগান বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিকরা পুজোর জন্য সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ বোনাস দাবি করেছেন। অন্যদিকে চা বাগান মালিকদের মতে, ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া তাদের পক্ষে আর্থিক ভাবে সম্ভব নয়। তারা সরকারকে এই বিষয়ে আগেই জানিয়েছিলেন। এই জটিলতার জেরে কয়েকটি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। তবে ধাপে ধাপে আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ থাকা সেই সব চা বাগান খোলা হচ্ছে।

''প্রখ্যাত মিডিয়া অভিজ্ঞ এবং আনমোল জৈনের বাবা মিঃ প্রকাশ জৈন, আনমোল মিডিয়া সার্ভিসেসের দলের সদস্যদের সাথে তার জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছেন।''

ধান কেনা শুরু

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ঃ চলতি খরিফ মরসুমে গত ১ নভেম্বর থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হওয়ার প্রথম বারো দিনে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৭৫ হাজার ৬৫০ জন কৃষক ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৫০ মেট্রিক টন ধান বিক্রী করেছে। ৩ হাজার ৬৩টি ধান ক্রয় কেন্দ্র থেকে এই পরিমান ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর জানিয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/৩৮, তারিখ ১১.১১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩.০০টার আগে** জমা করতে হবে ও **দুপুর ৩.৩০টায় খোলা হবে। ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বায়নামূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৫১-২০২৫;** খড়গপুর–মেদিনীপুর–কলাইকুণ্ডা ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে এলসি গেটগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন/সুবিধা বৃদ্ধি (সারফেস, ফেন্সিং, হাইট গেজ, টয়লেট এবং ১০টি নলকূপের ব্যবস্থা); ২,২২,৮৩,৬৭৩.৬৮ টাকা; ২,৬১,৪০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ইস্ট-৬৭-২০২৫;** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ইস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে ট্র্যাকের বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুবিধার জন্য প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশন বিল্ডিং এরিয়া বাদে স্টেশন ইয়ার্ড ট্র্যাক, মিড-সেকশন ট্র্যাক, ব্রিজ, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদিতে স্থিত ট্র্যাক থেকে জঞ্জাল, আবর্জনা, রাবিশ, নোংরা বস্তু, অকাজের দ্রব্য তুলে ফেলা এবং রেলওয়ের জমির বাইরে পৌর কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো অপসারণের কাজ; ৩৩,৬০,৩২৫.৪০ টাকা; ৬৭,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** উভয়ের জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ০১.১২.২০২৫ এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ০২.১২.২০২৫। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ১৫ মাস এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ২৪ মাস। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ১৭.১১.২০২৫ থেকে ০১.১২.২০২৫-এ দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ১৮.১১.২০২৫ থেকে ০২.১২.২০২৫-এ দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-830)**

বিজি থ্রু টার্নআউট নবীকরণ- এর সাথে সম্পর্কিত অ্যাসোসিয়েট সিগনেলিং কাজ

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-২৯-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখঃ ১০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও স্থানঃ** সিনি. ডিইএন/।/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে গুয়াহাটি - লামডিং-এ বিজি থ্রু টার্নআউট নবীকরণ (স্লিপার ব্যতীত) (মোট-১৩৭ সেট) এবং লামডিং - জামগুড়ী সেকশনে বিজি থ্রু টার্নআউট নবীকরণ (স্লিপার সহ) (মোট-৩২ সেট) (সর্ব মোট-১৬৯ সেট)- এর সাথে সম্পর্কিত অ্যাসোসিয়েট সিগনেলিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫২,১৪,৪০৮.১৪ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,০৪,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE OF INVITING e-TENDER

Applications are invited from bonafied contractors/agencies vide e-Tender bearing no.567/AGP/TN/2025 on dated 11.11.2025 & NIT bearing no. 568/AGP/TN/2025 on dated 11.11.2025 under APAS. Last date for submission of Bids for for e-Tender is 04.12.2025 (upto specified time in portal) & NIT is 22.11.2025. The schedule for opening e-Tender has been fixed on 08.12.2025 and NIT has been fixed on 25.11.2025. For more details visit:-**https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-1 Panchayat Samity

OFFICE OF BHANGRA GRAM PANCHAYAT
At-KARCHA, PO-BHANGRA, Dist.-Purulia, 723149.

Memo. No.152/BGP/2025 Dated: 12/11/2025

Notice

Pradhan Bhangra Gram Panchayat invites E-tender as follows: **eNIT No.- eNIT-10/BGP/2025 dt. 12/11/2025**, for **5 (Five) nos.** of scheme within the jurisdiction of Bhangra Gram Panchayat. Last Date of tender submission is **20/11/2025 up to 3-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Bhangra Gram Panchayat

Saharjora Gram Panchayat
Shitla, Barjora, Bankura

e-NIT-09/SGP/APAS/25-26 Dated 11/11/2025

All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition. can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.

Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of **N.I.e.T. No.-29/HPS/APAS/2025-26, 30/HPS/APAS/2025-26, & 31/HPS/APAS/2025-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **05/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

E tender notice

Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work in respect of **i) E-NiT - 675/KGP/15th CFC untied fund dated: 10/11/2025 Tender ID: 2025 _ ZPHD _ 944202_1** last date of Bid submission **18/11/25**, Opening date: **20/11/25 ii) E - NIT- 676/KGP/APAS fund - 2025, dated: 11/11/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_945888 (1 to 13)** Last date of bid submission **03/12/2025,** Bid opening date: **05/12/25** For details information contact to the undersigned.

S/d- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

OFFICE OF THE PRADHAN
BHANGRA GRAM PANCHAYAT
Under Purulia-II Panchayat Samity
Vill-Karcha, PO: Bhangra Dist: Purulia

Sealed tenders are invited from the suppliers/bonafied contractors for various schemes/supplying materials for Bhangra GP under Purulia-II Panchayat Samity. The schedule of the tender process is as follows: **NIT No:3/2025-26, Date: 12/11/2025**. Date of Sale of Tender Form **13/11/2025 to 21/11/2025(on working day from 11 am to 2.00 pm)**. Last date of Sale of Tender form & dropping of Sealed Tender form **21/11/2025 Till 2:00 pm**. Date of Opening of Tender: **24/11/2025 at 2.00 pm(onwards)**. **NIT No: 4/2025-26, Date: 12/11/2025**. Date of Sale of Tender Form **13/11/2025 to 21/11/2025(on working day from 11 am to 2.00 pm)**. Last date of Sale of Tender form & dropping of Sealed Tender form: **21/11/2025 Till 2:00 pm**. Date of Opening of Tender: **24/11/2025 at 2.00 pm (onwards)**.

Sd/- Pradhan
Bhangra Gram Panchayat

শুরু নলেন গুড় বিক্রি! রমরমিয়ে চলেছে ব্যবসা

অনিকেত নস্কর, বাঁকুড়া, ১২ নভেম্বর ঃ বাঁকুড়ার স্পেশ্যাল নলেন গুড় সকলের প্রিয়। শীতের সকালে খেজুর গাছের জিরান কাঠ কেটে রস বের করা, থেকে শুরু করে খড় মাটি দিয়ে একটি মহল তৈরি করা। এই মহলেই হয়ে থাকে নলেন গুড় তৈরি। আর এই নলেন গুড় গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা বিশ্বে একটি বিশেষ খাবার। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বড় শহরগুলিতে বাঁকুড়ার নলেন গুড়ের চাহিদা তুঙ্গে থাকে। ভোরবেলা গাছে উঠে পেড়ে নিয়ে আসা হয় খেজুর রস ভর্তি হাঁড়ি। সেই খেজুর রস একটি ছাঁকনির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ছেঁকে ঢালা হয় একটি বিরাট বড় পাত্রে। সেই পাত্রকে গরম আগুনে, ফুটিয়ে ফুটিয়ে তৈরি করা হয় খেজুর গুড়। দুই ধরনের গুড় হয়, একটি বেলজিয়াম কাঁচের মতো স্বচ্ছ নলেন গুড়, অপরটি চিটচিটে গুড়। মূলতঃ শীতকালে তৈরি হয় এই খেজুর গুড়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বাঁকুড়া জেলায়। এই মহলটি অবস্থিত বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন নতুনগ্রাম এবং বদড়া গ্রামে।

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/৩০ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৫-২৬/৩৫, **কাজের নামঃ** এসএসই/পি/আগরতলা এবং এসএসই/পি/ধর্মনগর-এর অন্তর্গত ৭৩০ দিন (২ বছর)-এর জন্য ধর্মনগর - আগরতলা এবং আগরতলা - সাব্রুম সেকশনের মধ্যে বিভিন্ন মেক ও ক্ষমতসম্পন্ন ডিজেল জেনেরেটিং সেট-এর ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ, ডিজি সেট পরিচালনা ও ৫টি বিদ্যুতায়িত টানেল-এর পর্যবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭১,৩৭,১৩৯.৯৮ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৪২,৮০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৫-২৬/৩২, **কাজের নামঃ (i)** গুয়াহাটিতেঃ টাইপ-II ট্রিপল স্টোরি (টিএস) ৬ ইউনিট কোয়ার্টার ১ ব্লক দ্বারা অ-মানক দ্বিতল টাইপ-I কোয়ার্টার ডিএস-৬৭ (এম থেকে পি), ডিএস-৬৮ (এ থেকে বি)-এর প্রতিস্থাপন, মোট ৬ ইউনিট-এর সম্পর্কীয় বৈদ্যুতিক কাজ এবং এনজিসিতেঃ কর্মচারীর জন্য পুরানো শোচনীয় ৮ ইউনিট টাইপ। কোয়ার্টারের স্থানে নতুন টাইপ-II ৮ ইউনিট (ডিএস) কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন সম্পর্কীয় বৈদ্যুতিক কাজ। **(ii)** এসএসই/ডব্লিউ/ইস্ট/পান্ডু এবং এসএসই/ডব্লিউ/ওয়েস্ট/পান্ডু-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন কলোনিগুলিতে স্টাফ কোয়ার্টার (টাইপ-II, টাইপ-III, টাইপ-IV)-এর আপগ্রেডেশন/স্পেশাল মেরমত। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৭,৮৭,৫৭৯.৮২ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,১৫,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১১:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১১:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১১-২০২৫ তারিখের ১১:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No.1995/BDO/P-I Dated: 11/11/2025

Notice

Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-13/25-26 dt.10.11.2025, for 01 no. schemes (Tender ID 2025_DM_945170_1)** under APAS within the jurisdiction of Purulia-I Development Block has been cancelled due to unavoidable circumstances. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-54/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **23(Twenty Three) nos.** works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **10.11.2025 up to 01.12.2025 16.00 P.M**. Bid submission starting from **10.11.2025 up to 01.12.2025 at 16.00 PM.** And Opening on **03.12.2025 at 10:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৩ _২০২৫/কে/৮৫১
তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেণ্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেণ্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
1	আরটি২৩_২০২৫	ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-স্ট্যাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সেল লাইনের পরিবর্তন"।	টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অগ্নিবীর নিয়োগ সমাবেশ - ভারতীয় সেনা
(জিডি, টেক, ক্লার্ক / এসকেটি, টিডিএন ১০ম, টিডিএন ৮ম ও ডব্লিউএমপি)
১৮ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট

একটি সেনা নিয়োগ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে, যেখানে **হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম** জেলার শর্টলিস্ট করা অগ্নিবীর প্রার্থীদের জন্য **১৮ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ** পর্যন্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলবে। অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটি (উইমেন মিলিটারি পুলিশ) পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং ওড়িশা রাজ্যের মহিলা প্রার্থীদের নিয়োগ সমাবেশ ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। যেসব প্রার্থী অনলাইন কমন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (CEE)-এ সফল হয়েছেন এবং পরবর্তীতে র‍্যালির জন্য শর্টলিস্ট হয়েছেন, তাদের শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা (Physical Fitness Test) ও চিকিৎসা পরীক্ষা (Medical Examination)-এর জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড সফল প্রার্থীদের নিবন্ধিত ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। প্রার্থীরা তাঁদের প্রোফাইলে লগইন করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকেও অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেনঃ **www.joinindianarmy.nic.in** প্রার্থীদের কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় কোনও অবস্থাতেই মূল নথিপত্র (Original Documents) অন্য কারও হাতে প্রদান করবেন না, যাতে দালাল বা প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত না হন। কোনও প্রতারণা বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে তা অবিলম্বে স্থানীয় পুলিশ এবং রেক্রুটিং অফিস (হেডকোয়ার্টার), কলকাতা-কে জানাতে হবে। স্থানীয় পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় দালাল / এজেন্টদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নিয়োগ সমাবেশে কোনও রকম অনিয়ম বা প্রতারণা না ঘটে। যেকোনও প্রশ্ন বা তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ রেক্রুটিং অফিস (হেডকোয়ার্টার), কলকাতা টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩-২২২৩-৬৮৮১

OFFICE OF THE
KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOW/KGP/NIET-09/25-26

The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT, KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the **7(Seven)** different works. Bid submission start date (online) **13/11/2025 at 12.30 P.M**. Bid Submission closing date (online) **04/12/2025 at 10:30 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals **08/12/2025 at 11:00 A.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Kharuberia Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No.628/EO/P-I Dated: 12/11/2025

Notice

Executive Officer, Purulia-I Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-14/25-26_dt.12.11.2025**, for **04 no.** schemes **(Tender ID 2025_DM_946531_1 to 2025_DM_946531_4**) under **Pathashree IV** within the jurisdiction of Purulia-I Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **05.12.2025 up to 6-55 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/আরটি২-১২_২০২৫/কে/৮৪৬; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরের টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
আরটি২-১২_২০২৫	কাটিহার ডিভিশনে - কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/স্থানে পিআরএস/ইউটিএস এবং সার্ভিস বিল্ডিং/এলসি গেটগুলিতে স্থাপিত বিভিন্নব্র্যান্ড এবং ক্ষমতার ইউপিএস এবং ইনভার্টারের জন্য দুই (০২) বছরের জন্য সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ২বি গ্রান্ট লেন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১২
CIN No: L65999WB1992PLC055224 ইমেল আইডিঃ rfsl.nbfc@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ https://www.rfsl.co.in/

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্ধবর্ষের ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.০৯.২৫	৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২৫	৩ মাস শেষে ৩০.০৯.২৪	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.০৯.২৫	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.০৯.২৪	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৫
১.	কারবার থেকে মোট আয়	২৭০.৯০	২১৮.৭০	৭৮.৭৫	৪৮৯.৬০	১৫২.৬৭	৪৩৭.৩৩
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম #)	৪৫.৮৭	৯.৭৪	(২.৯৯)	৫৫.৬০	২.১৭	১৩.৫০
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পরে #)	৪৫.৮৭	৯.৭৪	(২.৯৯)	৫৫.৬০	২.১৭	১৩.৫০
৪.	করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পরে #)	৩৩.৫২	৯.৪০	(২.৯৯)	৪২.৯৩	২.১৭	১২.৫৪
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় সম্মেলিত [লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৩৩.৫২	৯.৪০	(২.৯৯)	৪২.৯৩	২.১৭	১২.৫৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৫০.০২	৭৫০.০২	৩৭৫.০১	৭৫০.০২	৩৭৫.০১	৭৫০.০২
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	৯১.৮১	৯১.৮১	৪৮৪.২৭	৯১.৮১	৪৮৪.২৭	৯১.৮১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি টাকা) (চলমান এবং বন্ধ করার জন্য অপারেশন) ১.মূল ২.মিশ্র	০.৪৫ ০.৪৫	০.১৩ ০.১৩	(০.০৮) (০.০৮)	০.৫৭ ০.৫৭	০.০৬ ০.০৬	০.১৭ ০.১৭

দ্রষ্টব্যঃ
ক. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইটে https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/d4b162c6-8a8d-4212-91a6-e68c6a1d9602.pdf এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইটে https://rfsl.co.in/RFSL_OutcomeOfMeeting_28052025.pdf পাওয়া যাবে।
খ. অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নিট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেম(গুলি) এর উপর প্রভাব একটি পাদটীকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
গ. #- ইন্ড-এএস নিয়ম / এএস নিয়ম অনুসারে, যেটি প্রযোজ্য, লাভ-ক্ষতির বিবরণীতে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি সমন্বয় করা হয়েছে।
ঘ. নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে আর্থিক ফলাফলগুলি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে

বোর্ডের আদেশানুসারে,
রিচিফিল্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
স্বা /-
ভাদাসেরিল চাকো জর্জেকুটি
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 09194854

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.১১.২০২৫

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ('ব্যাংক') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্টের মতো ঋণ সুবিধা পাওয়া যায়।
ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যেখানে, ব্যাংক অঙ্গীকার আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৪১,৫৪১.১০	১১-১১-২০২৫
২	XXXXXXXXXX১৫৭১	স্বপন কুমার বসু	৯,৩৩,৮২১.৮৪	১১-১১-২০২৫
৩	XXXXXXXXXX০৭৬১	অরুণাভ সাহা	১৯,৪০,২৪৩.৮৩	১১-১১-২০২৫
৪	XXXXXXXXXX২৭৯০	মহেন্দ্র রামদাস সাপধারে	৩,৫২,৬৪৪.২৭	১১-১১-২০২৫
৫	XXXXXXXXXX৩০৯২	সালাউনি বিহানি	৪,৩৮,২৬৬.৮২	১১-১১-২০২৫
৬	XXXXXXXXXX৫৭৬০	মৈত্রেয়ী দত্ত	১০,০৯,৪৫৩.৪৪	১১-১১-২০২৫
৭	XXXXXXXXXX১৭৮৬	রাজীব নারাইনদাস পঞ্জাবি	৭,৮৮,২৩৯.৩৪	১১-১১-২০২৫
৮	XXXXXXXXXX৭৬৬১	সৌমি চন্দ্র	৬,৮৬,২০২.৬৬	১১-১১-২০২৫
৯	XXXXXXXXXX৮০০১	করুণানিধান ঘোষ	১০,১৬৯.০৩	১১-১১-২০২৫
১০	XXXXXXXXXX৭৭৭২	অশোক আগরওয়াল	১৩,৪০,১৭২.৪৮	১১-১১-২০২৫
১১	XXXXXXXXXX০০২৭	শমীক রায়	১,৮৩০.৭০	১১-১১-২০২৫
১২	XXXXXXXXXX৬৭৪০	খাদিজা কবিরা	৪,৩৫,৪০৫.০০	১১-১১-২০২৫
১৩	XXXXXXXXXX৭০২২	মহঃ শাকিল আনসারী	৭,০৩,৯৫১.৮২	১১-১১-২০২৫
১৪	XXXXXXXXXX২০৩৯	সুলেখা মান্না	১,৮১,৫০৭.৫২	১১-১১-২০২৫
১৫	XXXXXXXXXX০৪৫৩	অর্চনা আগ্রাওয়াল	৫,৩৪,৭১৮.০০	১১-১১-২০২৫
১৬	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৫,১৬৫.৯৭	১১-১১-২০২৫
১৭	XXXXXXXXXX০৫৯৯	শম্পা সেন	২০,১৬,২৭৪.৭৫	১১-১১-২০২৫
১৮	XXXXXXXXXX৭০৩৩	সৌমাভ হাজরা	৭,৫৯,৩১৪.৭৬	১১-১১-২০২৫
১৯	XXXXXXXXXX২১৯৮	শমীক রায়	৮,৬৫,৪৩৬.৯৩	১১-১১-২০২৫
২০	XXXXXXXXXX৫৪৫২	দীপ্তি লোহিয়া	৪৪,৭৪৬.২৪	১১-১১-২০২৫
২১	XXXXXXXXXX৭৯৪০	বিধি আগরওয়াল	৯,৯৭,৬৪০.৮২	১১-১১-২০২৫
২২	XXXXXXXXXX২৪২৪	শ্রেনিক জে চৌধুরী	৩,০০,৩০২.৫৫	১১-১১-২০২৫
২৩	XXXXXXXXXX২৫৫২	অমিত শ্রীবাস্তব	১৯,৯৬,৭৭৮.৯০	১১-১১-২০২৫
২৪	XXXXXXXXXX৪৪২০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,৪৯,০২৮.০২	১১-১১-২০২৫
২৫	XXXXXXXXXX২৩১০	রমেশ কুমার আগরওয়াল	২০,১৮,৪৪৮.৪৫	১১-১১-২০২৫
২৬	XXXXXXXXXX৩০৪৩	সুনীতা আগরওয়াল	১৭,৯৩,৯৮১.৯০	১১-১১-২০২৫
২৭	XXXXXXXXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,০৩২.৮২	১১-১১-২০২৫
২৮	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশ জোধানি	১১,৫৪,৯০০.০০	১১-১১-২০২৫
২৯	XXXXXXXXXX২০৮৬	মানস পাত্র	৩,৮৫,৭১১.৪৭	১১-১১-২০২৫
৩০	XXXXXXXXXX৪৭৩৪	রাজা জয়সওয়াল	৮,৯৯,৮৭৬.৯৯	১১-১১-২০২৫
৩১	XXXXXXXXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	১০,০৮,০৬৯.২৬	১১-১১-২০২৫
৩২	XXXXXXXXXX৬৭০৪	বিশ্বনাথ বেরা	৭,৮৭,৬৯৭.৮৯	১১-১১-২০২৫
৩৩	XXXXXXXXXX৪৫৫৯	জন এ ইউ বেক	৫৬,৪৪,০৮২.১৮	১১-১১-২০২৫
৩৪	XXXXXXXXXX৯০৮২	করুণা গায়েন	৪,৯৬,০৬১.৫১	১১-১১-২০২৫
৩৫	XXXXXXXXXX১৬৮১	অমল কান্তি বিশ্বাস	৯,৬৯,৫৭৭.৬০	১১-১১-২০২৫
৩৬	XXXXXXXXXX৭৪৭৪	শম্পা বিশ্বাস	৫,০১৯.৫৬	১১-১১-২০২৫
৩৭	XXXXXXXXXX৬৫৩১	মহঃ জসিমউদ্দীন	২,৬১,০০০.০০	১১-১১-২০২৫
৩৮	XXXXXXXXXX৬৫৯২	নন্দন আদিত্য ভান্ডারী	৯,৯৯,২৯৩.৮২	১১-১১-২০২৫
৩৯	XXXXXXXXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৮০,০৪৪.৪২	১১-১১-২০২৫
৪০	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৪৮,৯৫৮.৯০	১১-১১-২০২৫
৪১	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৪,২৩৮.৮৬	১১-১১-২০২৫
৪২	XXXXXXXXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,৪০,৭৬২.০০	১১-১১-২০২৫
৪৩	XXXXXXXXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৯৬,৭৬৯.৫৪	১১-১১-২০২৫
৪৪	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৪,৮৪৬.৮২	১১-১১-২০২৫
৪৫	XXXXXXXXXX৩৪১৫	তুষার কান্তি ঘোষ	৩,৮২,৫৪২.২৩	১১-১১-২০২৫
৪৬	XXXXXXXXXX৮৩৮১	নিরুপমা হালদার	২৫,৮৯,৬৫২.৭৫	১১-১১-২০২৫
৪৭	XXXXXXXXXX২২৮১	সুদেষ্ণা ব্যানার্জী	৬৫,৪৭৮.০০	১১-১১-২০২৫
৪৮	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৮,২০৫.৯৬	১১-১১-২০২৫
৪৯	XXXXXXXXXX২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	৯,৯৯,৩৭১.৫৭	১১-১১-২০২৫
৫০	XXXXXXXXXX৩৬৮৫	বিকাশ ঢালি	৪৪,৩২৬.৮২	১১-১১-২০২৫
৫১	XXXXXXXXXX০০৭২	ভুবন আগরওয়াল	২,৬৮,৭০৮,৮২	১১-১১-২০২৫
৫২	XXXXXXXXXX৬৬৬০	সুখেন্দু মন্ডল	২,২৮,৮২০.৮২	১১-১১-২০২৫
৫৩	XXXXXXXXXX৮২৭১	স্বাগতা দাস	১,১৩,৭৬২.৮২	১১-১১-২০২৫
৫৪	XXXXXXXXXX২৯৫৯	বিশ্বজিত বিড	৭৮,৯২৮.৮২	১১-১১-২০২৫
৫৫	XXXXXXXXXX৬১০৪	সেরিনা সুলতানা	৫,৯৩,২৭২.৮২	১১-১১-২০২৫

তারিখঃ ১৩.১১.২০২৫ । স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বার্সায় ফেরা নিয়ে 'সবসময় কথা বলেন' মেসি ও তার স্ত্রী-সন্তানরা

ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিওনেল মেসির বার্সেলোনা ছেড়ে যাওয়ার চার বছর পেরিয়ে গেছে। পিএসজি ঘুরে প্রায় আড়াই বছর ধরে তার ঠিকানা এখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামি। তবে বার্সেলোনার জন্য এখনও হৃদয় পোড়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকার। বললেন, ভবিষ্যতে কোনো একদিন প্রিয় আঙিনায় ফেরা নিয়ে তার প্রতিনিয়ত কথা হয় স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে।

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ১২ নভেম্বরঃ ক্লাবের আর্থিক সংকটের কারণে নতুন চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারায় ২০২১ সালের আগস্টে বার্সেলোনা ছাড়তে বাধ্য হন মেসি। পরে যোগ দেন ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। সম্প্রতি দলটির সঙ্গে ২০২৮ পর্যন্ত নতুন চুক্তি করেছেন রেকর্ড আটবারের ব্যালন দ'র জয়ী। গত রবিবার রাতে হুট করেই কাম্প নউয়ে ফেরেন মেসি। তিনি পুরোনো আঙিনায় আসবেন, তা নিয়ে আগে থেকে কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। ইনস্টাগ্রামে মেসি ছবি পোস্ট করার পর প্রকাশ্য হয় বিষয়টি। ওই পোস্টে ভবিষ্যতে এখানে ফেরার আশার কথাও আরেকবার শোনান তিনি। সপ্তাহ দুয়েক আগে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'স্পোর্ত'কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন মেসি। সেটি প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবার। সেখানেও একই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ৩৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ''আমি সত্যিই সেখানে ফিরে যেতে চাই, বার্সেলোনাকে অনেক মিস করি আমরা। আমার স্ত্রী ও আমি, বাচ্চারা সবসময় বার্সেলোনা এবং সেখানে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলি। আমাদের বাড়ি সেখানেই আছে, সবকিছুই, তাই আমরা এটাই চাই।

স্টেডিয়ামের (সংস্কার) কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি সত্যিই আবার সেখানে যেতে উন্মুখ, কারণ প্যারিসে যাওয়ার পর থেকে আমি কাম্প ন্যুয়ে ফিরে যাইনি এবং তারপর তো তারা মন্তজুইকে চলে গেল।'' বিভিন্ন সময়ে মেসি বলেছেন, খুব করেই স্প্যানিশ ক্লাবটিতে থেকে যেতে চেয়েছিলেন। আবারও বললেন, গোটা ক্যারিয়ার বার্সেলোনায় কাটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ''(বার্সেলোনা) ছেড়ে যাওয়ার পর আমার অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল, কারণ যেভাবে সবকিছু হয়েছিল, মহামারীর কারণে সেখানে আমার শেষ বছরগুলোতে ভক্তদের ছাড়াই খেলেছিলাম (কোভিডের কারণে দর্শনশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হতো)। সেখানে আমার জীবনের অনেকটা সময় কাটানোর পর, আমি যেভাবে কল্পনা করেছিলাম, যেভাবে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেভাবে ছেড়ে আসতে পারিনি। আমি যেমনটা বলেছিলাম, আমার পুরো ক্যারিয়ার ইউরোপে, বার্সেলোনায় খেলব। কারণ এটাই ছিল আমার পরিকল্পনা, এটাই আমি চেয়েছিলাম। পরিস্থিতির কারণে, সবকিছুর কারণে বিদায়টাও একটু অদ্ভুত ছিল। যাই হোক, আমি মনে করি ভক্তদের ভালোবাসা সবসময় থাকবে, আমি যা বলেছি সেই কারণে, আমরা যা কিছুর মধ্য দিয়ে গেছি, তার কারণে।'' মেসির কাছে বার্সেলোনা হয়ে উঠেছিল নিজের বাড়ির মতো। দুই দশকের পথচলায় ক্লাবটির হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা, সর্বোচ্চ গোলসহ আরও অনেক রেকর্ড-কীর্তি গড়েছেন তিনি। ১০টি লা লিগা, চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ শিরোপা জিতেছেন অসংখ্য। ফুটবলের সবুজ আঙিনায় উপহার দিয়েছেন জাদুকরি অনেক মুহূর্ত।

২০২৭ থেকে ১২ দলের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফিরছে আইসিসি!

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১২ নভেম্বরঃ বহু আলোচনা-সমালোচনার পর শেষমেশ পিছিয়ে গেল আইসিসি-রদুই-স্তরের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চালুর পরিকল্পনা। পরিবর্তে ২০২৭ সাল থেকে শুরু হতে চলা নতুন চক্রে ১২টি পূর্ণ সদস্য দেশকেই জায়গা দিতে চায় ক্রিকেট সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। যার অর্থ, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবোয়ে-এই তিন দেশও ফিরতে চলেছে মূল টেস্ট প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে মাত্র নয়টি দেশ। বাকি তিনটি পূর্ণ সদস্য থাকলেও তারা এই চক্রের বাইরে রয়েছে। সম্প্রতি দুবাইয়ে আইসিসি-র ত্রৈমাসিক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড ব্যাটার রজার টুয়োসের নেতৃত্বে গঠিত একটি মূল্যায়ন কমিটি দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থা নিয়ে প্রস্তাব দিলেও তা পর্যাপ্ত সমর্থন পায়নি। এক আইসিসি সূত্র পিটিআই-কে বলেছে, ''দুই স্তরের সিস্টেম নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু অনেক দেশ রাজি হয়নি। বরং মনে হয়েছে, ১২ দলের মডেলই ভালো, এতে প্রত্যেক দেশ একে অপরের সঙ্গে বেশি ম্যাচ খেলতে পারবে।'' সবচেয়ে বড় বিরোধিতা এসেছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। কারণ নতুন মডেল চালু হলে এই দেশগুলোকে 'দ্বিতীয় স্তরে' ঠেলে

দেওয়া হতে পারত। এতে খেলায় সুযোগ কমার পাশাপাশি টিভি রেভিনিউও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। এই নিয়ে সরব হন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন। যিনি আগেই বলেছিলেন, ''ইংল্যান্ড যদি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যায় আর নীচের ডিভিশনে নেমে যেতে হয়, তাহলে কি আমরা আর ভারত বা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলব না? সেটা তো ক্রিকেটেরই ক্ষতি!'' যে কারণে, আপাতত দুই-স্তরের সিস্টেম বাতিল করে আইসিসি এগোচ্ছে ১২ দলের নতুন চক্রের দিকে। এতে প্রতিটি পূর্ণ সদস্য দেশ টেস্ট খেলবে এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট সংগ্রহের সুযোগ পাবে। এর পাশাপাশি আইসিসি ভাবছে ওয়ানডে সুপার লিগ ফিরিয়ে আনার কথা, যা ২০২৩ বিশ্বকাপের পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০২০ সালে চালু হওয়া ১৩ দলের ওই টুর্নামেন্ট ওয়ানডে ক্রিকেটে কিছুটা গুরুত্ব ফেরালেও প্রত্যাশামতো এগোয়নি। তবুও অনেক বোর্ড মনে করছে, ওয়ানডে ক্রিকেট এখনও মরেনি। সঠিক কাঠামো ও সময়সূচি দিলে এই ফরম্যাট টিকে থাকবে। এক আধিকারিকের কথায়, ''৫০ ওভারের ক্রিকেট নিয়ে মানুষের আগ্রহ আছে। দরকার শুধু কাঠামোটা ঠিক করা, যাতে বড় দল আর সেরা খেলোয়াড়রা অংশ নেয়।''

খেলতে হবে ঘরোয়া ক্রিকেট!

'রো-কো' জুটিকে সাফ নির্দেশ বোর্ডের

মুম্বই, ১২ নভেম্বরঃ ওয়ানডে দলে থাকতে চাইলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে-রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে সাফ বার্তা দিল বিসিসিআই। দু'জনেই টেস্ট ও টি২০ থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন শুধু ওয়ানডে-তে সক্রিয়। ফলে ফিটনেস আর ম্যাচ প্র্যাকটিস ধরে রাখার জন্য বোর্ড চায়, তাঁরা যেন ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় নামেন। বিসিসিআই সূত্রে খবর, নির্বাচক কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্ট দুই তারকাকে জানিয়ে দিয়েছে-ভারতের হয়ে খেলতে চাইলে ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। যার সোজা অর্থ, ওয়ানডে স্কোয়াডে বিবেচনায় থাকতে হলে খেলতে হবে বিজয় হাজারে ট্রফি। বোর্ডের এক আধিকারিক এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''বোর্ড ও টিম ম্যানেজমেন্ট জানিয়ে দিয়েছে, রোহিত ও বিরাট যদি ভারতের হয়ে খেলতে চান, তাহলে ঘরোয়া ক্রিকেটে নামতেই হবে। এখন তাঁরা দুই ফরম্যাটে অবসর নিয়েছেন, তাই ম্যাচ ফিট থাকতে এটা জরুরি!'' সূত্র বলছে, রোহিত ইতিমধ্যেই মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়েছেন, তিনি বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে প্রস্তুত। এমনকি প্রয়োজনে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০-তেও নামতে পারেন। অন্যদিকে, ঘরোয়া ওয়ানডে টুর্নামেন্টে খেলবেন কি না, এই নিয়ে বিরাট সরাসরি কিংবা পরোক্ষেও কোনও মন্তব্য করেননি। এই পরিস্থিতি নতুন নয়। আগেও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হতাশাজনক ফলাফলের পর

বোর্ড নির্দেশ দিয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার। তখন দু'জনেই রঞ্জি ট্রফিতে একটি মাত্র ম্যাচ খেলেছিলেন। তবে এরপরও ইংল্যান্ড সফরের আগে আন্তর্জাতিক টেস্ট ও টি২০ থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এবার ওয়ানডে-তে খেলা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ফের বোর্ডের একই নির্দেশ-বিশ্বকাপ টার্গেট হলে ঘরোয়া ক্রিকেটে গা ঘামতেই হবে। বিসিসিআইয়ের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর কিছুদিন আগেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ''আমরা এক বছর আগে থেকেই বলে আসছি-যখন খেলোয়াড়রা ফাঁকা থাকবেন, তাঁদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। এটা খেলায় ধার বজায় রাখার একমাত্র উপায়!'' সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে জাতীয় দলে কামব্যাক। তিন ম্যাচের সিরিজে রোহিত করেছিলেন একটি করে অর্ধশতরান ও শতরান, পেয়েছেন সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও। বিরাটও শেষ ম্যাচে ৭৪ রানের ইনিংসে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দেন। এই আবহে বিজয় হাজারে ট্রফি শুরু হচ্ছে ২৪ ডিসেম্বর। তার আগে রোহিতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেও নজর এখন কোহলির দিকে-দেশের হয়ে খেলার টিকিট নিশ্চিত করতে আদৌ মাঠে ফিরবেন তিনি?

সাদা-কালোর প্রাক্তন গোলরক্ষক ভাস্করকে দলে টানল শ্রীনিধি

হায়দরাবাদ, ১২ নভেম্বরঃ নবম স্থানে থেকেই গত আইলিগ শেষ করেছিল শ্রীনিধি ডেকান এফসি। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল ম্যানেজমেন্ট। দাপুটে পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। তবে সেইসব এখন অতীত। এবারের নতুন মরসুমে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর দেশের অন্যতম শক্তিশালী এই দল।

সেজন্য ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল আইলিগ এই ফুটবল ক্লাব। সময় এগোনোর সাথে সাথেই একের পর এক দাপুটে ফুটবলারদের দলের সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু করে ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে দেশের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ তথা আইলিগের একাধিক প্রতিপক্ষ দলের ঘরের ভেঙে ফুটবলারদের চূড়ান্ত করতে থাকে শ্রীনিধি। যাদের মধ্যে রয়েছেন লালথানখুমা সি দুহভেলা থেকে শুরু করে অভিজিৎ কে এর মতো ফুটবলাররা। তাঁদের উপস্থিতিতে আগের থেকে অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এই ফুটবল দল। সেইসাথে দলের একাধিক ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর কথা ও জানানো হয়েছিল তাঁদের তরফে। শেষ কয়েক মাসে সেইমতো একাধিক দাপুটে ফুটবলারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির কথা জানিয়েছে শ্রীনিধি। যেটা নিঃসন্দেহে খুশি করেছে সকলকে। এবার ফের চমক। মুম্বই সিটি এফসির পাশাপাশি কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলা এক গোলরক্ষককে দলে টানল আইলিগের এই দল। তিনি ভাস্কর রায়। মঙ্গলবার রাতে নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে শ্রীনিধি ডেকান। উল্লেখ্য, এবারের এই ডুরান্ড কাপে ইন্ডিয়ান নেভির হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল এই গোলরক্ষককে। যেখানে চারটি ম্যাচ খেলে চারটি গোল হজম করার পাশাপাশি একটি ক্লিনশিট ও ছিল এই ফুটবলারের।

গোয়া ফুটবলে ম্যাচ ফিক্সিং তদন্তে অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপি

সংবাদ সংস্থা, মাডগাঁও, ১২ নভেম্বরঃ গোয়ার ফুটবল দুনিয়ায় বড়সড় আলোচনার জন্ম দিয়েছে সাম্প্রতিক ম্যাচ-ফিক্সিং অভিযোগ। এই অভিযোগ ঘিরে নড়েচড়ে বসেছে গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যেই তদন্তে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা দিতে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি এসপি সানদেশ চোদানকরকে ইন্টিগ্রিটি অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। তাঁর নেতৃত্বেই এগোবে তদন্তের পরবর্তী ধাপ। এই মাসের শুরুর দিকে জিএফএ মোট ১৪ ফুটবলারের বিরুদ্ধে শো-কজ নোটিস জারি করে। এর মধ্যে ৯ জনই চ্যাপোরা যুবক সঙ্ঘ-এর খেলোয়াড়, যাদের বিরুদ্ধে নিজস্ব ক্লাবই ম্যাচ-ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। শুধু তাই নয়, কালাঙ্গুট অ্যাসোসিয়েশন এবং প্যাক্স অফ নাগোয়া-এই দুটি গোয়া প্রফেশনাল লিগ ক্লাবের খেলোয়াড়রাও নজরে এসেছে তদন্তকারীদের। তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে জিএফএ এথিক্স কমিটি-র সামনে হাজির হয়েছেন এবং জবানবন্দি দিয়েছেন। জিএফ প্রেসিডেন্ট ক্যাইতানো ফার্নান্ডেস জানিয়েছেন, ''একটি প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এর রিপোর্ট এথিক্স কমিটির-র কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত এখন তাঁদের হাতেই।'' তিনি আরও বলেন, ''গেমের স্বচ্ছতা রক্ষা করতে এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি এসপি সানদেশ চোদানকরকে ইন্টিগ্রিটি অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হল।'' জিএফএ-র দাবি, ফুটবলের সসাহিত্যের প্রতি তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কোনোভাবেই ম্যাচ-ফিক্সিং বা দুর্নীতির মতো প্রবণতা সহ্য করা হবে না। অ্যাসোসিয়েশন এবার পুরো ফুটবল কমিউনিটিকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। জিএফএ জানিয়েছে- যে কেউ ম্যাচ-ফিক্সিং সংক্রান্ত তথ্য জানলে তা গোপনীয়ভাবে ইমেলে পাঠাতে পারেন। যে তথ্যদাতারা এগিয়ে আসবেন তাঁদের পরিচয় পুরোপুরি গোপন রাখা হবে। উল্লেখ্য গত বছরও ম্যাচ-ফিক্সিং মামলায় কঠোর অবস্থান নিয়েছিল জিএফএ। তখন মিজোরাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন-এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ৫ ফুটবলারকে আজীবন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া মিজোরামে তিন ক্লাব অফিসিয়াল এবং ২৪ জন ফুটবলারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এবং গোয়ার ফুটবলের সুনাম অটুট রাখতে এবার আরও শক্ত তদন্তের পথে হাঁটল জিএফএ। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে খুব শিগগিরই অ্যাসোসিয়েশন আরও আপডেট দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিষেধাজ্ঞার কবলে ডেভিড টিমোর, পদক্ষেপ এফসি গোয়ার

সংবাদ সংস্থা, মাডগাঁও, ১২ নভেম্বরঃ আগের মরসুমে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের মধ্য দিয়েই সিজন শেষ করেছিল এফসি গোয়া। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। এই সর্বভারতীয় খেতাব জয়ের সুবাদেই এবার এএফসির টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পায় গোয়া শিবির। সেখানে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য নিয়ে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল এই ফুটবল ক্লাব। পাশাপাশি সুপার কাপের নয়া সিজনে ও নিজেদের ছন্দ বজায় রাখার লক্ষ্য বোরহা হেরেরাদের। তবে দাপিয়ে ফুটবল খেলেও এএফসিতে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি গোয়া। টানা চারটি ম্যাচে পরাজিত হওয়ার দরুন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ের গ্রুপ পর্বের একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে গোয়া। গত কয়েকদিন আগেই দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে আল নাসেরের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল সন্দেশ ঝিঙ্গানরা। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে বিরাট বড় ব্যবধানে পরাজিত হতে হলেও খেলোয়াড়দের লড়াকু পারফরম্যান্স যথেষ্ট নজর কেড়েছিল সকলের। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে

ইস্তিকালোলের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেরা। এখন সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের। তবে এক্ষেত্রে বিদেশি ফুটবলার ডেভিড টিমোরকে নামানো নিয়ে দেখা দিয়েছে ব্যাপক সমস্যা। আসলে গত মাসের শুরুতে নিজেদের দেশের বুকেই আল নাসেরের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে নেমেছিল জাভিয়ের সিভেরিও টোরোরা। সেই ম্যাচেই শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল ডেভিডকে। যারফলে টানা পাঁচ ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি রয়েছে এই তারকা ফুটবলারের। এক্ষেত্রে চলতি এএফসির টুর্নামেন্টে আর মাঠে নামতে পারবেন না ডেভিড টিমোর। সেই দিকে নজর রেখেই এবার সেই শাস্তি মকুবের জন্য আপিল করতে চলেছে গোয়া ম্যানেজমেন্ট। অন্যদিকে, গতবারের মতো এবারও সুপার কাপ জয় করে এএফসির টুর্নামেন্টে নিজেদের ধরে রাখার লক্ষ্য থাকবে মানোলোর ছেলেদের।

গত বিশ্বকাপের যন্ত্রণায় পুড়েই খাঁটি হয়েছেন ব্রাজিলের মাতেউস কুইয়া

২০২২ বিশ্বকাপের ব্রাজিল স্কোয়াডে জায়গা না পেয়ে মাতেউস কুইয়ার ভেঙে পড়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। সেই মুহূর্তটিকেই নিজের ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট মনে করেন তিনি। ভেঙে যাওয়া হৃদয় জোড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন চরম প্রতিজ্ঞায়। এখন কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল স্কোয়াডে তার উপস্থিতি নিয়মিত। আগামী বিশ্বকাপেও খেলার আশা করছেন এই ফরোয়ার্ড।

ম্যানচেস্টার, ১২ নভেম্বরঃ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ খেলছেন কুইয়া। আনচেলত্তির ভরসাও তিনি আদায় করে নিয়েছেন। ইতালিয়ান এই কোচ ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার তার ঘোষিত চারটি স্কোয়াডেই ছিল কুইয়ার নাম। সেনেগালের বিপক্ষে শনিবার লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচেও তাকে দেখা যাবে ব্রাজিলের জার্সিতে। এই ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে মঙ্গলবার কুইয়া ফিরে গেলেন তিন বছর আগের সময়টায়। দুঃসহ সেই অধ্যায় তাকে আরও পোক্ত করেছে বলেই মনে করেন ২৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ''জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই আরও সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ। কাতার বিশ্বকাপের দলে জায়গা না পাওয়াটা ছিল যন্ত্রণাময়। তবে এটা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে ধাক্কাগুলোর জন্য ভিন্নভাবে মানিয়ে নিতে। আরও পরিণত হয়ে উঠেছি আমি। সেই হতাশাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আজকের জায়গায় আসতে।'' সেই সময়টায় কুইয়া খেলতেন আতলেতিকো মাদ্রিদে। পরে

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সে বছর দুয়েক খেলে গত জুনে পা রাখেন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। নতুন ক্লাবে নিজেকে নিতে মেলে ধরেছেন নতুন রূপে। সাম্প্রতিক সময়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পারফরম্যান্সে যে উন্নতির গান, সেখানে সুর বেঁধে দেওয়া ফুটবলারদের একজন কুইয়া। হুবেন অ্যামুরির দলে তিনি হয়ে উঠেছেন গুরুত্বপূর্ণ একজন। জাতীয় দলেও নিয়মিত হয়ে উঠতে ইউনাইটেডের হয়ে পারফরম্যান্সেরই বড় ভূমিকা দেখেন তিনি। ''ম্যানচেস্টার ইউনাটেড এমন একটি ক্লাব, যাদের সবসময়ই শীর্ষে থাকা উচিত। মাঠে নিজেদের মেলে ধরছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, এমন একটি দলে খেলতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। জাতীয় দলে জায়গা আদায় করে নিতে হলে ক্লাব পর্যায়ে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করতে হয় প্রতিনিয়ত। এখানে আমি তা পারছি।'' অ্যামুরির মতো আনচেলত্তির আস্থাও আদায় করে নিয়েছেন কুইয়া। ব্রাজিলের হয়ে গত কয়েক মাসে নানা সময়ে কখনও তাকে উইঙ্গার, কখনও প্রথাগত ফরোয়ার্ড, কখনও হাইব্রিড অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে দেখা গেছে। কুইয়া বললেন, কোচের আস্থা পেয়েই বিভিন্ন পজিশনে খেলার জন্য প্রস্তুত থাকেন তিনি। ''বিভিন্ন পজিশনে খেলার উপযুক্ত হিসেবে আমার ওপর ভরসা রাখেন ম্যানেজার, এটা জানতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাকে কার্যকর হয়ে ওঠার দায়িত্ব দেয় এবং আমাকে কঠোর পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করে, যেখানেই তিনি আমাকে খেলান না কেন। পজিশন যেটিই হোক, আমি জানি যে নিজেকে মেলে ধরতে হবে এবং নিজেকে প্রমাণে তৈরি থাকতে হবে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com